জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন

(পঞ্চম সংখ্যা)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
কৃষি মন্ত্রণালয়
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন

পঞ্চম সংখ্যা

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ২০১১

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন
পঞ্চম সংখ্যা

প্রথম সংখ্যা – ১৯৮৫ খ্রি.
দ্বিতীয় সংখ্যা – ১৯৯৩ খ্রি.
তৃতীয় সংখ্যা – ১৯৯৯ খ্রি.
চতুর্থ সংখ্যা – ২০০৫ খ্রি.

সম্পাদনায় ঃ

- **কৃষিবিদ মোঃ বছির উদ্দিন**, পরিচালক
- **কৃষিবিদ হোসেন আহমেদ**, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার
- **কৃষিবিদ মোঃ শফিকুর রহমান**, প্রধান বহিরাংগন নিয়ন্ত্রণ অফিসার
- **কৃষিবিদ এস.এম রশিদ**, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ
- **কৃষিবিদ মোঃ খায়রুল বাসার**, মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার
- **কৃষিবিদ ড. মু. শরীফুল ইসলাম,** বহিরাংগন কর্মকর্তা
- **কৃষিবিদ মোঃ হাসান কবীর,** উপজেলা কৃষি অফিসার (এল.আর)
- **কৃষিবিদ ড. মোঃ জাকির হোসেন, বাজার উন্নয়ন অফিসার**
- **কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন**, বীজ বিশ্লেষক
- **কৃষিবিদ মোঃ রাকিবুজ্জামান খান**, প্রকাশনা কর্মকর্তা

আর্থিক সহযোগিতা ও প্রকাশনায় ঃ
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গাজীপুর-১৭০১
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯২৫২০৩৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯২৫৭১৩৪
ই-মেইল ঃ ফরৎ@ংপধ.মড়া.নফ
ওয়েবসাইট ঃ িি.ংপধ.মড়া.নফ

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ
৫০০ কপি

কম্পোজ ঃ
মালেক'স (০১৭১২২৮২৭৩৬)

মুদ্রণে ঃ
বি-বাড়ীয়া প্রিন্টিং প্রেস
জয়দেবপুর, গাজীপুর ।ফোন ঃ ৯২৫৬১৬৩, ০১৯১৪-৭৪৩৪৩৩, ০১৭১২-৪২৭৭২

মুখবন্ধ

জাতীয় বীজ বোর্ড ১৯৭৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় বীজ বোর্ড দেশের বীজ সেক্টরের নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রত্যয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণসহ কৃষক কর্তৃক বীজ ব্যবহার পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে এই জাতীয় বীজ বোর্ড। এ বোর্ডের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত কৃষি ক্ষেত্রের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন" এর প্রথম সংখ্যা ১৯৮৫ (১ম হতে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী), দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৩ সনে (১৯তম হতে ২৮তম সভার কার্যবিবরণী), তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৯ সনে (২৯তম হতে ৪২তম সভার কার্যবিবরণী) এবং চতুর্থ সংখ্যা ২০০৫ সনে (৪৩তম হতে ৫৭তম সভার কার্যবিবরণী) প্রকাশিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ৫৮তম থেকে ৭৫তম সভার কার্যাবলী সম্বলিত পঞ্চম সংখ্যা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা, বিগত সংখ্যাগুলোর মতো এ সংখ্যাটিও কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিকট প্রশংসিত হবে।

এ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাদের এ কাজে সহায়তা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ। তাদের এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির প্রকাশনায় মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকতে পারে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ বছির উদ্দিন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

সূচিপত্র

ক্রমঃ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভা ঃ**	১–৬
	১) ৫৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা	
	২) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি বিআর ৬১১০-১০-১-২ এবং বিআর ৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান ৪৪ আমন মৌসুমে এবং ব্রি ধান ৪৫ বোরো মৌসুমে আগাম জাত হিসেবে ছাড়করণ বিষয়ে আলোচনা	
	৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএডব্লিউ-৯৬৬, বিএডব্লিউ-১০০৬ এবং বিএডব্লিউ-১০০৮ কৌলিক সারি তিনটিকে যথাক্রমে বারি গম ২২ (সূফী), বারি গম ২৩ (বিজয়) ও বারি গম ২৪ (প্রদীপ) হিসেবে ছাড়করণ বিষয়ে আলোচনা	
	৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রে যাচাইকৃত আলুর তিনটি জাত যথাক্রমে বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা), বারি আলু-২৪ (ডুরা) ও বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স) হিসেবে ছাড়করণ বিষয়ে আলোচনা	
	৫) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান-৯৯-৫ (হীরা) জাতটিকে ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও চাষাবাদের বিষয়ে আলোচনা	
	৬) বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারদের জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনকরণ বিষয়ে আলোচনা	
	৭) ঝববফ ঞবপযহড়ষড়মু বিষয়ে গঝ ও চয.উ ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাধান্য প্রদান বিষয়ে আলোচনা	
	৮) নিবন্ধিত বীজ ডিলাদের প্রতিবছর উপজেলা/জেলা পর্যায়ে বীজ ব্যবসা সংক্রান্ত কর প্রদানের বিধান বিষয়ে আলোচনা	
	৯) সীড প্রমোশন কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং ঘএঙ ঋড়ৎঁস থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে আলোচনা	
	১০) হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (অওঞ) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (ওউঝঈ) রেয়াত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা	
	১১) বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ	
২.	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভা ঃ**	৭-১২
	১) ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
	২) ৫৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যলোচনা	
	৩) তিনপাতা-৪০ জাত ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা এবং ব্রাকের এইচ বি-৮ জাতটি ঢাকা,	

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলসমুহে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণ

৪) পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

৫) জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন

৩. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভা ঃ ১৩-২৪

১) ৫৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

২) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের ৮-৯৫ ক্লোনটির মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক বিএসআরআই আখ-৩৭ হিসেবে ছাড়করণ

৩) মেস্তা পাট বীজ নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে তালিকাভূক্তকরণ

৪) বিএডিসির প্রতিটি কঃ গ্রোঃ জোন, খামার ও অধিক বীজ উৎপাদন (অবীউ) জোনকে ইউনিট ধরে প্রতিটি ইউনিটের জন্য প্রত্যয়ন ফি বহাল রেখে প্রত্যয়ন প্রদান

৫) ব্রি কর্তৃক মৌল বীজের বর্ধিত মূল্য প্রতি কেজি ১০০ টাকা থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ৪০ টাকা নির্ধারণ

৬) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারী বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে ঘোষণা প্রদান

৭) হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির সময়সীমা পাঁচ বছর হতে বর্ধিত করে দশ বছর করণ

৮) ১০টি বীজ প্রতিষ্ঠানের হাইব্রিড ধানের ১৮টি জাতকে অঞ্চলভিত্তিক সাময়িক ভাবে শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধীকরণ

৯) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত "ফেলসিনা" জাতটিকে বারি আলু-২৬ হিসেবে ছাড়করণ

১০) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়াল অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা

১১) ২০০৬-২০০৭ বছরের আলুবীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ

৪. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম (বিশেষ) সভা ঃ ২৫-২৬

১) বীজ আলু আমদানির অনুমোদিত পরিমাণ ২০,০০০ মে. টন থেকে বৃদ্ধিকরণ

২) ইস্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লি: ও নর্থ সাউথ সীড লিঃ এর হাইব্রিড ধান যথাক্রমে ঐঞগ ২০২ ও ঐঞগ ৩০৩ এবং গঞগ ৬০৬ ও ঐঞগ ৭০৭ জাতগুলোর বাণিজ্যিক নাম যথাক্রমে চৎবসরঁস ও ঝঁঢ়বৎ এবং খধষঃবৎ এড়ষফ ও খধষঃববৎ ঞরধ ব্যবহারের অনুমোদন

৩) বিএডিসি কে ও ঝখ. অমৎরঃবপয ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ, চযরষরঢ়রহবং -এর সাথে যৌথভাবে হাইব্রিড এফ-১ ধান বীজ ধান উৎপাদনের অনুমতি প্রদান

৫. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভা ঃ ২৭-৩২

১) ৬০তম ও ৬১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ৬০তম ও ৬১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বি আর ৫২২৬-৬-৩-২, আই আর ৬৩৩০৭-৪ বি- ৪-৩ এবং বিআর ৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারি তিনটি যথাক্রমে ব্রিধান ৪৬, ব্রি ধান ৪৭ এবং ব্রিধান ৪৮ হিসেবে ছাড়করণ

৪) পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

৫) বিবিধ ঃ

ক) রবি মৌসুমের আমদানিকৃত আলু বীজ ও হাইব্রিড ধান বীজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা

খ) ভারত থেকে মেস্তা পাট বীজ আমদানি বিষয়ে আলোচনা

৬. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম (বিশেষ) সভা ঃ ৩৩-৩৬

১) ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে আলুবীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ ও আলু চাষের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

৭. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভা ঃ ৩৭-৪৪

১) ৬২তম ও ৬৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ৬২তম ও ৬৩তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩) বিএডিসি ও ঝখ. অমৎরঃবপয ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ, চযরষরঢ়রহবং কর্তৃক যৌথভাবে উৎপাদিত হাইব্রিড এফ-১ ধান বীজ ধান উৎপাদনের অনুমতি প্রদান হাইব্রিড এফ-১ বীজ ধান বিক্রয় এবং উৎপাদন কার্যক্রম বিষয়ে পর্যালোচনা

৪) মানঘোষিত (টিএলএস) বীজের গ্রেড বিন্যাস বিষয়ে আলোচনা

৫) বীজ প্যাকেটের গায়ে ফসল জাতের মূল নামের সাথে ঋধহপু হধসব বা অন্য কোন নামের অন্তর্ভুক্তকরণ

৬) ব্রাকের এইচ বি-৮ জাতের হাইব্রিড ধান এর সাময়িক নিবন্ধিকরণের অনুমতি প্রদান

৭) ধানের টিএনডিবি-১০০ লাইনটি বিনা ধান-৭, পাটের বিজেসি-২১৪২ কৌলিক সারিটি বিজেআরআই দেশী পাট-৭ এবং আখের আই-১৩১-৯৭ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৮ নামে ছাড়করণ

৮) বোরো হাইব্রিড ধানের ১৪টি জাত নিবন্ধিকরণ

৯) বিবিধ ঃ

ক) আলু বীজের আমদানীর ক্ষেত্রে প্রত্যায়িত ও ভিত্তি বীজের অনুপাত (৮০:২০) শর্ত তুলে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা

খ) ট্রায়ালরত আলু বীজের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যারাইটির সীমিত পরিমাণ আমদানীর আলুর জাত ছাড়করণের নিমিত্তে ফিল্ড ট্রায়ালের সময়সীমা পুন:নির্ধারণ

৮. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভা ঃ ৪৫-৪৮

১) বীজ লেবেলিং এর ক্ষেত্রে বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ এর ১৯নং ধারা অনুসরণ

২) বিএডিসি'র সুপার হাইব্রিড ধানবীজ (ঝখ-৮ঐ) বিতরণের অনুমতি প্রদান

৩) বেসরকারী পর্যায়ে ঈবৎঃরভরবফ পাট বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ

৪) নার্সারী নীতিমালা ২০০৭ অনুমোদন

৯. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬ তম সভা ঃ ৪৯-৫২

১) ৬৪তম ও ৬৫ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ৬৪তম ও ৬৫ তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩) ধানের বিআর ৫৫৬৩-৩-৩-৪১, বিআর ৬৫৯২-৪-৬-৪ ও বিইউ-৯৬২৫-১২-১৫-৫০-৭৪-১২৩ সারি তিনটি যথাক্রমে ব্রিধান ৪৮, ব্রিধান ৪৯ এবং বিইউ ধান ১ হিসেবে ছাড়করণ

৪) (ক) উংঢ়ৎরঃ (বারি আলু-২৭), খধফু জড়ংবঃঃধ (বারি আলু-২৮) এবং ঈড়ঁৎধমব (বারি আলু-২৯) ছাড়করণ

(খ) আলুর গ্রেড পুন:নির্ধারণ

(গ) হাইব্রিড ধান আলোক-৯৩০২৪ এর নাম পরিবর্তন করে সুন্দরী ৯৩০২৪ নামকরণ

৫) বিবিধ ঃ ক) আলু বীজ আমদানী ও ইমপোর্ট পারমিট (আই পি)

খ) ৬৭তম সভার তারিখ নির্ধারণ

১০. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা ঃ ৫৩-৫৭

১) ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ৬০তম সভায় সুপারিশকৃত ধানের জাতসমূহের ছাড়করণ প্রসঙ্গে

৩) বিবিধ ঃ

ক) রংপুর অঞ্চলে ট্রায়ালকৃত জাতগুলোর চবৎভড়ৎসধহপব

খ) হাইব্রিড ধান বীজ আমাদানির ২নং শর্তের পরিমার্জন

গ) নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের নামের পাশাপাশি বাণিজ্যিক নাম এর অনুমোদন

ঘ) বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানীর অগ্রগতি পর্যালোচনা

ঙ) আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের একই ভ্যারাইটির বিভিন্ন নামে ট্রায়াল এবং ধানের এমাইলেজ এর পরিমাণ নির্ধারণ

১১. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা ঃ ৫৮-৬১

১) ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ব্রি ধান ৫০ (বাংলামতি) এবং বিজে আর আই তোষাপাট-৫ (লাল তোষা) জাত দুটি ছাড়করণ

৩) পাট বীজ আমদানী প্রসঙ্গে

৪) জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপকের পরিবর্তে বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ,

ময়মনসিংহ কে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন

১২. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম (বিশেষ) সভা ঃ ৬২-৬৪

১) ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) বীজ আলু আমদানির পরিমাণ অনুমোদন

৩) কুফরী সুন্দরী জাতের বীজ আলু আমদানি

১৩. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভা ঃ ৬৫-৭০

১) ৬৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) আখের দুটি জাত বিএসআরআই আখ-৩৯ এবং বিএসআর আই আখ-৪০ ছাড়করণ

৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৩তম সভায় সুপারিশকৃত

ক) ৭৪টি নননটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান অনুমোদন

খ) বারি আলু -৩০ (মেরিডিয়ান) ছাড়করণ

গ) ২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের নিবন্ধিকরণ এবং

ঘ) ৩ বছরের পুন:ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলোর নিবন্ধিকরণ

৪) নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ যথাক্রমে ঝলক ও বিজলী নামে নামকরণ সংক্রান্ত

৫) হাইব্রিড ধানের এমাইলোজ কমপক্ষে ২০% থাকা প্রসঙ্গে

৬) বিদেশ হতে হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

৭) ট্রায়ালের জন্য গম বীজ আমদানী

৮) হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল সম্পর্কিত অঞ্চল নির্ধারণ

১৪. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভা ঃ ৭১-৭৩

১) ৭০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

৩) বোরো ধান বীজ সরবরাহের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

১৫. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা ঃ ৭৪-৭৭

১) ৭১ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ এবং হীরা ১০ (ঝঐউ ৪১) হাইব্রিড জাত দুটির ছাড়করণ

৩) ব্রিধান ৫১ (স্বর্ণা সাব-১) এবং ব্রি ধান ৫২ (বি আর-১১ সাব-১) ছাড়করণ

৪) গমের দুটিজাত বারিগম ২৫ (তিস্তা) এবং বারি গম ২৬ (হাসি) ছাড়করণ

৫) বিএআরআই কর্তৃক সরবরাহকৃত অপেক্ষাকৃত কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন (৬৬-৬৯%) মৌল গম বীজ (প্রদীপ ও বিজয়) দ্বারা বিএডিসি'র খামারে আবাদকৃত ভিত্তি বীজের মাঠ

প্রত্যয়ন

৬) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সরবরাহকৃত বি আর-২৬ জাতের ট্যাগবিহীন মৌল বোরো বীজ দ্বারা বিএডিসি-এর খামারে আবাদকৃত ভিত্তি বীজের মাঠ প্রত্যয়ন

৭) গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ

১৬. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভা ঃ ৭৮-৮২

১) ৭২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৫তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে হাইব্রিড ধানের ১০টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ

৩) ব্রিধান ৫৩ এবং ব্রিধান ৫৪ ছাড়করণ

৪) বিনা ধান ৮ হিসেবে ছাড়করণ

৫) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর দুটিজাত ঝধমরঃধ (বারি আলু-৩১) এবং ছঁরহপু (বারি আলু-৩২) ছাড়করণ প্রসঙ্গে

৬) বীজ আলু আমদানির পরিমাণ অনুমোদন

৭) কেনাফ পাট ফসল নিয়ন্ত্রিত ফসল (ঘড়ঃরভরবফ ঈৎড়ঢ়) হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ

৮) বিবিধ ঃ

আলুর জাত (ইনোভেটর, লরা ও আলমিরা) ছাড়করণ প্রসঙ্গে

১৭. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভা ঃ ৮৩-৮৫

১) ৭৩ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ২০১০-২০১১ মৌসুমে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

১৮. জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভা ঃ ৮৬-৯৩

১) ৭৪ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

২) ২.১. হাইব্রিড ধানের দুইটি নতুন জাত অ্যারাইজ ধানী (ঐ০৭০০২) ও মুক্তি (ঐই১২)-এর নিবন্ধিকরণ

২.২. ব্রি ধান ৫৫ ছাড়করণ

২.৩. আলুর জাত নিবন্ধন সহজীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্তে গঠিত আহ্বায়ক কমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা

২.৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা

৩) আলু বীজ আমদানির পরিমাণ অনুমোদন

৪) ৪.১. বোরো হাইব্রিড ধানের ১১টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ

৪.২. বোরো হাইব্রিড ধানের ৭টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ

৪.৩. ব্রি ধান ৫৬ এবং ব্রি ধান ৫৭ ছাড়করণ

৪.৪. হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

৫) বিবিধঃ

(ক) ধানের জিরাশাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ

(খ) আলুর লরা ও আলমিরা জাত দুটির নিবন্ধিকরণ

(গ) ধনিয়া বীজের উপর আমদানী শুল্ক ০% আরোপ

(ঘ) হাইব্রিড ধান বীজের নামকরণ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী

২৩.০৭.২০০৫ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব কাজী আবুল কাশেম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বলেন যে, গত ৩০-১০-২০০৪ ও ১৪-০২-২০০৫ তারিখে যথাক্রমে ৫৬তম ও ৫৭তম (বিশেষ) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৫৬তম ও ৫৭তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট যথাক্রমে ১০-০১-২০০৫ (পত্র সংখ্যা ০৯) ও ২২-০২-২০০৫ (পত্র সংখ্যা ১০০) তারিখে পাঠানো হয় এবং সভা দুটির কার্যবিবরণী বিষয়ে বোর্ডের সদস্যের নিকট থেকে আপত্তি বা মন্তব্য না পাওয়ায় সভা দুটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ৫৮তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ৩০-১২-২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।

সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ৩০-১২-২০০৪ তারিখ অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২(৩)	**বিষয়ঃ** Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2005 এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্তঃ** যে সব প্রতিষ্ঠান Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2005 এর খসড়া কপি পায়নি, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে খসড়ার কপি দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে খসড়াটির উপর লিখিত মতামত অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। পরবর্তীতে বিশেষ সভা আহ্বান করে খসড়াটি অনুমোদন করা হবে। (বাস্তবায়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)।	Plant Variety and Farmers' Rights Protection Act, 2005 বিষয়ে প্রণীত সংশোধিত খসড়াটি গত ১৯.০৫.২০০৫ খ্রীঃ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুমোদিত খসড়াটি আইনে পরিণত করার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন আছে।
২(৬)	**বিষয়ঃ** ভারতীয় তোষা পাট বীজ নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে মূল্যায়ণ ও ছাড়করণ প্রক্রিয়া **সিদ্ধান্তঃ** ভারতীয় তোষা পাট জাত নবীন (জে আরও-৫২৪) বাংলাদেশে ছাড়করণ প্রক্রিয়া	ভারতীয় তোষা পাট বীজ নবীন (জেআরও-৫২৪) দেশে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতটির গুণাগুন আরও যাচাই-বাছাই এবং প্রজনন বীজ সংগ্রহের উৎসসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য কারিগরী কমিটির ৫১তম সভায় উপস্থাপনের জন্য গৃহিত হয়।

	পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	কারিগরী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। (দায়িত্বঃ বিজেআরআই ও এসসিএ)।
৩	**বিষয়ঃ** মল্লিকা সীড কোম্পানী তার কথিত সিস্টার কোম্পানী মল্লিকা-নর্থসাউথ সীড (বাংলাদেশ) লিঃ কোম্পানীর সাথে অবৈধভাবে সিএনএসজিসি-৬ (সোনার বাংলা-১) জাতের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ বাজারজাতকরণ সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে এসসিএ-এর নিকট থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।	ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য মল্লিকা সীড কোম্পানীকে বলা হলো। এ ধরনের কোন অনিয়ম যাহাতে কখনও না হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
৬(খ)	ট্রায়ালের জন্য আলু বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সুপারিশমালা এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে (দায়িত্বঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।	ট্রায়ালের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ২০০ কেজির পরিবর্তে টিসিআরসির ৫টি স্টেশনে প্রতিটিতে ৫০ কেজি হিসাবে ২৫০ কেজি, দেবীগঞ্জ খামারে বীজ পরিবর্ধনের জন্য ২২৫ কেজি এবং এসসিএ কর্তৃক ডিইউএস ও স্প্রাউট টেস্ট সম্পন্ন করার নিমিত্তে ২৫ কেজিসহ সর্বমোট ৫০০ কেজি বীজ আলু আমদানির সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হলো।

আলোচ্য সূচী -২ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত ব্রি বিআর-৬১১০-১০-১-২ এবং বিআর ৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান-৪৪ আমন মৌসুমে দক্ষিণ অঞ্চলের জোয়ার ভাটা এলাকায় ও ব্রি ধান-৪৫ বোরো মৌসুমের আগাম জাত হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি বিআর-৬১১০-১০-১-২ এবং বিআর ৫৮৭৭-২১-২-৩ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান-৪৪ আমন মৌসুমে দক্ষিণ অঞ্চলের জোয়ার ভাটা এলাকায় ও ব্রি ধান-৪৫ বোরো মৌসুমের আগাম জাত হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৩ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত (ক) বিএডব্লিউ-৯৬৬ (খ) বিএডব্লিউ-১০০৬ ও (গ) বিএডব্লিউ-১০০৮ কৌলিক সারি তিনটিকে যথাক্রমে বারি গম-২২ (সূফী), বারি গম-২৩ (বিজয়) ও বারি গম-২৪ (প্রদীপ) হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত (ক) বিএডব্লিউ-৯৬৬ (খ) বিএডব্লিউ-১০০৬ ও (গ) বিএডব্লিউ-১০০৮ কৌলিক সারি তিনটিকে যথাক্রমে বারি গম-২২ (সূফী), বারি গম-২৩ (বিজয়) ও বারি গম-২৪ (প্রদীপ) হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রে যাচাইকৃত আলুর ৩টি (আল্ট্রা, ডুরা ও এসটারিক্স) জাত যথাক্রমে বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা), বারি আলু-২৪ (ডুরা) ও বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স) হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ।

সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল গবেষণা কেন্দ্রে যাচাইকৃত আলুর ৩টি (আলট্রা, ডুরা ও এসটারিক্স) জাত যথাক্রমে বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা), বারি আলু-২৪ (ডুরা) ও বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স) হিসাবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো ।

আলোচ্যসূচী-৫ঃ সুপ্রীম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ (হিরা) জাতটিকে ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও চাষাবাদ ।

সিদ্ধান্ত ঃ সুপ্রীম সীড কোম্পানীর হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ (হীরা) জাতটিকে ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও চাষাবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ।

আলোচ্যসূচী-৬ঃ বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারদের জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনকরণ ।

ক) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভায় উল্লেখ করেন যে, বীজ (সংশোধিত) আইন/১৯৯৭ এর ধারা ৭(এ) এর মতে নটিফাইড ফসলের ক্ষেত্রে যে কোন বীজ ব্যবসায়ীকে জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে । কিন্তু বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ বীজ ডিলারগণ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত নয় । তাই সুষ্ঠু নিয়ম-নীতির প্রয়োজনে সকল বীজ ব্যবসায়ী বা ডিলারদেরকে জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে ।

খ) এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিএডিসি'র সভায় উল্লেখ করেন যে, ইতিমধ্যেই বিএডিসি ডিলারদের জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধের জন্য ১১৯৫ টি আবেদনপত্রের একটি তালিকা বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । অবশিষ্ট আবেদনপত্র পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারগণ পর্যায়ক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হবে । বিএসিডির থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বীজ উইং গ্রহণ করবে । অবশিষ্ট আবেদনপত্র পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি) ।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাধান্য দান ।

ক) প্রফেসর মঈনুদ্দিন আহমদ, পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সভায় উল্লেখ করেন যে, Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হচ্ছে উপযুক্ত স্থান এবং এখানে Seed Technology বিষয়ক MS ও Ph.D করার মতো প্রয়োজনীয় রিসোর্স পারসনসহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা সাবজেক্ট আছে । শুধুমাত্র এগুলোর সমন্বয় সাধন করতে হবে । অত্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসআইডি প্রজেক্ট থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পেলে বর্তমান যে ভৌত অবকাঠামো আছে তার উন্নতি সাধন করা যাবে ।

খ) এ বিষয়ে সভার সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, কি ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া গেলে বিষয়টি নিয়ে এসআইডি প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ Seed Technology বিষয়ক MS ও Ph.D কোর্স চালু কল্পে SID প্রকল্প হতে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D কোর্স চালুর ব্যাপারে কি ধরনের আর্থিক সহাযতা দরকার তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করবে । পরবর্তীতে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এসআইডি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ একই ব্যক্তি মালিকানায় একাধিক দোকান/প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ ডিলার নিবন্ধনপত্রসহ সাময়িক (Seasonal) বীজ ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র বীজ ব্যবসা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বীজ নিবন্ধিত ডিলারদের উপজেলা/জেলা পর্যায়ে বীজ ব্যবসা সংক্রান্ত কর বাবদ ৩০০/৫০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে রিসিট সংগ্রহের বিধান ।

এ বিষয়ে সভার সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, একই ব্যক্তির মালিকানায় একাধিক দোকান/প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ ডিলার নিবন্ধনপত্র নেয়ার জন্য আবেদন করছে । কিন্তু বিদ্যমান বীজ আইনে একই ব্যক্তির মালিকানায় একাধিক দোকান/প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ ডিলার নিবন্ধনপত্র ইস্যু করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নেই বিধায় বিষয়টি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন । পাশাপাশি সাময়িক (Seasonal) বীজ ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র বীজ ব্যবসা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বীজ নিবন্ধিত ডিলারদের উপজেলা/জেলা পর্যায়ে বীজ ব্যবসা সংক্রান্ত কর বাবদ ৩০০/৫০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে রিসিট সংগ্রহের বিধান রাখা যেতে পারে । অন্যথায় বীজ ডিলার নিবন্ধনপত্র আপনাআপনি বাতিল বলে ঘোষিত হবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) একই ব্যক্তির নামে ভিন্ন ভিন্ন দোকান বা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে একাধিক বীজ ডিলার নিবন্ধনপত্র ইস্যু করা যাবে ।

খ) বীজ নিবন্ধিত ডিলারদের নিবন্ধন নবায়নের বিষয়টি এসসিএ এবং বিএডিসির সাথে আলোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ সীড প্রমোশন কমিটির কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সীড সংক্রান্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যথাক্রমে সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং NGO Forum এর সভাপতিকে অন্তর্ভুক্তকরণ ।

ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি সভায় উল্লেখ করেন যে, সীড প্রমোশন কমিটিতে প্রাইভেট সেক্টর থেকে সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারী উভয় সেক্টরের মাধ্যমে কে কোন কোন বীজ কি পরিমাণ উৎপাদন, বিক্রয় বা আমদানি করছে সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া । কিন্তু সীড প্রমোশন কমিটির সভায় এ বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টর হতে কোন ধরনের তথ্যে আদান প্রদান না থাকায় বীজের সার্বিক তথ্য সটিকভাবে জানা যায় না ।

খ) প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং এনজিও সীড ফোরাম হচ্ছে উভয় ফোরামের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ । সে ক্ষেত্রে সীড প্রমোশণ কমিটিতে সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং এনজিও সীড ফোরাম থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ সীড প্রমোশন কমিটির প্রাইভেট সেক্টরের বিদ্যমান সদস্য দুজনের সদস্যপদ বাতিলপূর্বক সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং এনজিও সীড ফোরাম থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হলো । এ বিষয়ে উভয় কর্তৃপক্ষের (সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এবং এনজিও সীড ফোরাম) নিকট নাম চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।

আলোচ্যসূচী-১০ ঃ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত ।

এ বিষয়ে এফ, আর, মালিক সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন সভায় বলেন যে, প্রাইভেট সীড সেক্টরের কয়েকটি কোম্পানী হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াতের ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে পত্র দিলে উক্ত বোর্ড থেকে এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত দেয়ার জন্য পত্র দেয় । পরবর্তীতে ব্রি এ বিষয়ে হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান

অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত না দেয়ার বিষয়ে মতামত প্রদান করে কিন্তু বিএআরসি'র মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি এই সভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীজ সংকট নিরসনের নিমিত্তে হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত দেয়ার সুপারিশ গৃহিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে অনুরোধ করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার নিমিত্তে অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী আইন (Nursery Act) প্রণয়ন এবং হাইব্রিড বীজ আমদানিতে ফসলের গুণাগুণ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

ক) এ বিষয়ে প্রকল্প-পরিচালক, এনসিডিপি, ডিএই বলেন যে, অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে কোন স্ট্যান্ডার্ড নীতিমালা মানা হচ্ছে না বিধায় এ ব্যাপরে নার্সারী আইন (Nursery Act) প্রণয়ন করা দরকার। তিনি আরোও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে হাইব্রিড বীজ আমদানিতে ফসলের গুণাগুণ সংরক্ষণের সুনির্দ্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক প্রায়শঃই প্রতারিত হচ্ছে।

খ) প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, যেহেতু কোন আইন প্রণয়ন করা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন তাই বিষয়টি আপাততঃ নীতিমালা আকারে প্রণয়ন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, আহবায়ক, প্রকল্প-পরিচালক, এনসিডিপি, সদস্য সচিব, বিএডিসি, বারি, এসসিএ, কৃষি মন্ত্রণালয় (বীজ উইং) এবং বাকৃবি, ময়মনসিংহ-এর একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলো। এ কমিটি আগামী দুই মাসের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

আলোচ্যসূচী-১২ ঃ বিবিধ

বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।

ক) এ বিষয়ে এফ, আর, মালিক সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন বলেন যে, বীজ আলু আমদানির পরিমাণটা নির্ধারিত না রেখে উন্মুক্ত রাখলে যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান তার চাহিদানুযায়ী বীজ আলু আমদানি করতে পারবে।

খ) চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, পরিমাণ নির্ধারণ না করা হলে বীজ আলুর নামে খাবার আলু এসে বাজার সয়লাব হবে এবং এতে দেশীয় উৎপাদনকারীদের কোল্ড স্টোরেজগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ সীড প্রমোশন কমিটি যথাশীঘ্র সম্ভব সভা করে বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সীড প্রমোশন কমিটি)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ০১/৮/০৫
(কাজী আবুল কাশেম)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

২৩-০৭-০৫ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের তালিকাঃ

ক্রম. নং	কর্মকর্তার/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. মোঃ নূরুল আলম	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৩.	ড. এম শাহাদাত হোসাইন	মহাপরিচালক, বিএআরআই	”
৪.	ড. মহিউল হক	ডিজি, ব্রি, গাজীপুর	”
৫.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	ডিজি, বিজেআরআই	”
৬.	এটিএম সালেহ উদ্দিন চৌধুরী	ডিজি, বিএসআরআই	”
৭.	মোঃ মঈন উদ্দিন	সদস্য পরিচালক (বীজ উদ্যান), বিএডিসি	”
৮.	মোঃ আঃ ছালাম	প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন, ব্রি	”
৯.	মোঃ সামছুল আলম	প্রকল্প পরিচালক, বীজ প্রকল্প, ডিএই	”
১০.	মোঃ শাহাব উদ্দিন	প্রকল্প পরিচালক, এনসিডিপি	”
১১.	মোঃ নূরুল হক	উপ-পরিচালক (ফাঃইঃ) সরেজমিন উইং, ডিএই	”
১২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
১৩.	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৪.	রতন কুমার দত্ত	পরিচালক (প্রশাসন), বিনা	”
১৫.	এফ.আর. মালিক	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন	”
১৬.	মোঃ হামিদুর রহামন	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১৭.	আবদুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ডিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১৮.	লুৎফুর রহমান	প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, বাকৃবি	”
১৯.	মঈনুদ্দীন আহমদ	পরিচালক, সীড প্যাথলজি সেন্টার, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	”
২০.	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
২১.	মোঃ আবদুল বাতেন	নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
২২.	ড. এম.এ. সিদ্দিক	সদস্য পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ), বিএআরসি	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভার কার্যবিবরণী

২৭-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভা এসআইডি প্রকল্পের সম্মেলন কক্ষে (খামার বাড়ি, ৩য় বিল্ডিং, ৭ম তলা, ফার্মগেট, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয় বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব কাজী আবুল কাশেম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হ'ল।

আলোচ্যসূচী-১ঃ বিগত ২৩-০৭-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুর করেন এবং বলেন যে, গত ২৩-০৭-২০০৫ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট ১০-০১-২০০৫ (পত্র সংখ্যা ০৯) তারিখে পাঠানো হয় এবং সভার কার্যবিবরণী বিষয়ে বোর্ডের সদস্যের নিকট থেকে আপত্তি বা মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। অতপর সভাপতি মহোদয় ৫৯তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচী-২ঃ বিগত ২৩-০৭-২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ২৩-০৭-২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২(৩)	**বিষয় ঃ** উদ্ভিদ জাত ও কৃষক সংরক্ষণ আইন, ২০০৫ এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্ত ঃ** যে সব প্রতিষ্ঠান উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৩ এর খসড়া কপি পায়নি, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে খসড়ার কপি দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে খসড়াটির উপর লিখিত মতামত অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। পরবর্তীতে বিশেষ সভা আহবান করে খসড়াটি অনুমোদন করা হবে। (বাস্তবায়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)	উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৫ এর বিষয়ে প্রণীত খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়নে সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২৪-১০-২০০৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
২(৬)	**বিষয় ঃ** ভারতীয় তোষা পাট নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংাদেশে মূল্যায়ণ ও ছাড়করণ প্রক্রিয়া।	যেহেতু বিষয়টি কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম (বিশেষ) সভায় উত্থাপিত হয়নি। তাই এই বিষয়ে আলোচনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন

	সিদ্ধান্ত ঃ ভারতীয় তোষা পাটের জাত নবীন (জেআরও-৫২৪) বাংলাদেশে ছাড়করণ প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। (দায়িত্বঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	সুযোগ নেই।
৬	**বিষয় ঃ** বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারদের জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনকরণ। **সিদ্ধান্ত ঃ** বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারদের পর্যায়ক্রমে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হবে। বিএডিসি থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বীজ উইং গ্রহণ করবে। অবশিষ্ট আবেদনপত্র পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি)।	বিএডিসি থেকে প্রাপ্ত ১১৯৫টি বীজ ডিলার আবেদনপত্রের মধ্যে ইতোমধ্যে খুলনা অঞ্চলের প্রায় ১০০টি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলো অঞ্চলওয়ারী পর্যায়ক্রমে ইস্যু করা হচ্ছে।
৭	**বিষয় ঃ** Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাধান্য প্রদান। **সিদ্ধান্ত ঃ** বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ Seed Technology বিষয়ক MS ও Ph.D কোর্স চালু কল্পে SID প্রকল্প হতে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। Seed Technology বিষয়ক MS ও Ph.D কোর্স চালুর ব্যাপারে কি ধরনের আর্থিক সহায়তা দরকার তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করবে। পরবর্তীতে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এসআইডি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক Seed Science and Technology Department নামে নতুন Department অনুমোদনের পর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।
৮	**বিষয় ঃ** সাময়িক (Seasonal) বীজ ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র বীজ ব্যবসা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বীজ নিবন্ধিত ডিলারদের উপজেলা/জেলা পর্যায়ে বীজ ব্যবসা সংক্রান্ত কর বাবদ ৩০০/৫০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে রিসিপ্ট সংগ্রহের বিধান	এ বিষয়ে আলোচনাক্রমে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

	সিদ্ধান্ত ঃ বীজ নিবন্ধিত ডিলারদের নিবন্ধনপত্র নবায়নের বিষয়টি এসসিএ এবং বিএডিসির সাথে আলোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	
১০	**বিষয় ঃ** হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত । **সিদ্ধান্ত ঃ** খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীজ সংকট নিরসনের নিমিত্তে হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত দেওয়ার সুপারিশ গৃহিত হয় । কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে অনুরোধ করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	এ বিষয়ে গত ২৩-০৮-২০০৫ তারিখ ৪০৫ নং স্মারকমূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দেয়া হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কোন ফিড ব্যাক পাওয়া যায়নি । জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনরায় তাগিদপত্র দেয়া হবে ।
১১	**বিষয় ঃ** উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার নিমিত্তে অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী আইন (Nursery Act) প্রণয়ন এবং হাইব্রিড বীজ আমদানিতে ফসলের গুনাগুন সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, আহবায়ক, প্রকল্প-পরিচালক, এনসিডিপি, সদস্য সচিব, বিএডিসি, বারি, এসসিএ, কৃষি মন্ত্রণালয় (বীজ উইং) এবং বাকৃবি, ময়মনসিংহ-এর একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলো । এ কমিটি আগামী দুই মাসের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে ।	এ বিষয়ে গঠিত কমিটি গত ১৪-০৯-২০০৫ তারিখে একবার সভা করেছ এবং বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে ।
১২	**বিষয় ঃ** বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** সীড প্রমোশন কমিটি যথাশীঘ্র সম্ভব সভা করে বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সীড প্রমোশন কমিটি) ।	সীড প্রমোশন কমিটির ৩৪তম সভায় গঠিত কমিটি এ বছর ১২,০০০ মেঃ টন বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করেছে ।

আলোচ্যসূচি-৩ ঃ ক) তিনপাতা-৪০ জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা এবং ব্রাকের এইচবি-৮ জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলসমূহে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ তিনপাতা-৪০ জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা এবং ব্রাকের এইচবি-৮ জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলসমূহে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হ'ল ।

খ) পুনঃট্রায়ালকৃত চেন্স ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর রাইচার-১০১ জাতটি দেশের ছয়টি অঞ্চলে অন স্টেশন ও অন ফার্মে চেক জাত থেকে ২০% অধিক ফলন পাওয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ পুনঃস্ট্রায়ালকৃত চেন্স ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর রাইচার-১০১ জাতটি দেশের ছয়টি অন স্টেশন ও অন ফার্মে চেক জাত থেকে ২০% অধিক ফলন পাওয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হ'ল ।

গ) পুনঃট্রায়ালকৃত আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর এলপি-৫০ জাতটি রাজশাহী এবং সুপ্রীম সীড কোম্পানীর এইচএস-২৭৩ জাতটি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অন স্টেশন ও অন ফার্মে চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক ফলন পাওয়ায় অঞ্চলভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ পুনঃট্রায়ালকৃত আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর এলপি-৫০ জাতটি রাজশাহী এবং সুপ্রীম সীড কোম্পানীর এইচএস-২৭৩ জাতটি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অন স্টেশন ও অন ফার্মে চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক ফলন পাওয়ায় অঞ্চলভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হ'ল ।

ঘ) মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার সমগ্র নবগঠিত সিলেট কৃষি অঞ্চলে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ১। এডি, ডিএই, সিলেট অঞ্চল,-দলনেতা, ২। ডিডি, বীজ বিপণন, বিএডিসি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট-সদস্য, ৩। কীটতত্ত্ববিদ, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর, হবিগঞ্জ-সদস্য, ৪। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ-সদস্য, ৫। ব্রিডার (প্রার্থীত জাতের)-সদস্য ও ৬। আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, এসসিএ, চট্টগ্রাম (সদস্য-সচিব) মাঠ মূল্যায়ণ দল গঠন অনুমোদন ।

সিদ্ধান্ত ঃ মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার সমন্বয়ে নবগঠিত সিলেট কৃষি অঞ্চলের ৬ সদস্য বিশিষ্ট (১। এডি, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট-দলনেতা, ২। ডিডি, বীজ বিপণন, বিএডিসি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট-সদস্য, ৩। কীটতত্ত্ববিদ, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর, হবিগঞ্জ-সদস্য, ৪। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ-সদস্য, ৫। ব্রিডার (প্রার্থীত জাতের)-সদস্য ও ৬। আঞ্চলিক বহিরাঙ্গন অফিসার, এসসিএ, চট্টগ্রাম (সদস্য-সচিব) মাঠ মূল্যায়ণ দল গঠন অনুমোদন দেয়া হ'ল ।

আলোচন্য সূচী-৪ ঃ পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ ।

সভায় চেয়ারম্যান, বিএসিডি বলেন যে, বিএডিসি যদিও এ বছর ১০০০ মেঃ টন তোষা পাট বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কিন্তু প্রতিকুল আবহাওয়া ও সার্বিক দিক বিবেচনা করে ৪০০ মেঃটন তোষা পাট বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন যে, গুণগত মানসম্পন্ন পাট বীজ নিশ্চিত হওয়ার স্বার্থে শুধুমাত্র Certified Seed আমদানীর অনুমোদন দেয়া যেতে পারে ।

সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, গত মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পাট বীজ কম হওয়ায় ১৩০০ মেঃ টন বীজ আমদানি অনুমোদনের বিপরীতে প্রায় ৮৮৪ মেঃ টন বীজ আমদানি করা হয়েছিল। এ বছর তোষা পাট বীজ বিএডিসি, বিজেআরআই এবং পাট অধিদপ্তর থেকে যথাক্রমে ৪০০, ১০০-১৫০ এবং ১০০-১৫০ অর্থাৎ সর্বমোট ৭০০ মেঃ টন পাট

বীজ উৎপাদন হতে পারে। ফলে বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হয়তো ১৫০০ মেঃ টন তোষা পাট বীজের ঘাটতি হতে পারে। উল্লেখ্য এ বছর বেসরকারী সেক্টর থেকে ৪০০০ মেঃ টন পাট বীজ আমদানি অনুমোদন চেয়েছে।

এ বিষয়ে এফ, আর, মালিক সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার মার্চেন্টস এসোসিয়েশন সভায় পাটের আবাদকৃত জমির পরিমাণ বীজের সরবরাহ, চাহিদা প্রভৃতির উপাত্ত তুলে ধরে বলেন যে, এ বছর ৪০০০ মেঃ টন পাট বীজ আমদানির অনুমোদন না দিলে অবৈধভাবে দেশে পাট বীজ প্রবেশ করবে। ফলে উচ্চ বাজার মূল্যসহ কৃত্রিম সংকট দেখা দিবে। সভায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে নিম্নের সিদ্ধান্ত দুটি গৃহীত হয় ঃ

ক) বেসরকারী পর্যায়ে ১৫০০০ মেঃ টন Certified পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হ'ল।

খ) এ বছর বিএডিসি স্বল্প পরিমাণ Certified পাট বীজ আমদানি করবে এবং পরিমাণ উল্লেখপূর্বক অতিসত্ত্বর কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করবে।

আলোচন্যসূচী-৫ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়ন।

সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, The Seeds (Amendment) Act, 2005 এ জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় সদস্য হিসেবে ৩ বছরের জন্য ২জন কৃষক প্রতিনিধির পরিবর্তে ১ জন রাখার বিধান রয়েছে। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫২তম সভায় ডিএইর মাধ্যমে মনোনয়নকৃত কৃষক প্রতিনিধিদের মেয়াদ এ বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে। নতুন করে কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য দেশের ৬টি বিভাগ থেকে ৬জন কৃষক প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন দরকার। তাই প্রতিবারের ন্যায় এবার ডিএই থেকে দেশের ৬টি বিভাগ থেকে ৬জন কৃষক প্রতিনিধির নাম চাওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে ডিএই অতিসত্ত্বর ৬টি বিভাগ থেকে ৬ জন কৃষক প্রতিনিধির নাম বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এ প্রেরণ করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তারিখ ঃ ৩১-১০-০৫
(কাজী আবুল কাশেম)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

২৭-১০-০৫ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের তালিকাঃ

ক্রমঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	মোঃ আব্দুল আউয়াল	উপ-পরিচালক, কোয়ারেন্টাইন	অস্পষ্ট
২.	ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	সদস্য পরিচালক (সদস্য), বিএআরসি	”
৩.	এটিএম সালেহ উদ্দিন	মহা-পরিচালক, বিএসআরআই	”
৪.	ডঃ এম শাহাদাদ হোসাইন	মহা-পরিচালক বিএআরআই	”
৫.	ডঃ মহিউল হক	ডিজি, ব্রি, গাজীপুর	”
৬.	মোঃ মঈন উদ্দিন	সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
৭.	ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান	বিভাগীয় প্রধান, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বারী	”
৮.	মোঃ মাহবুবুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক, বীজ প্রকল্প ডিএই	”
৯.	মোঃ সৈয়দুর রহমান	কৃষক প্রতিনিধি	”
১০.	আঃ রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেস্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১১.	ড. মোঃ খায়রুল বাশার	প্রকল্প পরিচালক ব্রি	”
১২.	মোঃ আব্দুল বাতেন	নির্বাহী পরিচালক, সিডিবি	”
১৩.	এফ, আর, মালিক	সভাপতি, বিএসজিডিএমএ	”
১৪.	বিভা ভুষণ দেওয়ান	গ্রাম- যোগছড়া, ডাকঘর ও উপজেলা-খাগড়াছড়ি	”
১৫.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
১৬.	মোঃ হামিদুর রহমান	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১৭.	ড. এম. আসাদুজ্জামান	চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর এগ্রিবিজনেস এন্ড কমিউনিটি	”
১৮.	মোঃ আব্দুস সাত্তার	ডেভেলপমেন্ট (এবিসিডি) মহা পরিচালক, বিজেআরআই	”
১৯.	প্রফেসর মুহাম্মদ আশরাফউজ্জামান	প্রফেসর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, প্রতিনিধি-উপাচার্য, বাকৃবি	”
২০.	মোঃ ইব্রাহিম খলিল	মহা-পরিচালক, ডিএই	”
২১.	মোঃ মনিরুল হক	পরিচালক, এসআরডিআই	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০৩-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব কাজী আবুল কাশেম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বলেন যে গত ২৭-১০-২০০৫ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৫৯তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট ৩১-১০-২০০৫ তারিখে পাঠানো হয় এবং সভার কার্যবিবরণী বিষয়ে বোর্ডের সদস্যের নিকট থেকে আপত্তি বা মন্তব্য না পাওয়াই সভাটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। অতপর সভাপতি মহোদয় ৬০তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ বিগত ২৭-১০-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ২৭-১০-২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন।

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২(৩)	**বিষয় ঃ** উদ্ভিদ জাত ও কৃষক সংরক্ষণ আইন, ২০০৫ এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্ত ঃ** প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)	উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৫ এর বিষয়ে প্রণীত খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য গত ২৪-১০-২০০৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২৬ শে জানুয়ারী/০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া আইনটি ১৯-০৩-২০০৬ তারিখ কৃষি সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে খসড়া আইনটির সর্বশেষ বাংলা ও ইংরেজি কপি সংশোধন করে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য গত ২২-০৬-২০০৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়।

৬	**বিষয় ঃ** বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারদের জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনকরণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** বিএডিসি থেকে আবেদনপত্র পাওয়া সাপেক্ষে ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে । (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি) ।	বিএডিসি থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১৯১৩টি বীজ ডিলার আবেদনপত্রের বিপরীতে যাচাই বাছাইপূর্বক এ পর্যন্ত (২৫-০৭-০৬ তারিখ) ১৮৭২টি সার্টিফি-কেট ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪১টি সার্টিফিকেট ডিলার আবেদনের ভিত্তিতে পূর্বেই সরাসরি ইস্যু করা হয়েছিল ।
৭	**বিষয় ঃ** Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাধান্য প্রদান । সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে Seed Technology বিষয়ক Ph.D কোর্সের ছাত্রদের SID প্রকল্প হতে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। Seed Technology বিষয়ে Ph.D ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রদের ব্যাপারে কি ধরনের আর্থিক সহায়তা দরকার তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগস্ট/০৬ মাসের মাধ্যে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করবে। পরবর্তীতে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এসআইডি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।	প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহে তিন মাস মেয়াদী Seed Technology কোর্স চালু করার জন্য ইতোমধ্যে ৭ লক্ষ টাকা ছাড়করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অর্থ পাওয়া সাপেক্ষে বাকৃবিতে Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী কোর্স চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
৮	**বিষয় ঃ** সাময়িক (Seasonal) বীজ ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র বীজ ব্যবসা নিরুৎসাহীত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের উপজেলা/জেলা পর্যায়ে বীজ ব্যবসা সংক্রান্ত কর বাবদ ৩০০/৫০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে রিসিট সংগ্রহের বিধান **সিদ্ধান্ত ঃ** নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের নিবন্ধনপত্র উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবরে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা জমা করে জানুয়ারি/২০০৭ মাস হতে বছরে একবার নবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে । পরবর্তীতে বীজ উইং এবিষয়ে একটি পরিপত্র জারী করবে (দায়িত্ব ঃ ডিজি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিজি, ডিএই) ।	**আলোচনা ঃ** প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি জানান যে, মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারগন এখনো তেমন সংগঠিত নয় বিধায় নিবন্ধনপত্র নবায়ন ফি আরো পরে ধার্য্য করার বিষয়ে মতামত দেন। ডিজি, ডিএই, নিবন্ধনপত্র নবায়ন প্রক্রিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে সহজতর হবে বলে মত প্রকাশ করেন ।

১০	**বিষয় ঃ** হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত । **সিদ্ধান্ত ঃ** খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীজ সংকট নিরসনের নিমিত্তে হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) রেয়াত দেয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	এ বিষয়ে গত ২৩-০৮-২০০৫ তারিখ ৪০৫ নং স্মারকমূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দেয়া হয়েছে । দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০-১১-০৫ তারিখের ৬৬৯ নং পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, এ বিষয়টি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে । পরবর্তীতে ০৯-০৫-২০০৬ তারিখে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট একটি তাগিদপত্র দেয়া হয় । ইতিমধ্যেই অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত (৩.৫%) দেয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয় ।
১১	**বিষয় ঃ** উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার নিমিত্তে অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) প্রণয়ন এবং হাইব্রিড বীজ আমদানীতে ফসলের গুণাগুণ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** আগস্ট/২০০৬ মাসের মধ্যেই গঠিত কমিটি একটি নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) খসড়া চূড়ান্ত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে ।	
১২	**বিষয় ঃ** আলোচ্যসূচী-৫ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি ও প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি মনোনয়ন । **সিদ্ধান্ত ঃ** এই বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	ডিএই থেকে প্রাপ্ত ৬টি বিভাগ হতে ৬ জন কৃষক প্রতিনিধির মধ্য থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই পূর্বক খুলনা বিভাগ হতে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, পিতা-মৃত কেরামত আলী, সিটি বীজ ভাণ্ডার, ঢাকা রোড, যশোর কৃষক প্রতিনিধি এবং জনাব এফ আর মালিক কে প্রাইভেট সীড ডিলারস এণ্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানীকে, প্রাইভেট সীড গ্রোয়ার্সের প্রতিনিধি হিসেবে আগামী ৩ বছরের (২০০৬-২০০৮) জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য করে মনোয়ন দেয়া হয়েছে ।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৫২তম সভায় বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের আই ৮-৯৫ ক্লোনটির মূল্যায়ণ ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক বিএসআরআই আখ-৩৭ হিসেবে ছাড়করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত আই ৮-৯৫ কৌলিক সারিটি ঈশ্বরদী-৩৭ নামে ঢাকা অঞ্চল এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী- ৪ ঃ মেস্তা পাট বীজ নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ

বেসরকারী সেক্টর হতে মেস্তা পাট বীজ অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই এর নিকট আমদানীর আবেদন করলে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি এবং মহাপরিচালক, ডিএই এর সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মেস্তা আঁশ জাতীয় ফসল বিধায় ইহা নিয়ন্ত্রিত ফসল এর আওতায় আসবে। তাই তোষা পাটের আমদানির পাশাপাশি মেস্তা বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

অন্যদিকে সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মেস্তা পাট ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত ফসলের পক্ষে বলেন যে, (i) As per Seed Policy order 1990 out of the Fiber Crops (Cotton, Jute, Roselle, Sanhemp and Ramie) only Jute is declared as Notified Crop (2) Jute (*Corchorus olitorius L*) filling under Tilliace family is notified crop and on the contrary *Hibiscus cannabinus L*. Known as Roselle/Mesta falling under the family Malvaceae is a non-notified crop.

আলোচনা ঃ মহাপরিচালক, বিজেআরআই জানান যে, মেস্তা বা কেনাফ আঁশ জাতীয় ফসল বিধায় উহা নিয়ন্ত্রিত ফসলেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন এ বীজের চাহিদা থাকলে তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত জাতের বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব।

সিদ্ধান্ত ঃ মেস্তা পাটকে নিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ করা হলো। ভবিষ্যতে স্থানীয়ভাবে মেস্তা পাট বীজ উৎপাদন ও বিদেশ হতে এ বীজ আমদানীর জন্য বিএডিসি, বিজেআরআই, ডিএই ও প্রাইভেট সীড সেক্টর আলোচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি, বিজেআরআই, ডিএই ও প্রাইভেট সীড সেক্টর)।

আলোচ্যসূচী- ৫ ঃ বিএডিসির প্রতিটি কঃগ্রোঃ জোন, খামার ও অধিক বীজ উৎপাদন (অবীউ) জোন'কে ইউনিট ধরে প্রতিটি ইউনিটের জন্য এসসিএ এর বীজ প্রত্যয়ন ফি বাবদ ১০০/- টাকা বহাল রেখে প্রত্যয়ন প্রদান।

বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর সেকশন ৯ এর ১, ২ ও ৩ অনুচ্ছেদ এবং বীজ বিধি ১৯৯৮ এর সেকশন ৯ এর এ বি সি ও ডি অনুঃ এবং সেকশন ১১ অনুযায়ী বীজের শ্রেণী ভিত্তিক প্রতিটি আবেদনের জন্য ১০০/- ফি জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে এসসিএ এর বহিরাংগন কর্মকর্তাগণ বিএডিসির নিকট স্কীমপ্রতি ১০০/- টাকা হারে ফি প্রদান করার জন্য বিএডিসির নিকট দাবী করে। বিএডিসির মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসির প্রতিটি কঃগ্রোঃ জোন, খামার ও অবীউ কে ইউনিট ধরে প্রতিটি ইউনিটের জন্য ১০০/- টাকা ফি প্রদানের জন্য বিষয়টি এনএসবি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন।

অপরদিকে এসসিএ-এর পরিচালক পত্র দ্বারা বিএডিসি কর্তৃক প্রত্যয়ন ফি প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, বীজ (সংশোধিত) আইন ১৯৯৭, ২০০৫ এ ৯(১ ও ২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বীজ বিধি ১০ এ ফরম iii ও বীজ বিধি-১১ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিএডিসি কর্তৃক প্রত্যয়ন ফি প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিএডিসি ব্যতীত অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NARS), এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টর সমূহ যথারীতি ফসল, জাত, শ্রেণী ও ইউনিট ভিত্তিক ফি প্রদান করে আসছে। বীজ আইন ও বীজ বিধি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ বিএডিসি কর্তৃক প্রত্যয়ন ফি প্রদান করা দরকার।

আলোচনা ঃ মহাপরিচালক, বীজ উইং, সভাকে অবহিত করেন যে, আইনটি অতি স্পষ্ট। এখানে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। প্রতিটি আবেদনের সাথেই ১০০/- ফিস জমা দিতে হবে এবং বীজ বিধি-১০ এ ফরম III অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে একাধিক মৌজার উল্লেখ থাকতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ বিধি-১০ এ ফরম III অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে বিএডিসি একই এলাকায় এক বা একাধিক মৌজার ফসলভিত্তিক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজের জন্য ১০০/- টাকা হারে প্রত্যয়ন ফি প্রদান করবে। (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ অধিক পরিমাণ ভিত্তি বীজ উৎপাদনের স্বার্থে ব্রি কর্তৃক মৌল বীজের বর্ধিত মূল্য প্রতি কেজি ১০০/- টাকা থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ৪০ টাকায় নির্ধারণ।

বিএডিসির মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, বীজ অধ্যাদেশ অনুযায়ী মৌল বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের বিধান রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান চাহিদানুযায়ী ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল বীজ সরবারহ করতে না পারায় বিএডিসি দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আউশ, আমন, বোরো, গম ও ভুট্টা বীজের অল্প পরিমাণ মৌল বীজ সংগ্রহ করে মৌল থেকে ভিত্তি (ষ্টেজ-১) এবং ভিত্তি (ষ্টেজ-২) শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করে আসছে। এযাবৎ মৌল বীজের মূল্য ছিল কেজি প্রতি ২৫ টাকা। ফলে বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বাজেটে মৌল বীজ ক্রয় বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট ধরে দীর্ঘ দিন যাবৎ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এতে ভিত্তি বীজের উৎপাদন খরচ কম থাকে। গত ৮-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৩৫তম সভার সিদ্ধান্ত মতে বিএডিসি মৌল বীজ থেকে সরাসরি ভিত্তি বীজ উৎপাদন করবে। ফলে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ মৌল বীজের প্রয়োজন হবে। ইতিমধ্যে ব্রি প্রতি কেজি মৌল ধান বীজের মূল্য ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করেছে। চলতি বৎসর শুধু আমন মৌল বীজের প্রয়োজন হবে ২০ মেঃ টন। উক্ত বীজের মূল্য হবে ২০ লক্ষ টাকা। এত বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান বিএডিসির বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বাজেটে নেই। এর ফলে ভিত্তি বীজের উৎপাদন খরচ বাড়বে। তাছাড়া এর ফলে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হবে বিধায় বিএডিসির মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বিষয়টি এনএসবি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন।

আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, উচ্চ মূল্যে বিপুল পরিমাণ মৌল বীজ ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিএডিসি'র খামার বিভাগের পিপি'তে সংস্থান নেই। তিনি মৌল বীজের মূল্য কমানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

ডিজি, ব্রি বলেন যে, ব্রিডার বীজের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রাইভেট সেক্টরেও মৌল বীজ প্রতি কেজি ১০০ টাকা হারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরের জন্য মৌল বীজের মূল্য ভিন্ন হলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই তিনি মৌল বীজের বর্তমান মূল্য বহাল রাখার প্রস্তাব করেন। তাই তিনি মৌল বীজের বর্তমান মূল্য বহাল রাখার প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মৌল বীজের মূল্য প্রতি কেজি ১০০/- টাকা বহাল থাকবে।

আলোচ্যসূচী-৭ঃ এসসিএ'র পরিচালক দেশের ২৫টি স্থানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারী বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে ঘোষণা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠকরণের নিমিত্তে বীজ শিল্প উন্নয়নের আর্থিক সহায়তায় ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় বীজ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট মিনি বীজ পরীক্ষাগারসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, বীজ (সংশোধিত) আইন ১৯৯৭ ও ২০০৫ এর ৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে উল্লেখিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারী বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে ঘোষণা প্রদান করা প্রয়োজন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রস্তাবিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীর কার্যালয়সমূহের নাম ও ঠিকানা ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা
১.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, সেচ ভবন চত্ত্বর, ২২ শেরেবাংলানগর, ঢাকা
২.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, চাড়ালজানি, মধুপুর
৩.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, ৩০ বাঘমারা রোড, ময়মনসিংহ
৪.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, উত্তর কাচারীপাড়া, জামালপুর
৫.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, শ্রীপুর, রাজবাড়ী
৬.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, মাধবপুর, ইটাখোলা, হবিগঞ্জ
৮.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, মহিপাল, ফেণী
৯.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, খুলশী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
১০.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, সদর থানা কক্সবাজার
১১.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, নিউটাউন, যশোর
১২.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, প্রদর্শনী মাঠ, হাসপাতাল রোড মজমপুর, কুষ্টিয়া
১৩.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, ঝিনাইদহ
১৪.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, কলেজ রোড, মেহেরপুর
১৫.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, জীবননগর
১৬.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, কলেজ রোড, চুয়াডাঙ্গা
১৭.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, আরশেদ আলী সড়ক, বাংলা বাজার, বরিশাল
১৮.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, শেউজগাড়ী, বগুড়া-১
১৯.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, রংপুর
২০.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, ডাকবাংলা রোড, নীলফামারী
২১.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, জেল রোড, দিনাজপুর-১
২২.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও
২৩.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, হুজুরাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
২৪.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, লক্ষীপুর প্যারামেডিকেল রোড, রাজশাহী
২৫.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, টেবুনিয়া, পাবনা

উল্লেখ্য যে, ডিএই কর্তৃক চাষী পর্যায়ের উৎপাদিত বীজসহ এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের বীজ অতি অল্প সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল প্রদানপূর্বক উল্লেখিত মিনি ল্যাবরেটরীসমূহ দেশে দ্রুত বীজ শিল্প উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায় ।

আলোচনা ঃ পরিচালক, এসসিএ জানান যে, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীজ শিল্প উন্নয়ন (এসআইডি)/ডানিডা প্রকল্পের অর্থায়নের মাধ্যমে ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে গুনগত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি

পাবে। তিনি এসসিএ'র পক্ষ হতে কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে ল্যাবরেটরীগুলোর সংশ্লিষ্ট বহিরাংগন অফিসারকে একই সাথে সীড এনালিস্ট ও সীড ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সভায় সাময়িকভাবে প্রস্তাবিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারি বীজ গবেষণাগার হিসেবে অনুমোদন দেয়া হলো। এসকল ল্যাবরেটরীতে আপাততঃ সীড এনালিস্ট ও সীড ইন্সপেক্টরের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বহিরাগণ অফিসার সম্পন্ন করবে। প্রতি নমুনার বীজ মিনি ল্যাবরেটরীতে ১০/- (দশ) টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা করা যাবে (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির সময়সীমা পাঁচ বছর হতে বর্ধিত করে দশ বছর করা।

সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ (হীরা) চীন থেকে আমদানি করে থাকে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী একটি হাইব্রিড ধান আমদানির মেয়াদ ৫ বছর এবং হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ (হীরা) এর সময়সীমা এ বছর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু চাষীদের মধ্যে এ জাতটির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আগামী বছর (২০০৬-০৭) থেকে এজাতটি আর আমদানি করা যাবে না। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি এবং আমদানী বিষয় বিবেচনা করে ৯৯-৫ সহ সকল প্রকার অনুমোদিত হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির সময়সীমা ৫ বছর হতে বর্ধিত করে ১০ বছর করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে এ বিষয়ে হাইব্রিড রাইস গ্রুপ এর আবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে গত ২৬/১২/২০০৪ তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ হতে আমদানীর অনুমোদন ৫ বছরের অধিক বিবেচনা করা ন্যায়সংগত নয় বলে অভিমত পোষন করেন। এ বিষয়ে গত ০১/০১/২০০৫ তারিখে পত্রদাতা হাইব্রিড রাইস গ্রুপকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়।

এছাড়া স্থানীয়ভাবে হাইব্রিড ধান জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটি ও হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও বিদেশ হতে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি সহ জাতীয় বীজ বোর্ডের অধীনে দুটি কমিটি রয়েছে। যারা হাইব্রিড ফসলের বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন।

আলোচনা ঃ প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিগণ জানান যে, অনুমোদিত জাত জনপ্রিয় করতে তাদের ৫ বছরের অধিক সময় চলে যায়। তাই তারা বীজ আমাদানীর মেয়াদ ৫ বছর হতে ১০ বছর করার প্রস্তাব করেন।

ডিজি, ব্রি বলেন যে, হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ হতে আমদানীর অনুমোদন ৫ বছরের অধিক বিবেচনা করা হলে সংশ্লিষ্ট বীজ প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে উদ্যোগী হবে না।

মহাপরিচালক, বীজ উইং, বলেন যে, ঢালাও ভাবে সকল বীজ আমদানীকারদেরে জন্য বীজ আমদানীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা সমীচীন হবেনা। যারা স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করবে শুধু তাদেরকেই হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ হতে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বর্ধিত সময়ে বীজ আমদানীর সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি বলেন যে, বীজ কোম্পানীর কারিগরী জনবল ও টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটিস বিবেচনা করে ৫ বছরের পরে সর্বোচ্চ ৮ বছর পর্যন্ত হাইব্রিড ধান বীজ আমদানীর অনুমুতি দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল বীজ প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটিস অর্থাৎ কারিগরী জনবল থাকবে এবং যে সকল বীজ প্রতিষ্ঠান আমদানীতব্য নির্দিষ্ট জাতের হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করবে, কেবল সেসকল জাতের এফ-১ বীজ, হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও বিদেশ হতে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিদেশ হতে সর্বোচ্চ ৮ (আট) বছর পর্যন্ত বীজ আমদানীর অনুমতি দেয়া যায়।

আলোচন্যসূচি-৯ ঃ কারিগরী কমিটির ৫৩তম (বিশেষ) সভায় হাইব্রিড ধান জাত ট্রায়ালের ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক ট্রায়ালকৃত ৪৫টি জাতের মধ্য হতে নিম্নবর্ণিত ১০টি বীজ প্রতিষ্ঠানের ১৮টি জাতকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছে ঃ

হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানীর নাম	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত	সংশ্লিষ্ট জাতের ১ম ও ২য় বছরের কোড নং	যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনের সুপারিশকৃত	অঞ্চল সংখ্যা	মন্তব্য
ন্যাশনাল সীড কোং লিঃ	TAJ-1 (GRA-2)	এইচ-১০৮ ও এইচ-১৩৭	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর	৩ (তিন) টি	
	TAJ-1 (GRA-3)	এইচ-০৮৮ ও এইচ-১৩২	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা	২ (দুই) টি	
মল্লিকা সীড কোম্পানী	HTM-4 (সোনার বাংলা-৬)	এইচ-০৮৯ ও এইচ-১২৫	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৪ (চার) টি	
নর্থ সাউথ সীড লিঃ	HTM-606	এইচ-০৯০ ও এইচ-১২৪	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
	HTM-707	এইচ-১০৭ ও এইচ-১৪১	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ	LP-108	এইচ-০৯১ ও এইচ-১২১	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী	৩(তিন) টি	
সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	LU You-3 (Surma-2)	এইচ-০৯২ ও এইচ-১৩৯	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা যশোর ও রাজশাহী	৪(চার) টি	
	LU You-2 (Surma-1)	এইচ-০৯৮ ও এইচ-১৩৬	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	৩(তিন) টি	
তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ	TINPATA-10	এইচ-০৯৪ ও এইচ-১২৮	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী	৩(তিন) টি	
	TINPATA-40	এইচ-০৯৫ ও এইচ-১২২	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী	৫(পাঁচ) টি	
	TINPATA SUPER	এইচ-১১২ ও এইচ-১৫৩	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
ইস্ট ওয়েষ্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ	HTM-202	এইচ-০৯৬ ও এইচ-১৩০	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
	HTM-303	এইচ-১১১ ও এইচ-১৩১	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী	৪(চার) টি	
আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	LP-70	এইচ-০৯৭ ও এইচ-১৩৫	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৩ (তিন)টি	
এসিআই লিঃ	ACI-1	এইচ-১০১ ও এইচ-১২৭	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৩ (তিন)টি	
	ACI-2	এইচ-১০৩ ও এইচ-১২৩	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী	৪ (চার) টি	
ব্র্যাক	BW001 (Jagoron-3)	এইচ-১০২ ও এইচ-১৪২	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৩ (তিন)টি	
	BW001 (Jagoron-2)	এইচ-১০৬ ও এইচ-১২৯	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর	৫ (পাঁচ) টি	

বিঃ দ্রঃ BWOO1 (Jagoron-3) জাতটি ব্র্যাক কর্তৃক দেশে উদ্ভাবিত বিধায় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সাময়িক কথাটি প্রযোজ্য হবে না ।

নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য শর্ত ঃ

শর্ত-১ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত-২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজারজাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য কোন বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত-৩ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোক্ত ১০টি বীজ প্রতিষ্ঠানের ১৮টি জাতকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন করা হলো। সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন ও Supplying কোম্পানীর নাম প্যাকেটের গায়ে লেখাসহ আমদানীর অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে (বাস্তবায়নে ঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-১০ ঃ কারিগরী কমিটির ৫৩তম (বিশেষ) সভায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৬ হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত হল্যাণ্ডের ফেলসিনা জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আলু গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে, জাতটির শর্করা পরিমাণ বেশি থাকায় এবং ভাল ফলন দেওয়ায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশের Flakes Indusstry তে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

উক্ত জাতটি ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৫টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে (ময়মনসিংহ ব্যতীত) জাতটিকে চেক জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ফলন বেশি পাওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল জাতটি ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে সুপারিশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৬ হিসেবে ময়মনসিংহ অঞ্চল ব্যতীত সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েল অনুমোদন করা।

বীজের গুনগুত মান বৃদ্ধি ও বীজ রপ্তানির জন্য বীজ মানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বীজ ল্যাবরেটরীগুলোর International Seed Testing Association (ISTA) এর Accriditation প্রয়োজন। সেলক্ষ্যে এ বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এক্সপার্টগণ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়াল এর খসড়া তৈরি করেছেন। প্রণীত ম্যানুয়েলটি ব্যবহারের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন।

আলোচনা ঃ ডিজি, বীজ উইং এর উদ্যোগে প্রণীত সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলটি মাঠ পর্যায়ে বীজ মান নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে উল্লেখ করেন। তাই তিনি বীজ উইংকে এ প্রসংশনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিএআরসি, নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন যে, সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলটি দেশের বীজ ল্যাবরেটরীগুলোর ISTA এর Accriditation পাওয়ার জন্য মাইলফলক হিসেবে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ বাহাদুর মিয়া সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলকে রঙিন ছবি সম্বলিত করে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে ব্যবহারকারীরা অধিক উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে অনুমোদন করা হলো।

খ) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে কোন মতামত থাকলে তা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বীজ উইংকে অবহিত করতে হবে।

গ) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলটি রঙ্গীন ছবি সম্বলিত করে ছাপার ব্যবস্থা করা হবে।

আলোচ্যসূচী-১২ ঃ বিবিধ

ক) ২০০৬-২০০৭ সালে আলুবীজ আমদানী পরিমাণ নির্ধারণ।

আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, বীজ আলুর মান বজায় রাখার জন্য আমদানীর ক্ষেত্রে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজের অনুপাত গত বছরের ন্যায় (যথাক্রমে ৬০% ও ৪০%) রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

টিসিআরসি, বারি'র প্রতিনিধি জানান যে, ভিত্তি বীজ আলু আমদানী করা না হলে বীজ আলুর মান বজায় রাখা যাবে না।

প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি জানান যে, ভিত্তি বীজ আলুর মূল্য বেশি হওয়ায় কৃষক উহা ব্যবহারে আগ্রহী হয় না। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভিত্তি/প্রত্যায়িত বীজ আমদানীতে অনুপাতের শর্ত বিদ্যমান থাকলে প্রকৃত আমদানী কম হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে ২০০৬-২০০৭ সালে ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, রাজা, বারাকা, পেট্রোনিজ, মুলটা, গ্রানুলা, বিনজে, জায়েরলা, বিনেল্লা, প্রভেণ্টো, ডুরা, আল্ট্রা, এস্টারিক্স ও ফেলসিনা জাতের ভিত্তি-ই ক্লাস প্রত্যায়িত এ ক্লাস আলুবীজ আমদানীর পরিমাণ ২০,০০০ (বিশ হাজার) মে. টন নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। আমদানীতব্য বীজ আলুর ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের আমদানীর অনুপাত হবে যথাক্রমে ২৫% ও ৭৫%।

খ) বাংলাদেশের উদ্ভিদজাতের ফিঙ্গার প্রিন্টের খসড়া অনুমোদন করা।

আলোচনা ঃ ডিজি, বীজ উইং সভাকে অবহিত করেন যে, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীজ শিল্প উন্নয়ন (এস আই ডি/ডানিডা প্রকল্পের অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান এবং তার বিজ্ঞানীদল বাংলাদেশের ২০টি ফসলের ছাড়কৃত ১৫৭ টি জাতের ফিঙ্গার প্রিন্টের খসড়া সম্পাদন করেন। ইহা বাংলাদেশের উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দলিল হিসেবে কাজ করবে।

ডিজি, বিনা বাংলাদেশের ২০টি ফসলের ১৫৭টি জাতের ফিঙ্গার প্রিন্ট তৈরির মত দূরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান ও তার দলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নতুন জাত ছাড়করণের শর্ত হিসেবে জাতের জেনিটিক ফিনগার প্রিন্টের অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ করেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি বলেন, উদ্ভিদ জাতের জেনিটিক ফিঙ্গার প্রিন্টের কাজ বাংলাদেশে এটাই প্রথম। জাত সংরক্ষণের এই উদ্যোগ গ্রহণর জন্য তিনি বীজ শিল্প উন্নয়ন (এসআইডি)/ডানিডা প্রকল্পের প্রসংশা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশের ২০টি ফসলের ১৫৭টি জাতের ফিঙ্গার প্রিন্টের খসড়া পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে অনুমোদন করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ০৮/০৮/০৬
(কাজী আবুল কাশেম)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

০৩-০৮-০৬ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিগণের তালিকা ঃ

ক্রমঃ	কর্মকর্তার নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. মোঃ নূরুল ইসলাম	নির্বাহী চেয়ারম্যান, ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৩.	মোঃ ইব্রাহিম খলিল	মহা-পরিচালক, ডিএই	”
৪.	মোঃ শামছুল আলম	নির্বাহী পরিচালক, সিডিবি	”
৫.	ড. এম. এ হামিদ	ডিজি, বিনা	”
৬.	ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান	মহা-পরিচালক, বিএসআরআই	”
৭.	মোঃ তালেব আলী শেখ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
৮.	আব্দুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভিটি), এসসিএ	”
৯.	দেওয়ান নেছার আহমেদ	পিএফসিও, এসসিএ	”
১০.	ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান	পিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, বীজ প্রযুক্তি, বিএআরআই	”
১১.	মোঃ মাহবুবুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক, বীজ, ডিএই	”
১২.	মোঃ আব্দুল আউয়াল	উপ-পরিচালক, কোয়েরান্টাইন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ	”
১৩.	মোঃ আব্দুর রশিদ	সদস্য, পরিচালক (বীজ), বিএডিসি	”
১৪.	কৃষিবিদ শংকর গোসামী	এসিআই	”
১৫.	মোঃ মাসুম	সুপ্রীম সীড কোং	”
১৬.	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহা-পরিচালক, বিজেআরআই	”
১৭.	মোঃ মনিরুল হক	পরিচালক, এসআরডিআই	”
১৮.	আনোয়ারুল হক	এসএফবি	”
১৯.	এফ আর মালিক	বিএমজিডিএমএ	”
২০.	সেখ আলতাফ হোসেন	সিটি বীজ ভান্ডার	”
২১.	ডঃ মেঃ হারুন অর রশীদ	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল, বারি	”
২২.	ড. সাবু এনামদার হোসেন	পরিচালক (কন্দাল), বারী, গাজীপুর	”
২৩.	ডঃ মহিউল হক	ডিজি, ব্রি, গাজীপুর	”
২৪.	দিলরুবা	যগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ	”
২৫.	প্রফেসর ড. এম বাহাদুর মিঞা	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	”
২৬	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

গত ১৭.০৯.২০০৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম (বিশেষ) সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব কাজী আবুল কাশেম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতপর সভাপতি ৬১তম (বিশেষ) সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

মহা-পরিচালক, বীজ উইং অদ্যকার বিশেষ সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে,গত ৩/৮/০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভায় এ বছরের ২০,০০০ মেঃ টন আলু বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু ইতোমধ্যে ১১/৯/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই হতে ১৯৫০০ মেঃ টন আলু বীজ আমদানির আইপি ইস্যু করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আসন্ন মৌসুমে বীজ আলুর সম্ভাব্য চাহিদা ৪০৫,০০০ মেঃ টন এর বিপরীতে সম্ভাব্য সরবরাহ ৩৭৫,৫৯০ মেঃ টন অর্থাৎ সম্ভাব্য ঘাটতি প্রায় ৩০,০০০ মেঃ টন হতে পারে। উল্লেখ্য জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভার জন্য অপেক্ষা করলে বীজ আলু আমদানি মৌসুম শেষ হয়ে যাবে। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে জরুরী ভিত্তিতে এ বিশেষ এনএসবি'র সভার আহ্বান করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বীজ আলু আমদানির অনুমোদিত পরিমাণ ২০,০০০ মেঃ টন থেকে আরো বৃদ্ধি করা।

আলোচনা ঃ এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ডিএই বলেন যে, ইতোমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে ১০,০০০ মেঃ টন খাবার আলু ভারত থেকে আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই বীজ আলু ২০,০০০ মেঃ টন থেকে আরো বৃদ্ধি অথবা আমদানি অনুমতির পরিমাণ নির্ধারিত না রেখে উন্মুক্ত (Open) করে দিলে বাজারে খাবার আলু যাতে বীজ আলু হিসেবে বিক্রি না হয় সেদিকে সকলে সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়ে সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসিও একমত পোষণ করেন। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা শেষে শুধুমাত্র এ বছরের জন্য বীজ আলু আমদানির বিষয় উন্মুক্ত (Open) করে দেয়ার জন্য উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ শুধুমাত্র চলতি বছর বীজ আলু আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত না রেখে উন্মুক্ত (Open) করার সিদ্ধান্ত গৃহতি হয়। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবমুক্ত মোরেনা, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, মন্ডিয়া রাজা, বারাকা, পেট্রোনিজ, মুলটা, গ্রানুলা, নিনজে, জায়েরলা, কিলোপেট্টা, বিনেল্লা, প্রভেন্টো, ডুরা, আল্ট্রা, এস্টারিক্স ও ফেলসিনা জাতের ভিত্তি ও প্রত্যয়িত মানের বীজ আমদানি করা যাবে।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ ইস্ট ওয়েষ্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ ও নর্থ সাউথ সীড লিঃ এর হাইব্রিড ধান এর বাণিজ্যিক নাম ব্যবহার অনুমোদন।

আলোচনা ঃ গত ৩/০৮/০৬ তারিখের জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভায় ইস্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ ও নর্থ সাউথ সীড লিঃ এর যথাক্রমে HTM-202 ও HTM-303, এবং HTM-606 ও HTM-707 হাইব্রিড ধানের জাতগুলো সাময়িকভাবে শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কোম্পানীদ্বয় তাদের নিবন্ধনকৃত জাতের বিপরীতে বাণিজ্যিক (Commercial) নাম ব্যবহারের জন্য আবেদন করেছে। ইস্ট ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক HTM-202 ও HTM-303, জাত দুটির বাণিজ্যিক (Commercial) নাম যথাক্রমে Premium ও Super এবং নর্থ সাউথ সীড লিঃ কর্তৃক HTM-606 ও HTM-707 জাত দুটির বাণিজ্যিক (Commercial) নাম যথাক্রমে Lalteer Gold ও Lalteer Tia ব্যবহারের প্রস্তাব করে।

সিদ্ধান্ত ঃ নর্থ সাউথ সীড লিঃ কর্তৃক HTM-606 ও HTM-707 জাত দুটির বাণির্জিক (Commercial) নাম যথাক্রমে Lalteer Gold ও Lalteer Tia রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

আলোচনা ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধি বলেন যে, Premium ও Super নামে তাদের দু'টি ধানের জাত অবমুক্ত হতে যাচ্ছে বিধায় এ নাম অন্য কেউ ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে । এ বিষয়ে বিএআরসি'র চেয়ারম্যান বলেন যে, ভ্যারাইটি নাম দেয়ার পূর্বে চেক লিষ্ট দেখে নাম দিলে ডুপ্লিকেশনের সুযোগ থাকবে না ।

সিদ্ধান্ত ঃ ইস্ট-ওয়েস্ট সীড বাংলাদেশ লিমিটেডের HTM-202 ও HTM-303 জাত দু'টির বাণিজ্যিক (Commercial) নাম যথাক্রমে দোয়েল ও ময়না রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বিএডিসি ও SL AGRITECH COPORATION, Philippines ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুগ্মভাবে হাইব্রিড এফ-১ বীজ ধান উৎপাদনের অনুমতি প্রদান ।

আলোচনা ঃ সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে SL AGRITECH CORPORATION, Philililpines এর সাথে যুগ্মভাবে এসএল-৭ ও এসএল-৮ জাতের এফ-১ হাইব্রিড বীজ ধান উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করতে চাচ্ছে । গত বোরো মৌসুমে বিএডিসির বিভিন্ন খামারে বিলম্বে রোপন করা সত্বেও উক্ত জাত দুটির গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১১ মেঃ টন পাওয়া গেছে এবং সঠিক সময়ে রোপন করা গেলে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১৪ মেঃ টন পাওয়া সম্ভব বলে সভায় জানানো হয় । সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে ফিলিপাইনের উক্ত বেসরকারী ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রতিটি জাতের ৫৫০ কেজি করে সর্বমোট ১১০০ কেজি নমুনা বীজ (A line এবং R line) আমদানির বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসিকে SL AGRITECH COPORATION, Philippines ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে এসএল-৭ ও এসএল-৮ জাতের যথাক্রমে ৫৫০ কেজি করে সর্বমোট ১১০০ কেজি নমুনা বীজ (A line এবং R line) আমদানির অনুমোদন দেয়া হল ।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবান জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন ।

স্বাক্ষরিত–
তাং- ২৮/৯/০৬
কাজী আবুল কাশেম
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১৮.০১.০৭ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব এম এ আজিজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হ'ল।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের যথাক্রমে ৬০তম ও ৬১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব সভায় বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম ও ৬১তম সভা বিগত ০৩.০৮.০৬ এবং ১৭.০৯.০৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা দুটির কার্যবিবরণী যথাক্রমে গত ১০.০৮.০৬ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজপ্রশা-৯২/২০০৬/২৪৪(২০) এবং ০১.১০.০৬ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজপ্রশা-৯৩/০৬/৩০২(২৪) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গত ২৪.১২.০৬ তারিখ ২০৫১ নং স্মারকের মাধ্যমে ৬০তম সভার আলোচ্যসূচী ৫ ও ৭ এর গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নভাবে সংশোধনের জন্য অনুরোধ করেছে ঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	৬০তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত	সংশোধনী প্রস্তাব
৫	বীজ বিধি ১০ এ ফরম III অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে বিএডিসি একই এলাকায় এক বা একাধিক মৌজায় ফসল ভিত্তিক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজের জন্য ১০০/- টাকা হারে প্রত্যয়ন ফি প্রদান করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)	বীজ বিধি ১৯৯৮ এর বিধি নং ১০ এর ফরম III অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে একই এলাকা/জোনের এক বা একাধিক মৌজায় প্রতিটি জাতের শ্রেণী ভিত্তিক ১০০/- টাকা হারে অর্থাৎ মৌল বীজের জন্য ১০০/- টাকা, ভিত্তি বীজের জন্য ১০০/- ও প্রত্যায়িত বীজের জন্য ১০০/- টাকা হারে প্রত্যয়ন ফি প্রদান করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ)
৭	সভায় সাময়িকভাবে প্রস্তাবিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারি বীজ গবেষণাগার হিসেবে অনুমোদন দেয়া হলো। এ সকল ল্যাবরেটরীতে আপাততঃ সীড এনালিস্ট ও সীড ইন্সপেক্টরের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বহিরাংগন অফিসার সম্পন্ন করবে। প্রতিটি নমুনা বীজ মিনি ল্যাবরেটরীতে ১০ (দশ) টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা করা যাবে (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও এসসিএ)।	সভায় সাময়িকভাবে প্রস্তাবিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারি বীজ গবেষণাগার হিসেবে অনুমোদন দেয়া হলো। এ সকল ল্যাবরেটরীতে আপাততঃ সীড এনালিস্ট ও সীড ইন্সপেক্টরের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বহিরাংগন অফিসার সম্পন্ন করবে। প্রতিনি নমুনার বীজ মিনি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য ১০ (দশ) টাকা হিসেবে অর্থাৎ অংকুরোদ্‌গম পরীক্ষার জন্য ১০ টাকা, বিশুদ্ধতার জন্য ১০ (দশ) টাকা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য ১০ (দশ) টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা করা যাবে। বীজ পরীক্ষার এ হার জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারসমূহের জন্যও প্রযোজ্য হবে (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও এসসিএ)।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশোধনী প্রস্তাব দুটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণপূর্বক ৬০তম ও ৬১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হল।

আলোচ্যসূচি-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম ও ৬১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, ইতোমধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম (বিশেষ) সভার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং গত ০৩.০৮.০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন। ৬০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২(৩)	**বিষয় ঃ** উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৬ এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্তঃ** প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (বাস্তবায়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)	গত ৮ই অক্টোবর/০৬ তারিখ উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৬ এর খসড়া অনুমোদন সংক্রান্ত সভা মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৬ এর খসড়া প্রস্তাব আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মতামতসহ সার সংক্ষেপ আকারে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে বীজ উইং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০	**বিষয় ঃ** হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত। **বিষয় ঃ** খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীজ সংকট নিরসনের নিমিত্তে হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) রেয়াত দেয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।	এ বিষয়ে গত ২৩.০৮.০৫ তারিখ ৪০৫ নং স্মারকমূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০.১১.০৫ তারিখের ৬৬৯ নং পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, এ বিষয়টি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে। গত ০৯.০৫.২০০৬ তারিখে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট একটি তাগিদপত্র দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত ৩.৫% দেয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। অগ্রিম আয়কর (AIT) রেয়াত দেয়ার জন্য বীজ উইং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুনরায় অনুরোধ করবে।

১১	**বিষয় ঃ** উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার নিমিত্তে অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) প্রণয়ন এবং হাইব্রিড বীজ আমদানিতে ফসলের গুনাগুন সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনাকরণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** আগস্ট/২০০৬ মাসের মধ্যেই গঠিত কমিটি একটি নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) খসড়া চূড়ান্ত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে ।	নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) একটি খসড়া পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে বীজ উইং একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে নীতিমালা চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেবে ।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ ধানের তিনটি জাত ছাড়করণ ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি ৫৪তম সভায় ধানের নিম্ন বর্ণিত তিনটি জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বোর্ডে এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করেছে ঃ

ক) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর 5226-6-3-2 সারিটি ব্রি ধান-৪৬ হিসেবে ছাড়করণ ।

খ) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বোরো ধানের প্রস্তাবিত আইআর ৬৩৩০৭-৪বি-৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসেবে ছাড়করণ এবং

গ) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর ৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি রোগ বিস্তারের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে ব্রি ধান-৪৮ হিসেবে ছাড়করণ (জাতের বিবরণীতে সীথ ব্লাইট রোগের আক্রমণ প্রবণতার উল্লেখ থাকতে হবে) ।

আলোচনা ঃ সভায় বিআর ৫২২৬-৬-৩-২ সারিটি ব্রি ধান-৪৬ এবং আইআর ৬৩৩০৭-৪বি-৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসেবে ছাড়করণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন । প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪৮ এর ক্ষেত্রে সীথ ব্লাইট রোগের আক্রমণের প্রবণতা নিয়ে বিএআরসি, ডিএই, এসসিএ এবং বিএডিসি'র প্রতিনিধিরা বলেন যে, সীথ ব্লাইট রোগের প্রবণতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে আরো এক মৌসুম ফিল্ড ট্রায়াল করা যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বিআর ৫২২৬-৬-৩-২ সারিটি ব্রি ধান-৪৬ এবং আইআর ৬৩৩০৭-৪বি-৪-৩ সারিটি ব্রি ধান-৪৭ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো ।

খ) বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি (প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৪৮) এসসিএ-র তত্ত্বাবধানে বিএডিসি ও ডিএই এক মৌসুম ফিল্ড ট্রায়াল করবে । অতপর এসসিএ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে মতামতসহ উপস্থাপন করবে ।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

সভায় জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব বলেন যে, দেশে পাট বীজ স্পর্শকাতর বিষয় বিধায় গত বছর সংসদীয় কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে কয়েক বার আলোচনা হয়েছে এবং দেশে যাতে পাট বীজের সংকট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে গত বছর ভারত থেকে প্রত্যায়িত মানের জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের বিএডিসির মাধ্যমে ৩০০ মেঃ টন এবং বেসরকারি

আমদানিকারকদের মাধ্যমে ২৫০০ মেঃ টন (তিন পর্যায়ে ঃ ১৫০০+৫০০+৫০০=২৫০০ মেঃ টন) অর্থাৎ সর্বমোট ২৮০০ মেঃ টন পাট বীজ আমদানি অনুমতির বিপরীতে সর্বমোট ২২০০ মেঃ টন পাট বীজ আমদানি হয়েছিল।

সভায় সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসি গত বছর ভারত থেকে ১০০ মেঃ টন আমদানিকৃত পাট বীজসহ প্রায় ৩৪৫ মেঃ টন পাট বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছিল। এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বিএডিসি প্রায় ১১৫০ মেঃ টন পাট বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করতে পারবে।

প্রাইভেট সেক্টর থেকে মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, গত বছর তিন পর্যায়ে বেসরকারী সেক্টরে সর্বমোট ২৫০০ মেঃ টন পাট বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছিল বিধায় প্রকৃত আমদানির পরিমাণ অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে কিছু কম ছিল এবং বাজারে গত বছরের কিছু অবিক্রিত বীজ রয়ে গেছে। তিনি এ বছর ২৫০০ মেঃ টন পাট আমদানি অনুমতির জন্য বলেন।

এফ আর মালিক, সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন বলেন যে, এ বছর আঁশের মূল্য বেশি বিধায় কৃষকের মাঝে পাট বীজের চাহিদা বেশি থাকবে। তিনি আরো বলেন যে, পাট বীজ আমদানির ক্ষেত্রে Import Registration Certificate (IRC) এবং পাট বীজের প্রকৃত আমদানিকৃতদের তালিকা নির্ধারণ করে পাট বীজ বরাদ্দ দেয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, শুধুমাত্র বেনাপোল পোর্ট দিয়ে পাট বীজ আমদানির প্রবেশ পথ রাখলে দেশে অবৈধভাবে পাট বীজ প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকবে না। পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই বলেন যে, একটি পোর্ট ব্যবহার করা সমীচিন হবে না। সভায় উপস্থিত কৃষক প্রতিনিধি বলেন যে, আমদানির পরিমাণ বেশী হলে কৃষক পর্যায়ে পাট বীজের দামও কম থাকবে। মহা-পরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, বিএডিসি সঠিক সময়ে কৃষকদের মাঝে পাট বীজ সরবরাহ করতে পারলে পাট বীজের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হবে না। সভায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলো গৃহিত হয় ঃ

ক) বেসরকারী পর্যায়ে ২০০০ মেঃ টন প্রত্যায়িত মানের জেআরও-৫২৪ (নবীন) পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির অনুমোদন দেয়া হ'ল।

খ) বিএডিসি'র উৎপাদিত পাট বীজ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে কৃষকের মাঝে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (বাস্তবায়নে ঃ বিএডিসি)।

গ) বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আলোচনা করে আমদানিতব্য পাট বীজের ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) বন্টনের নীতিমালা নির্ধারণ করবে।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বিবিধ

১) এ বছর রবি মৌসুমের আমদানিকৃত আলু বীজ ও হাইব্রিড ধান বীজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঃ

সভায় সদস্য-সচিব জানান যে, আলু বীজের জন্য ৪৫৮০ মেঃ টন এবং হাইব্রিড ধান বীজের জন্য ৫২৪১ মেঃ টনের আইপি ইস্যুর বিপরীতে যথাক্রমে ২১৬২ মেঃ টন ও ৪১৬১ মেঃ টন বীজ আমদানি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করায় দেশে আলু বীজের তেমন কোন ঘাটতি হয়নি কিন্তু দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান বীজের প্রায় ১৫০০ মেঃ টন বীজ অবিক্রিত থেকে যায়, ফলে প্রাইভেট সেক্টরের অনেক বীজ কোম্পানী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দেশের যে কোন পরিস্থিতিতে বীজ চলাচল যাতে কোনভাবে ব্যহত না হয় সেদিকে পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকবে।

২) ভারত থেকে মেস্তা পাট বীজ আমদানি ঃ

সভায় এফ আর মালিক, সভাপতি বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন বলেন, যে, কৃষক পর্যায়ে মেস্তা পাট বীজের বেশ চাহিদা থাকায় ভারত থেকে মেস্তার বীজ আমদানি করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী এক মত পোষণ করেন। মহা-পরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, মেস্তা পাট বীজের চাহিদাসাপেক্ষে বিজেআরআই এর উদ্ভাবিত জাত বিএডিসির মাধ্যমে বর্ধিত (Multiply) করে বাজারজাত করা যেতে পারে। বিএআরসি, ডিএই ও বিএডিসি'র প্রতিনিধিরাও মেস্তা পাট বীজ আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে দেশীয় চাহিদা মেটানোর পক্ষে মতামত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ভারত থেকে আপাতত মেস্তা পাট বীজ আমদানি না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং- ২৪/১/০৭
এম আব্দুল আজিজ, এনডিসি
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

অদ্য ১৮-০১-২০০৭ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামে তালিকা

ক্রম: নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. মোঃ নূরুল আলম	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২.	মোঃ ইদরিস	ডিজি, ডিএই	”
৩.	মোঃ আব্দুল বারী	পরিচালক, সরেজমিন	”
৪.	ড. রহিম উদ্দীন আহম্মেদ	পরিচালক, পিপিডব্লিউ, ডিএই	”
৫.	ড. মোঃ আব্দুল বাকী	মহাপরিচালক, ব্রি	”
৬.	মোঃ নজরুল ইসলাম	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
৭.	মোঃ শাহাবউদ্দিন	মহাব্যবস্থাপক (বীজ)	”
৮.	মোঃ নূরুজ্জামান	অতিঃমহাব্যবস্থাপক (কঃগ্রোঃ)	”
৯.	মোঃ সামছুল আলম	নির্বাহী পরিচালক, সিডিবি	”
১০.	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচারক, বিজেআরআই	”
১১.	ড. শহীদুল ইসলাম	পরিচালক, এআইএস	”
১২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহকারী বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
১৩.	মোঃ মাসুন	চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোং	”
১৪.	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	”
১৫.	এফআর মালিক	সভাপতি, বিএসজিডিএমএ	”
১৬.	মোঃ আলতাফ হোসেন	সিটি বীজ ভান্ডার	”
১৭.	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
১৮.	ড. মোঃ মতিউর রহমান	মহাপরিচালক, বিএআরআই	”
১৯.	মোঃ তালেব আলী শেখ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
২০.	দেওয়ান নেছার আহমেদ	প্রধান বহিরাংগন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, এসসিএ	”
২১.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	পরিচালক (গবেষণা), বিনা	”
২২.	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”

চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে আলু বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ ও আলু চাষের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

গত ৩রা জুলাই, ২০০৭ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে চলতি মৌসুমে আলু বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ ও আলু চাষের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩ম বিশেষ সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৫১২, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট–ক তে দেয়া হল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি আরও বলেন আমাদেরকে কৃষকের ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। চাহিদা মোতাবেক খাবার আলু ও বীজ আলুর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য মহাপরিচালক, বীজ উইংকে অনুরোধ করেন।

আলোচনা ঃ মহাপরিচালক, বীজ উইং বলেন যে, বেসরকারিভাবে গত বছর বীজ আলুর চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন জাতের ২০ হাজার মেঃ টন আলু বীজ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর/২০০৬ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম বিশেষ সভায় বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ না রেখে উন্মুক্ত (Open) করা হয়। পরের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর/২০০৬ তারিখে বীজ আলু আমদানির বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে দৈনিক ইত্তেফাকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আলু বীজ আমদানি উন্মুক্ত (Open) করার পর আমদানির ইমপোর্ট পারমিট (আই.পি) ইস্যুর পরিমাণ ২৩ হাজার মেঃ টন দাড়িয়েছিল। তবে প্রকৃত আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৫৭৯ মেঃ টন। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গত বছর চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা আলু বীজ খালাসে কিছুটা দেরী হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন সরকারিভাবে চলতি বছরে বিএডিসি'র নেদারল্যাণ্ড হতে এস্টারিক্স, ফেলসিনা, গ্রানুলা, ডায়মণ্ট ও প্রভেন্টো জাতের মোট ৩০০ মেঃ টন বেসিক সীড (ক্লাস-এসই/ই) আমদানি গত ০১.০৭.২০০৭ তারিখে সীড প্রমোশন কমিটির ৪১তম সভায় অনুমোদন করেছে। বিএডিসি কর্তৃপক্ষ গত বছর বিভিন্ন জাতের ৭৫ মেঃ টন আলু বীজ নেদারল্যাণ্ড হতে আমদানি করেছিল।

চেয়ারম্যান, কোল্ড ষ্টোরেজ এসোসিয়েশন জানান, আলুর বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ যেমনি বেড়েছে তেমন পরিবহণ খরচ, বস্তার মূল্য, ডিজেলের মূল্য বাড়ায় আলুর সংরক্ষণ খরচও বেড়ে গেছে, তাই খাবার আলুর বাজারদর বেশি। তিনি মুলটা ও পেট্রোনিস জাত দুটি পুনরায় জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গ্রহনের অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, এ দুটি জাত দ্বারা আলু বীজের ঘাটতি কিছুটা হলেও মেটানো যাবে।

বিএডিসি'র আলু বীজ বিভাগের উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) জানান যে, বর্ণিত জাত দুটোর ফলন কম হওয়ায় সরবরাহকারী মূল প্রতিষ্ঠান নেদারল্যাণ্ডের এগ্রিকো এর সরবরাহ অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি অধিক সংখ্যায় নতুন জাত এনে সর্বোচ্চ দুই বৎসরের মধ্যে ট্রায়াল সম্পন্ন করে জাতের ঘাটতি পুরণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি জানান যে, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে আলু ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠায় আলুর স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে গ্রানুলা জাতটি দেরিতে অঙ্কুরিত হওয়ায় বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

এগ্রিকো, নেদারল্যাণ্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি জনাব এ আর মালিক বলেন যারা ইম্পোর্ট পারমিট (আইপি) নিয়ে থাকেন তাদের প্রত্যেকেরই সেই অনুসারে আলু বীজ আমদানি করা উচিত। তিনি আলু বীজ আমদানির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উন্মুক্ত (Open) করার অনুরোধ করেন। তাছাড়া, তিনি আমদানির ক্ষেত্রে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত আলু বীজের অনুপাতের কোন শর্ত আরোপ না করার জন্যও অনুরোধ জানান এবং আগষ্ট ০৭ মাসের মধ্যে ইম্পোর্ট পারমিট (আইপি) ইস্যুর প্রস্তাব করেন।

ব্যবস্থাপক (অধিক বীজ), বিএডিসি সভাকে অবহিত করেন যে, আমদানিকৃত বীজ দ্বারা কৃষক কখনই খাবার আলু উৎপাদন করে না। তারা বীজ আলু উৎপাদন করার জন্যই আমদানিকৃত বীজ আলু ব্যবহার করে থাকেন। সেজন্য তিনি বীজ আলুর গুনাগুন বজায় রাখার স্বার্থে আমদানির ক্ষেত্রে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের অনুপাত কমপক্ষে ২০ঃ৮০ রাখার জন্য মতামত দেন।

চেয়ারম্যান, কোল্ড ষ্টোরেজ এসোসিয়েশন, আলু বীজ বহনকারী জাহাজগুলো এবং কন্টেইনারগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে খালাস/ছাড়করণের ব্যবস্থাসহ কোয়ারেণ্টাইন কর্মকর্তারা যাতে সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও সেবা সুবিধা দেন তা নিশ্চিতকরণের জন্য পুণরায় অনুরোধ জানান। তাছাড়া তিনি আরও বলেন চাষী পর্যায়ে ও হিমাগারে যে পরিমাণ বীজ মজুদ আছে তাতে আগামী মৌসুমে আলু বীজ সংকটের কোন সম্ভাবনাই নেই।

বারি/টিসিআরসি'র প্রতিনিধি জানান যে, ২ বছর ট্রায়াল ফলাফলের ভিত্তিতে একমাত্র আলুর সাসসি (Sassy) জাতটি ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির মাধ্যমে অবিলম্বে তারা পেশ করবে।

জাত ছাড়করণ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন আলু বীজের ট্রায়াল সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে সম্পাদন করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি কে অনুরোধ করেন।

১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ছাড়কৃত জাতসমূহের আমদানির পরিমাণ চলতি মৌসুমের জন্য উন্মুক্ত (Open) থাকবে, যা বিজ্ঞপ্তি আকারে পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। প্রত্যায়িত ও ভিত্তি আলু বীজ ৮০ঃ২০ অনুপাে আনতে হবে।

২) নেদারল্যাণ্ড হতে চাহিদা মোতাবেক আলু বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নেদারল্যাণ্ডে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন'কে কৃষি মন্ত্রণালয় অনুরোধ করা হবে।

৩) আলু বীজ বহনকারী কন্টেইনার/জাহাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য অবিলম্বে সচিব, নৌপরিবহন ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হবে।

৪) আলু বীজ আমদানি মৌসুমে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত কোয়ারেন্টাইন অফিস, উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ, ডিএই- ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে।

৫) বীজ আমদানির আবেদন জমা পড়ার পর হতে প্রতি ১৫দিন অন্তর কোয়ারেণ্টাইন অফিস চালু বীজের আইপিও ইস্যু রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৬) কোল্ড ষ্টোরেজ এসোসিয়েশন তাদের মজুদ আলুর তথ্য প্রতি ১৫ দিন অন্তর কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৭) টিসিআরসি, বারি অবিলম্বে তাদের ছাড়করণযোগ্য আলু জাতের রিপোর্ট কারিগরি কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

৮) জুলাই মাসের মধ্যে আইপি ইস্যু করতে হবে। কোয়ারেণ্টাইন অফিস আইপি'র আবেদনে কোন অসামঞ্জস্য পেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা আবেদনকারীকে অবহিত করে সর্বোচ্চ ৩দিনের মধ্যে আই পি ইস্যু করবে।

৯) টিসিআরসি বিভিন্ন আলু জাতের ট্রায়াল ফলাফল সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় কিনা তা কারিগরি কমিটি'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ১২/৭/০৭
এম আবদুল আজিজ, এনডিসি
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট–ক

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামে তালিকা

ক্রম. নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. মোঃ নূরুল আলম	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২.	আবদুর রাজ্জাক	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৩.	মোঃ আব্দুল বারী	পরিচালক, সরেজমিন	”
৪.	মোঃ সামছুল আলম	নির্বাহী পরিচালক, সিডিবি	”
৫.	ড. মোঃ নূর-এ-এলাহী	মহাপরিচালক, ব্রি	”
৬.	মোঃ হারুন-উর-রশীদ	মহাপরিচালক, বারি	”
৭.	মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ	”
৮.	খঃ মাহফুজুল হক	সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ, ডিএই	”
৯.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	পরিচালক (গবেষণা),বিনা	”
১০.	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
১১.	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
১২.	মোঃ কাবেল হোসেন দেওয়ান	পিএসও, এসআরডিআই	”
১৩.	প্রফেসর ড. এম.এ. রহিম	অধ্যাপক, বাকৃবি	”
১৪.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহঃবীজতত্ত্ববিদ	”
১৫.	সৈয়দ কামরুল হক	সহঃবীজতত্ত্ববিদ	”
১৬.	আব্দুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভিটি), এসসিএ	”
১৭.	দিলরুবা	যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ	”
১৮.	মনজুর-ই-মোহাম্মদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১৯.	মোঃ রেজাউল করিম	উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	”
২০.	মোঃ আজিজুল হক	যুগ্ম পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি	”
২১.	জ্যোতিশ চন্দ্র সরকার	প্রকল্প পরিচালক (বীজ উৎপাদন)	”
২২.	মোঃ ইব্রাহীম মিঞা	সদস্য, ডিজি	”
২৩.	মোঃ মোশারফ হোসেন	সহ-সভাপতি, এসোসিয়েশন	”
২৪.	এ.আর. মালিক	চেয়ারম্যান, এ.আর. মালিক এন্ড কোং	”
২৫.	ইসতিয়াক আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হিমাদ্রি লিঃ	”
২৬.	মেজর মোঃ জসীমউদ্দীন	সভাপতি, বিসিএসবি	”
২৭.	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৪.০৯.২০০৭ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব এম. আবদুল আজিজ, এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১৮.০১.০৭ এবং ০৩.০৭.০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের যথাক্রমে ৬২তম ও ৬৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে ৬৪তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক, বীজ উইং বলেন যে, বিগত ১৮.০১.০৭ এবং ০৩.০৭.০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের যথাক্রমে ৬২তম ও ৬৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী যথাক্রমে গত ২৪.০১.০৭ তারিখ কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৯৪/০৬/১৩(২৪) এবং ১৫.০৭.০৭ তারিখ, কৃষি/বীজ উইং/বীজপ্রশা-৯৫/০৭/১৫৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভা দুটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের সদস্যের নিকট থেকে আপত্তি বা মন্তব্য না পাওয়ায় ৬২তম ও ৬৩তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ বিগত ১৮.০১.০৭ এবং ০৩.০৭.০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের যথাক্রমে ৬২তম ও ৬৩তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সদস্য সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্তসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেন ঃ

৬২তম সভার আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২(৩)	**বিষয় ঃ** উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৭ এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্ত ঃ** প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (বাস্তবায়নে-বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)	গত ০৪/০৭/২০০৭ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আইনটি পুনরায় প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক সর্বশেষ পরিমার্জিত খসড়া আইনটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।
১০	**বিষয় ঃ** হাইব্রিড ধান বীজ আমাদনির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত। **সিদ্ধান্ত ঃ** খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে এবং বীজ সংকট নিরসনের নিমিত্তে হাইব্রিড ধান বীজ	এ বিষয়ে গত ২২.০২.০৭ তারিখ ৩৪ নং স্মারকমূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এণ্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত একটি আবেদন দৈনিক

৬২তম সভার আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
	আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) রেয়াত দেয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশের প্রেক্ষিতে আমদানিতব্য বীজের উপর কোন করারোপ না করে শূন্য কর অব্যাহত রাখার জন্য সচিব মহোদয় যথাক্রমে গত ১৪.০৬.০৭ ও ২৪.০৬.০৭ তারিখে সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে ডিও লেটারের মাধ্যমে অনুরোধ করেন । এপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২২.০৭.০৭ তারিখে ২৮৪ নং পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে,সীড এর ক্ষেত্রে ০% রেয়াতী হারে আমদানির সুবিধা প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৬৩ আইন/২০০৭/২১৫৪/ শুল্ক, তারিখ ২৮/০৬/০৭ এর মাধ্যমে অব্যাহত রাখা হয়েছে । পরবর্তীতে প্রজ্ঞাপনটিতে আমদানির শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তসমূহ প্রত্যাহারের বিষয়ে মহাপরিচালক, বীজ গত ১৯/০৮/০৭ তারিখ চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে ডিও লেটারের মাধ্যমে অনুরোধ করেন । মহা-পরিচালক, বীজ উইং সভাকে অবগত করেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে ।
১১	**বিষয় ঃ** উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার নিমিত্তে অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী নীতিমালা (Nursery guideline) প্রণয়ন । **সিদ্ধান্ত ঃ** আগস্ট/২০০৬ মাসের মধ্যেই গঠিত কমিটি একটি নার্সারী নীতিমালা (Nursery Guideline) খসড়া চূড়ান্ত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে ।	নার্সারী নীতিমালা (Nursery guideline) প্রণয়নের উপর গত ০৪.০৭.০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কতিপয় বিষয় সংশোধন সাপেক্ষে বন ও নার্সারী বিষয়ক তথ্যাবলী সন্নিবেশকরতঃ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নার্সারী নীতিমালা প্রণয়ন টেকনিক্যাল কমিটিকে অনুরোধ করা হয় । কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে । পরিমার্জিত নার্সারী নীতিমালা পাওয়ার পর নীতিগত অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হবে । অক্টোবর ১ম সপ্তাহের মধ্যে নার্সারী নীতিমালা খসড়াটি পাওয়া যাবে বলে মহা-পরিচালক, বীজ উইং, সভাকে অবহিত করেন ।

৬৩তম সভার আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	জাতীয় বীজ বোর্ডের ছাড়কৃত আলুর জাতসমূহের আমদানির পরিমাণ চলতি মৌসুমের জন্য উন্মুক্ত (Open) থাকবে, যা বিজ্ঞপ্তি আকারে পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। প্রত্যায়িত ও ভিত্তি আলু বীজ ৮০ঃ২০ অনুপাতে আনতে হবে।	আলু বীজ আমদানি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন গত ২০/০৭/০৭ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাকে এবং গত ১৮/৭/২০০৭ তারিখ যথাক্রমে দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
৩	আলু বীজ বহনকারী কন্টেইনার/জাহাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য অবিলম্বে সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিয়ে অনুরোধ করা হবে।	মহা-পরিচালক (বীজ) এর স্বাক্ষরে গত ০৩.০৯.০৭ তারিখ এ বিষয়ে সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়কে পত্র দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে। পত্রানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে উক্ত মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বিএডিসি ও SL Agritech corporation, Philippines এর সাথে যুগ্মভাবে উৎপাদিত হাইব্রিড এফ-১ বীজ ধান বিক্রয় এবং উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

আলোচনা ঃ সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, গত ৬১তম জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় ট্রায়ালের জন্য বিএডিসি'কে ১১০০ কেজি (এ-লাইন ও আর-লাইন) SL-8H জাতের বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়েছিল এবং বর্ণিত SL-8H জাতটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র (এসসিএ) মাধ্যমে ট্রায়াল স্টেজে আছে। সভায় আলোচনা হয় যে, যেহেতু ধান একটি নটিফাইড ফসল তাই প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে অর্থাৎ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিএডিসি তার উৎপাদিত হাইব্রিড এফ-১ বীজ ধান বিক্রয় এবং উৎপাদনের কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। সচিব মহোদয় বলেন যে, গত বোরো মৌসুমে উৎপাদিত SL-8H জাতের ৪৯, ৭৮০ কেজি এফ-১ ধান বীজ বিএডিসি তার নিজস্ব খামারে ব্যবহার করতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি'র SL-8H জাতের হাইব্রিড ধানটি ১ম বছরের টেকনিক্যাল কমিটির ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় ২য় বছর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র মাধ্যমে ট্রায়ালের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ বীজের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে মানঘোষিত (টিএলএস) বীজের গ্রেড বিন্যাস।

আলোচনা ঃ এসসিএ'র প্রতিনিধি বলেন যে, মানঘোষিত বীজ এর শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত কোন কিছুই প্রচলিত বীজ আইনের কোথাও উল্লেখ নেই এবং উৎপাদিত মানঘোষিত বীজ হচ্ছে প্রত্যয়িত বীজেরই সমমানের। চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী উল্লেখ করেন যে, মার্কেটিং বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করেই এ ধরনের মানঘোষিত বীজ এর শ্রেণী বিন্যাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ কৃষক প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রচলিত বীজ আইন অনুসারে মানঘোষিত বীজ এর শ্রেণী বিন্যাস করার কোন অবকাশ নেই বিধায় আবেদনকারীকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া হবে (বাস্তবায়নেঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বীজ প্যাকেটের গায়ে ফসল জাতের মূল নামের সাথে Fancy name বা অন্য কোন নাম অন্তর্ভূক্ত করা।

আলোচনা ঃ সভায় এসসিএ'র প্রতিনিধি বলেন যে, বীজ প্যাকেটের গায়ে ফসল জাতের মূল নামের সাথে Fancy name বা অন্য কোন নাম অন্তর্ভূক্ত করা বিদ্যমান বীজ আইনের পরিপন্থী এবং এ বিষয়ে বীজ বিধি, ১৯৯৮ এর ১৯ নং ধারা হচ্ছে-**Mark or label not to contain false or misleading statementt** The mark shall not contain any statement, claim, design, fancy name or abbreviation which is false or misleading in any particulars concerning the seed contain in the container.

সভায় আরোও আলোচনা হয় যে, ফসলের অথবা জাতের মূল নামের পরিবর্তে ইচ্ছে মতো Fancy/false ব্যবহার করলে কৃষক সমাজ প্রতারিত হবে এবং যারা বীজের প্যাকেটের গায়ে ফসলের বা জাতের মূল নামের পরিবর্তে এ ধরনের ইচ্ছে মতো Fancy/false ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) প্রতিনিধি বলেন যে, ব্রি'র উৎপাদিত জাতের উন্নত সংস্করণ ব্রি ছাড়া অন্য কেউ করার অধিকার রাখে না। সভার সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বীজ নিয়ে কৃষক বা বীজ ব্যবসায়ী যাতে কোনরূপ হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে এসসিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। এক পর্যায়ে প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, বীজ ব্যবসায়ী ও সাধারণ কৃষক সমাজকে বীজ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতারণার হাত থেকে রাক্ষা করার জন্য অথবা বীজের সাধারণ নিয়ম-নীতি সহজে বোঝার জন্য পত্র-পত্রিকায় ও রেডিও-টেলিভিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ এক পাতার লিফলেট প্রকাশ করা দরকার। সভার সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং বলেন যে, বিদ্যমান বীজ আইন ও বীজ নীতিমালা পর্যালোচনা ও অবহিত করণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক দিনের একটি কর্মশালা করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) যে সকল কোম্পানী বীজের প্যাকেটের গায়ে ফসলের বা জাতের মূল নামের সাথে/পরিবর্তে ইচ্ছে মতো Fancy/False নাম ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বীজ আইন ও বিধি অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নিবে (বাস্তবায়নে ঃ এসসিএ)।

খ) বীজ ব্যবসায়ী ও সাধারণ কৃষক সমাজকে জাতীয় বীজ নীতি, বীজ আইন ও বীজ বিধির নিয়ম-নীতি সহজে বোঝার জন্য পত্র-পত্রিকায় ও রেডিও টেলিভিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ এক পাতার লিফলেট প্রকাশ করা (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, এআইএস এবং এসসিএ)।

গ) অক্টোবর/০৭ মসের কোন এক সময় বিদ্যমান বীজ আইন ও বীজ নীতি পর্যালোচনা ও অবহিত করণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক দিনের একটি কর্মশালা করা যেতে পারে (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়)।

ঘ) বীজ নিয়ে কৃষক বা বীজ ব্যবসায়ী যাতে কোনরূপ হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে এসসিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

ঙ) বীজ প্যাকেটের গায়ে মূল জাতের নাম ব্যতীত অন্যকোন ফেন্সী নাম ব্যবহার করা যাবে না এ মর্মে আবেদনকারীকে (গচিহাটা এ্যাকোয়াকালচার ফার্মস লিঃ) জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বীজের প্যাকেটিং/মার্কিং অথবা লেবেলিং এর বিষয়ে সকলকে বীজ বিধি, ১৯৯৮ এর ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং ধারা মেতে চলতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ রাজশাহী অঞ্চলসহ সারাদেশে ব্র্যাকের এইচবি-৮ জাতের হাইব্রিড ধান সাময়িক নিবন্ধীকরণের অনুমতি ।

আলোচনা ঃ সভায় ব্র্যাক প্রতিনিধি বলেন যে, ব্র্যাকের এইচবি-৮ হাইব্রিড ধান জাতটি গত ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ বোরো মৌসুমে ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা যশোর ও রংপুর অর্থাৎ ৫টি কৃষি অঞ্চলের জন্য ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধান মূল্যায়ণ কমিটির মাধ্যমে পুনঃমূল্যায়ণ করা হয়েছে এবং অনষ্টেশন-এ অনফার্ম ও সংশ্লিষ্ট চেক জাতের তুলনায় গড় ফলন ২০% এর বেশি আসে । এজন্য ব্র্যাক এইচবি-৮ জাতের হাইব্রিড ধানটি রাজশাহী অঞ্চলসহ সারা দেশে সাময়িক নিবন্ধীকরণের অনুমতি চেয়েছে । এ বিষয়ে প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান, বাকৃবি ময়মনসিংহ বলেন যে, যেহেতু পর পর দু বছরের ফলাফল চেক জাতের তুলনায় গড় ফলন ২০% এর বেশি, সেজন্য সারা দেশের জন্য ব্র্যাকের জাতটি নিবন্ধন করা যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ রাজশাহী অঞ্চলসহ সারা দেশে ব্র্যাকের এইচবি-৮ জাতের হাইব্রিড ধান সাময়িক নিবন্ধীকরণের অনুমতি দেয়া হলো ।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৫৬তম সভায় ধান, পাট ও আখের একটি করে মোট তিনটি জাত ছাড়করণের অনুমোদন ।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি বিনা ধান-৭ হিসেবে দেশের সকল অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

২) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেসি-২১৪২ কৌলিক সারিটি বিজেআরআই দেশি পাট-৭ নামে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

৩) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই-১৩১-৯৭ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৮ নামে দেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

আলোচ্যসূচি-৮ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কমিটির ৫৭তম সভায় বোরো হাইব্রিড ধানের সর্বমোট ১৪টি জাত নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) আফতাব বহুমুখি ফার্ম লিঃ এর L.P 106 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

২) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর H.R-422 (Surma-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৩) মুক্তারপুর ভাণ্ডার এর S-2B (Krishan-12) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৪) মেটাল সীড কোং লিঃ এর HRM-01 (Agrni-7) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৫) মেটাল সীড কোং লিঃ এর HRM-02 (Sharathi-14) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৬) কামাল সীড কোং লিঃ এর Roupshe Bangla-1 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৭) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন লিঃ এর HB-09 (Alloran-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৮) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর Supereme Hybrid-5 (Heera-5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

৯) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর WBR-2 (Modhomoti-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

১০) সিদ্দিকী সীডস কোং লিঃ এর HG-202 (Manik-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

১১) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর WBR-5 (Modhomoti-5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

১২) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর L.P.05 হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো ।

১৩) মল্লিকা সীড কোম্পানীর পুনঃট্রায়ালকৃত HTM-4 (সোনার বাংলা-৬) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো । (উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে) ।

১৪) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর পুণঃট্রায়ালকৃত HS-273 (Supreme Hybrid-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে সাময়িকভাবে নিবন্ধিকরণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো । (উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে) ।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ বিবিধ

ক) বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ও ফাউন্ডেশন বীজের অনুপাতের (৮০ঃ২০) শর্ত তুলে দেয়া ।

আলোচনা ঃ এ বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদেশ হতে প্রত্যায়িত বীজের পাশাপাশি ভিত্তি বীজ আলূ আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী আনা যায় না । কারণ ভিত্তি বীজ আমদানি করতে হলে বিদেশের সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে দুবছর পূর্বেই নিশ্চিত করা লাগে যা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না । ডিজি, ডিএই বলেন যে, বীজের মান ধরে রাখার জন্য প্রত্যায়িত বীজের সংগে কিছু পরিমাণ ভিত্তি বীজ আমদানি করাও প্রয়োজন ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ও ফাউণ্ডেশন বীজের আনুপাতিক (৮০ঃ২০) হার মেনে চলার জন্য আমদানিকারকগণ সচেষ্ট থাকবে ।

খ) নিজস্ব জমিতে ব্যবহারের জন্য ট্রায়ালরত আলু বীজের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ভ্যারাইটির সীমিত পরিমাণ আমদানির অনুমোদন ।

সিদ্ধান্ত ঃ টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ ব্যতীত বিদেশ থেকে আলু বীজ আমদানির কোন সুযোগ নেই ।

গ) আলুর জাত ছাড়করণের নিমিত্তে ফিল্ড ট্রায়ালের সময়সীমা পুনর্নির্ধারণ বিবেচনা করা ।

আলোচনা ঃ

ক) এ বিষয়ে টিসিআরসির বক্তব্য হচ্ছে যে, রোগ-বালাই, উৎপাদন, উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় বিধায় ন্যূনতম ৪ বছরের আগে আলুর ভ্যারাইটি ছাড় করা সম্ভব নয়। বেসরকারি সেক্টর থেকে বলা হয় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে অনেকগুলো ভ্যারাইটি থাকলেও শুধুমাত্র কৃষকদের নিকট ডায়মন্ট জাতটি বহুল পরিচিত। কিন্তু এ জাতটির উৎস দেশ হল্যান্ড থেকে চাহিদামত পাওয়া যায় না বিধায় দেশের আলুর সংকট মোকাবেলার জন্য নতুন নতুন আলুর জাত ছাড়করণের সময় সীমা পুনঃবিবেচনা করা যেতে পারে। বিএডিসির উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ, আলু বীজ) বলেন যে, শুধুমাত্র উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত আলুর জাত ছাড়করণ করা যেতে পারে এবং পাশাপাশি টিসিআরসির ন্যায় বিএডিসিকেও জাত মূল্যায়ণসহ গবেষণা করার দায়িত্ব ক্ষমতা দেয়া হলে প্রাইভেট সেক্টরের আলু বীজের বিভিন্ন স্টেজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দ্রুত সম্ভবপর হবে।

খ) সভায় প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান, বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম সভার সিদ্ধান্ত হচ্ছে- কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম (বিশেষ) সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবহার ও রপ্তানিযোগ্য জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২ বছর ও সাধারণ জাতগুলোর ক্ষেত্রে ৩ বছর ট্রায়ালের প্রচলন করার নিমিত্তে "Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & locally developed)" পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হয়েছিল (দায়িত্ব ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও টিসিআরসি)। কিন্তু এর বাস্তব ফলাফল এখনও পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) যে সকল আলু জাতের ইতোমধ্যে তিন বছর ট্রায়াল হয়েছে সে সকল জাতের ফলাফল পুনঃবিবেচনা করে এ বছর ছাড়করণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে টেকনিক্যাল কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ পরবর্তী এনএসবি সভায় উপস্থাপন করবে (বাস্তবায়নেঃ টেকনিক্যাল কমিটি)।

২) এনএসবির ৫৬তম সভার সিদ্ধান্তটি অর্থাৎ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবহার ও রপ্তানিযোগ্য জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২ বছর ও সাধারণ জাতগুলোর ক্ষেত্রে ৩ বছর ট্রায়ালের প্রচলন করার নিমিত্তে "Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & locally developed)" পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ রিপোর্ট তৈরী করে পরবর্তী সভায় দাখিল করা (বাস্তবায়নেঃ টিসিআরসি)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তারিখ ঃ ০১-১০-২০০৭
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামে তালিকা

ক্রম. নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. মোঃ নূরুল আলম	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২.	মোঃ সামছুল আলম	ডিজি, ডিএই	”
৩.	এম. হারুন-উর-রশীদ	ডিজি, বিএআরআই	”
৪.	মোঃ ইব্রাহীম মিঞা	সদস্য (বীজ), বিএডিসি	”
৫.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	”
৬.	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
৭.	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
৮.	হোসনে আরা বেগম	সিএসও, বিজেআরআই	”
৯.	ড. এ ডব্লিউ জুলফিকার	সিএসও, ব্রি	”
১০.	ড. মোঃ খায়রুল বাশার	এসএসও, ব্রি	”
১১.	মনজুর-ই-মোহাম্মদ	নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১২.	মোঃ নূরুজ্জামান	অতিঃমহাব্যবস্থাপক, বিএডিসি	”
১৩.	মোঃ নূরুল আলম	সাধারণ সম্পাদক, মার্চেন্ট এসোঃ	”
১৪.	আনোয়ারুল হক	এসএফবি	”
১৫.	সুধীর চন্দ্র নাথ	কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, এগ্রো মার্কেটিং	”
১৬.	সৈয়দ কামরুল হক	সহ: বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহ: বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৮.	ওমর আল ফারুক	বাংলাদেশ সীড ডিলার, গ্রোয়ার এন্ড মার্চেঃ এসোঃ	”
১৯.	মোঃ রেজাউল করিম	উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	”
২০.	মোঃ কায়েস হোসেন	পিএসও, এসআরডিআই	”
২১.	মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, ডিএই, খাবারবাড়ী	”
২২.	ড. মুহাম্মদ হোসেন	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি	”
২৩.	আবদুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ডিটি)	”
২৪.	মোঃ বদরুদ্দিন	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
২৫.	ড. মোহাম্মদ হোসেন	পরিচালক (গবেষণা), বিনা	”
২৬.	ড. লুৎফুর রহমান	উপাচার্যের পক্ষে, বাকৃবি	”
২৭.	মোঃ মাসুম	সুপ্রীম সীড কোং লিঃ	”
২৮.	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১১-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৬৪তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিয়ষসমূহ উস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, সুপ্রীম সীড কোং লিঃ পত্র দ্বারা উল্লেখ করেছেন যে, গত ২৮-০৯-০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় বীজ প্যাকেটের গায়ে Fancy নাম ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে আলোচ্যসূচী ৫(ঙ) এর জন্য বীজ প্যাকেটিং/মার্কিং অথবা লেবেলিং এর বিষয়ে সংশ্লিস্ট সকলকে বীজ বিধি ১৯৯৮ এর ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং ধারা অনুসরণ করার উল্লেখ ছিল। Fancy নাম ব্যবহার বিষয়টির জন্য বীজ বিধির ১৯ নং ধারা অনুসরণ করাই যথেষ্ট। ১৯৯৮ সালের বীজ বিধিমালার ১৬, ১৭ ও ১৮ নং ধারা অন্য বিষয়ক যা ২০০৫ সনের বীজ আইনে সংশোধিত হয়ে সেকশন ৭ এর পর সেকশন ৭ (এ) হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪ তম সভার আলোচ্যসূচীর ৫এর (ঙ) নং সিদ্ধান্তে- বীজের প্যাকেটিং/ মার্কিং অথবা লেবেলিং এর বিষয়ে সকলকে বীজ বিধি ১৯৯৮ এর ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং ধারা মেনে চলতে হবে'' এর পরিবর্তে বীজের প্যাকেটিং/ মার্কিং অথবা লেবেলিং এর বিষয়ে সকলকে বীজ বিধি ১৯৯৮ এর ১৯ নং ধারা মেনে চলতে হবে এ মর্মে সংশোধন করা হলো।

(২) বিএডিসি'র সুপার হাইব্রিড ধানবীজ (SL-8H) বিতরণ অনুমতি

আলোচনা ঃ

(ক) বিএডিসির প্রতিনিধি বলেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ফিলিপাইনের বেসরকারি ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান SL Agritech Corporation, ''Tropical Hybrid Rice Research Centre'', Philippines এর সাথে যুগ্মভাবে বিএডিসি'র ঝিনাইদহ জেলার দত্তনগরস্থ করিঞ্চা ও গোকুলনগর বীজ উৎপাদন খামারে মোট ২২ হেক্টর জমিতে ২০০৬-০৭ বোরো মৌসুমে SL-8H জাতের ৪৯,৭৮০ কেজি সুপার হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদিত হয়েছে যা ডিহিউমিডিফাইড গুদামে সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত SL-8H জাতের ৪৯,৭৮০ কেজি সুপার হাইব্রিড ধানবীজ বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া না হলে শুধু বীজ উৎপাদন ব্যয় বাবদ ৩৬,৩৪,৮৩৮.০০ টাকা এবং (SL Agritech Corporation) কে বীজ বিক্রয় না হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে ফলে বিএডিসিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে বিধায় চলতি ২০০৭-০৮ বেরো মৌসুমে SL-8H জাতের ৪৯,৭৮০ কেজি সুপার হাইব্রিড ধানবীজ বিক্রয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।

(খ) সভায় আলোচনা হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত ছিলো- বিএডিসির SL-8H জাতের হাইব্রিড ধানটি ১ম বছরের টেকনিক্যাল কমিটির ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় ২য় বছর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে ট্রায়াল করবে। যেহেতু ধান একটি নোটিফাইড ফসল তাই প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে অর্থাৎ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিএডিসি তার উৎপাদিত হাইব্রিড ধান বিক্রয় এবং উৎপাদন করবে।

(গ) এ বিষয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসির মতামত ও এসসিএ কর্তৃক SL-8H জাতের ট্রায়ালের ফলাফল নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসি উৎপাদিত SL-8H জাতের ৪৯,৭৮০ কেজি সুপার হাইব্রিড ধান বীজ ডিহিউমিডিফাইড স্টোরে সংরক্ষিত রাখবে। প্রচলিত নিয়ম নীতির আলোকে পরবর্তী ট্রায়াল ফলাফলের উপর নির্ভর করে উক্ত জাতের উৎপাদন/বিতরণের উপর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

(৩) বেসরকারি পর্যায়ে Certified পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

আলোচনা ঃ

(ক) সভায় সদস্য-সচিব অবহিত করেন যে, দেশে পাট বীজের চাহিদা প্রায় ৪ হাজার মেঃ টন। গত বছর বিএডিসি সর্বমোট কৃষক পর্যায়ে ১১৫০ মেঃ টন পাট বীজ সরবরাহ করেছে এবং প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে ২৫০০ মেঃ টন আইপির মাধ্যমে বিপরীতে ২০৫৮ মেঃ টন বীজ ভারত থেকে আমদানি হয়েছে। বিএডিসি জানায় যে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে এ বছর ৭৫০ মেঃ টন পাট বীজ উৎপাদিত হতে পারে।

(খ) সভায় বেসরকারি সেক্টর থেকে দাবী করা হয় যে, ভারত থেকে মানঘোষিত (টিএলএস) পাট বীজ আমদানির অনুমতি দিলে প্রকৃত মানঘোষিত বীজকে কোন অসৎ বীজ ব্যবসায়ী বীজের প্যাকেটের গায়ে প্রত্যয়িত লেখা ট্যাগ ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে না এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারবে। বেসরকারি সেক্টর থেকে আরও দাবী করা হয় যে, দেশে পাট বীজ প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র বেনাপোল পোর্ট ব্যবহার করা গেলে অধিকতর সহজভাবে কোয়ারেন্টাইন বিষয়ক কর্মকান্ডসমূহ সম্পন্ন করা যাবে। এ ছাড়া আলু বীজের মত পাট বীজ উন্মুক্ত করে দিলে দেশে অবৈধভাবে পাট বীজ প্রবেশের প্রবণতা কমে যাবে এবং কৃষক কম মূল্যে বীজ পাবে।

(গ) সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি প্রতিনিধি বলেন যে, যেহেতু বিএডিসির বীজের গুনগতমান ভালো কিন্তু পরিমাণ কম তাই এ বছর পাট বীজের আমদানির পরিমাণ গত বছরের তুলনায় বাড়ানো যেতে পারে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বেসরকারি সেক্টরের মাধ্যমে এ বছর ৩ হাজার মেঃ টন সার্টিফাইড মানের তোষা পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো। আইপি ইস্যুর শর্তাবলী নির্ধারণ করে এ বিষয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে (দায়িত্বে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই)।

(৪) নার্সারী নীতিমালা-২০০৭ অনুমোদন ঃ

আলোচনা ঃ সভায় মহপরিচালক, বীজ উইং বলেন যে, গত ২৩.০৭.২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্য-পরিচালক (শস্য) বিএআরসি-কে আহ্বায়ক করে নার্সারী নীতিমালর খসড়া প্রণয়নের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার জন্য অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী পরিচালনার নিমিরতবত নার্সারী নীতিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে। গত ০৪-০৭-০৭ তারিখ টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক প্রণীত নার্সারী নীতিমালা, ২০০৭ এর খসড়াটি অনুমোদনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নার্সারী নীতিমালা, ২০০৭ এর খসড়ায় বনজ ও ভেষজ উদ্ভিদ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়ায় বনজ ও ভেষজ উদ্ভিদ অন্তর্ভূক্ত করে পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৩.১২.০৭ খ্রিঃ তারিখ নার্সারী নীতিমালা, ২০০৭ প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় সভা অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও উঃ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নার্সারী নীতিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে সকলে একমত পোষণ করায় পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডে বিষয়টি উথাপন করার

সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, নার্সারী নীতিমালায় কোথাও ক্রেতার স্বার্থের কথা উল্লেখ নেই অর্থাৎ ক্রেতা কোনো কারণে প্রতারিত হলে তার ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে ভাউচার প্রদানের বিধান রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, নার্সারী নীতিমালা প্রথমেই কঠিনতর না করে সাধারন ব্যবসায়ীদের নিকট সহজতর করার লক্ষ্যে এ ধরনের অপশন রাখা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ নার্সারী নীতিমালাটি অনুমোদিত হলো এবং বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় তা জারীর বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা প্রহণ করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত-
তারিখঃ ১৩/১২/০৭
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামে তালিকা

ক্রম. নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	আবদুর রাজ্জাক	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	অস্পষ্ট
২.	মোঃ সামছুল আলম	মহাপরিচালক, ডিএই	”
৩.	ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক	সদস্য পরিচালক	”
৪.	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
৫.	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
৬.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মহাপরিচালক, বীজ	”
৭.	মাহমুদ হোসেন	ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি	”
৮.	মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, ডিএই	”
৯.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সিনিয়র অফিসার, সীড প্রোডাকশন, সিডিবি, খামারবাড়ী	”
১০.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহঃবীজতত্ত্ববিদ	”
১১.	ড. মোঃ খায়রুল বাশার	সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	”
১২.	মোঃ কাবেল হোসেন দেওয়ান	এসআরডিআই	”
১৩.	মোঃ নূরুল আলম	সাঃসম্পাদক, BSGDMA	”
১৪.	এফ. আর. মালিক	চেয়ারম্যান, BSGDMA	”
১৫.	ড. মোঃ জাহান উল্যাহ চৌধুরী	সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	”
১৬.	আব্দুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভিটি), এসসিএ	”
১৭.	মোঃ বদরুদ্দিন	পরিচালক, এসসিএ	”
১৮.	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
১৯.	ড. মোঃ আবু সুফিয়ান	পরিচালক (গ:), বিএআরআই	”
২০.	শেখ আলতাফ হোসেন	সিটি বীজ ভান্ডার	”
২১.	মোঃ আবু তাহের	সিএসও, বিজেআরআই	”
২২.	মোঃ ইব্রাহিম	সদস্য, বীজ, বিএডিসি	”
২৩.	মোঃ শাহাবুদ্দিন	মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ), বিএডিসি	”
২৪.	ড. মোঃ নূর-ই-এলাহী	মহাপরিচালক, ব্রি	”
২৫.	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০৭/০৮/০৮ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৬৬তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম ও ৬৫তম সভা বিগত ২৪.০৯.০৭ এবং ১১.১২.০৭ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা দুটির কার্যবিবরণী যথাক্রমে গত ০২.১০.০৭ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজপ্রশা-১০৩/০৭/৪১ এবং ১৭.১২.০৭ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজপ্রশা-১০৬/০৭/৬৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভা দুটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৬৪তম ও ৬৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ বিগত ২৭/০৯/০৭ ও ১১/১২/০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম ও ৬৫তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ২৪/০৯/০৭ ও ১১/১২/০৭ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম ও ৬৫তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৬৪তম সভার ক্রমিক নং ২(৩)	**বিষয় ঃ** উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্ত ঃ** প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (বাস্তবায়নে- বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান)	সভায় জানানো হয় যে, অধ্যাদেশটি উপদেষ্টা পরিষদে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যাদেশটি ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রেক্ষিতে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় বিধান/অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত/দিক নির্দেশনা চাওয়ায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গত ৬/৮/০৮ তারিখে এক বার সভা করেছে। **সিদ্ধান্ত ঃ** বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা একটি সেল সৃষ্টি করে এনএসবির অধীনে কর্তৃপক্ষ বিষয়ক অনুচ্ছেদটির সহিত সমন্বয় করে অধ্যাদেশটি জারীর উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৬৪তম সভার ক্রমিক নং ৯(গ)	আলুর জাত ছাড়করণের নিমিত্বে ফিড ট্রায়ালের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ বিবেচনা করা। **সিদ্ধান্ত ঃ** (১) যে সকল আলু জাতের ইতোমধ্যে তিন বছর ট্রায়াল হয়েছে সে সকল জাতের ফলাফল পুনঃবিবেচনা করে এ বছর ছাড়করণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে টেকনিক্যাল কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ পরবর্তী এনএসবি সভায় উপস্থাপন (বাস্তবায়নেঃ টেকনিক্যাল কমিটি)।	সিদ্ধান্ত ঃ পর পর ৩টি (Crop Season)-এ পরীক্ষা করে আলুর জাত ছাড়করণ করা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে/ আমদানিকারককে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে টিসিআরসির নিকট বীজের নমুনা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৫৮তম সভায় ধানের জাত ছাড়করণের সুপারিশ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি এবং রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৬৫৯২-৪-৬-৪ সারিটি যথাক্রমে ব্রি ধান-৪৮ ও ব্রি ধান-৪৯ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো।

(২) বিএসএমআরএইউ, সালনা কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিইউ-৯৬২৫-১২-১৫-৫০-৭৪-১২৩ সারিটি বিইউ ধান-১ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৫৯তম সভার সুপারিশসমূহ ঃ

(ক) আলুর জাত ছাড়করণ

সিদ্ধান্ত ঃ স্পিরিট (Esprit), লেডি রোসেটা (Lady Rosetta) এবং কারেজ (Courage) জাত ৩টি যথাক্রমে বারি আলু-২৭, বারি আলু-২৮ এবং বারি আলু-২৮ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো।

(খ) আলুর গ্রেড পুনঃনির্ধারণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান বীজ আলুর তিনটি গ্রেড যথা গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মি:মি: ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৩৬-৪৫ মি:মি: ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মি:মি: ব্যাস) এর স্থলে দুটি গ্রেড যথা– গ্রেড-এ (২৮-৪০ মি:মি:) ও গ্রেড-বি (৪১-৫৫মি:মি:) হিসেবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

(গ) এসিআই লিঃ এর হাইব্রিড ধান আলোক-৯৩০২৪ এর নাম পরিবর্তন করে সুন্দরী-৯৩০২৪ নামকরণ ঃ

আলোচনা ঃ এ বিষয়ে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, একটি নিদির্ষ্ট জাত এক নামে রেজিষ্ট্রেশন হয়ে নাম পরিবর্তন করার কোন নিয়ম আছে কিনা? এছাড়া জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির কার্যপত্রে ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যাবে না বিষয়টি বিতর্কিত। এ বিষয়ে জনাব এফআর মালিক, মল্লিকা সীড কোং দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যাবে না বিষয়টি ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন। এসসিআই লিঃ এর কোন প্রতিনিধি সভায় না থাকায় কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ টেকনিক্যাল কমিটিতে পুনঃআলোচনা করে মতামতসহ পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বিবিধ

সভায় বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানি ও ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া আগামী ১৩/০৮/০৮ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬০তম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মাসের কোন এক সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে এ বছর আলু বীজ আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত (open) করা হলো। আলু বীজ আমদানি সংক্রান্ত আইপি ইস্যুর কর্মকান্ড আগষ্ট মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন নিশ্চিত করা (বাস্তবায়নে ঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ২০/৮/০৮
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

০৭/০৮/০৮ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	এম. হারুন-উর-রশীদ	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
২	আমিরুল হাসান	বিএম আই	”
৩	ডঃ মঞ্জুর হোসাইন	পিএসও, টিসিআরসি, বিএআরআই	”
৪	মোঃ রেজাউল কবির	ডিডি, বিএডিসি	”
৫	জে. এম. শহীদ	সিএসও, বিএআরআই	”
৬	ডঃ মোহাম্মাদ হোসাইন	পিএসও, বিএআরআই	”
৭	শামসুন নাহার বেগম	পরিচালক, টিসিআরসি	”
৮	আরিফুল হক	ইষ্টার্ণ ট্রেড করপোরেশন	”
৯	মোঃ নুরুজ্জামান	জিএম, বিএডিসি	”
১০	মোঃ মাসুম	চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড লিঃ	”
১১	ওমর-আল-ফারুক	সহ-সাধারণ সম্পাদক, বিএসজিডিএমএ	”
১২	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বিএসজিডিএমএ	”
১৩	এ. আর মালিক	এআর মালিক লিঃ	”
১৪	এফ.আর. মালিক, প্রোপাইটার	মাল্লিকা সীড কোং	”
১৫	গোলাম মোস্তফা	পরিচালক, সীড এন্ড হর্ট	”
১৬	ননী গোপাল রায়	পরিচালক, এসসিএ, গাজীপুর	”
১৭	আবদুর রহিম হাওলাদার	ডিডি (ভিটি), এসসিএ, গাজীপুর	”
১৮	সৈয়দ কামরুল হক	সহ- বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহ- বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
২০	নেসার উদ্দিন আহমেদ,	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
২১	আনোয়ার খান	বীজ উইং	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১৭-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ০৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৬৭তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা বিগত ০৭/০৮/০৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২০/০৮/০৮ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজপ্রশা-১১০/০৮/১১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি পাওয়া যায়নি বিধায় ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬০তম সভায় সুপারিশের প্রেক্ষিতে ধানের নিম্নবর্ণিত জাতগুলো নিবন্ধিকরণের অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইটি অঞ্চলে চেক জাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন ঃ

(১) বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর এ্যারাইজ^{TM} তেজ (96110) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(২) অটো ক্রপ কেয়ার লিঃ এর যমুনা (QDR 3) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(৩) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর হীরা-৬ (HS 48) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(৪) সুপ্রিম সীড কোঃ এর হীরা -৪ (HSQ 1) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(৫) লিলি এন্ড কোং এর লিলি-১ (CNR 5104) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(৬) এসিআই ফরমোলেশন লিঃ এর রাজকুমার (GH-14) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(৭) এসিআই ফরমোলেশন লিঃ এর সম্পদ (93024) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

(৮) এসিআই এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ এর ফলন (GH-12) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

(৯) নিপা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর হাইব্রিড জাতটির সংশোধিত নাম পাওয়াসাপেক্ষে রাজশাহী ও যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হবে ।

(১০) এফেক্স ক্রাপ্ট লিঃ এর সেরা (BRS 696) হাইব্রিড জাতটি সয়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

(১১) এনার্জি প্যাক এর এগ্রো জি-১ (EAL-9201) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

(১২) এনার্জি প্যাক এর এগ্রো জি-২ (EAL-9202) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২৫২ ও এইচ-২৯৬) ।

(১৩) মেসার্স কোয়ালিটি সীড কোং এর পান্না-১ (CGSC-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, ষশোর ও রংপুর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

(খ) ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের পুনঃট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে তিন বছরের গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্নবর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন ঃ

(১) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhumoti-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(২) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ পূনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhumoti-5) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(৩) মেটাল সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত HRM-01 (Agrani-7) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(৪) মেটাল সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত HRM-02 (Sharathi-14) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(৫) আলমগীর সীড কোং লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত TY 102 (Chamak-1) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো ।

(৬) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত Supreme Hybrid-5 (Heera-5) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো । উল্লেখ্য যে, জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(৭) এসিআই লিঃ এর পূনঃ টায়ালকৃত ACI-1(TSS-64) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা ও ষশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(৮) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর পূনঃ ট্রায়ালকৃত L.P.05 হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, জাতটি ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-২ জাতটিকে ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের অনুমোদন দেয়া হলো।

(ঘ) বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত এসএল ৮-এইচ হাইব্রিড জাতটিকে কুমিল্লা, যশোর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের জন্য চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

(ঙ) বোরো মৌসুমে দেশে কোন সুগন্ধী হাইব্রিড জাত না থাকায় রপ্তানিকরণের লক্ষ্যে মল্লিকা সীড কোম্পানীর মল্লিকা বাসমতি-১ (সুগন্ধী) হাইব্রিড জাতটি দ্বিতীয় বছর ট্রায়াল সম্পন্ন শেষে ব্রি ধান -২৮ এর সমকক্ষ ফলন পাওয়া সাপেক্ষে জাতটিকে নিবন্ধন করা যেতে পারে; তবে ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগন্ধী ব্রি ধান-৫০ ছাড়করণ হলে ব্রি ধান-৫০-কে চেক ভ্যারাইটি হিসেবে বিবেচনাসহ ভ্যারাইটি সুগন্ধি কি না তার জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং পেপারস থাকতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বিবিধ

(ক) সভায় এক পর্যায়ে সদস্য-সচিব বলেন যে, ট্রায়ালকৃত জাতগুলো performance পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের ফলাফল ভালো হলেও রংপুর অঞ্চলের ফলাফল ভালো হচ্ছে না। প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিরাও বিষয়টির সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ট্রায়ালকৃত জাতগুলোর performance রংপুর অঞ্চলে কেন খারাপ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে টেকনিক্যাল কমিটির নিকট রিপোর্ট দাখিল করা হবে (বাস্তবায়নে ঃ এসসিএ)।

(খ) সভায় আলোচনা হয় যে, হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি সংক্রান্ত ২ নং শর্ত হচ্ছে- এক বছরের আমদানিকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে- এ মর্মে উল্লেখ থাকায় অবিক্রিত বীজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বীজ আমদানিকারককে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয় বিধায় শর্তটি শিথিল করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ এক বছরের আমদানিকৃত/উৎপাদিত বীজ পরবর্তী বছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র মাধ্যমে অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষাসাপেক্ষে বিক্রি করা যাবে এ মর্মে ২ নং শর্তটি পরিমার্জন করা হলো। শর্তের অবশিষ্ট অংশের বিষয়ে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।

(গ) সভায় এসিআই লিঃ এর প্রতিনিধি বলেন যে, বিগত জাতীয় বীজ বোর্ডের বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন কোম্পানী তাদের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের পাশাপাশি বাণিজ্যিক নাম অনুমোদন করে নিয়েছে। এসিআই লিঃ এর ছাড়কৃত আলোক ৯৩০২৪ জাতটির বাণিজ্যিক নাম সুন্দরী-৯৩০২৪ ব্যবহার করতে উচ্ছুক।

এ পর্যায়ে সদস্য-সচিব বলেন যে, গত ৬৬তম সভায় আপনাদের (এসিআই) কোম্পানীর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলো না বিধায় বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। যেহেতু গত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, টেকনিক্যাল কমিটিতে

পুনঃআলোচনা করে মতামতসহ পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। টেকনিক্যাল কমিটি থেকে মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ টেকলিক্যাল কমিটিতে পুনঃআলোচনা করে মতামতসহ পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(ঘ) চলতি মৌসুমে বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানির অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সভায় বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানির অগ্রগতি সভাপতি জানতে চাইলে সদস্য-সচিব বলেন যে, গত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভায় আলু বীজ আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত (open) করে দেয়া হয়েছে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে ছাড়কৃত জাত যে কোম্পানীর বা ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত হবে শুধু সে কোম্পানী/ব্যক্তি বিদেশ থেকে আলু বীজ আনার সুযোগ পাবে। এভাবে বিভিন্ন কোম্পানী/ ব্যক্তি বিদেশ থেকে তাদের নিবন্ধিত জাতের আলু বীজ আমদানি করে থাকে। এ পর্যন্ত ১৭ টি কোম্পানী সর্বমোট ১০,৪১৩ মেঃ টন বীজ আলু বিদেশ হতে বীজ আমদানির জন্য আবেদন করেছে যার মধ্যে ৪টি বড় কোম্পানী বিদেশ থেকে আলু বীজ এনে লোকাল এজেন্টের মাধ্যমে বাজারজাত করবে।

সিদ্ধান্ত ঃ অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিদেশ হতে আলু বীজ আমদানি করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা হবে (বাস্তবায়নে ঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই)।

(ঙ) সভায় এসসিএর প্রতিনিধি বলেন যে, হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে বিধায় টোটাল ম্যানেজমেন্টে সমস্যা হয়। আবার বিদেশ থেকে একই ভ্যারাইটি এনে বিভিন্ন নামে ট্রায়াল হচ্ছে কিনা তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না। তাই এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। এ ছাড়া সভায় আলোচনা হয় যে, ধানে এমাইলেজ উপাদনের উপস্থিতি ২৫% এর উপওে থাকতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতের সংখ্যা বছরে সর্বোচ্চ কয়টি যাবে অথবা ন্যূনতম তিনটি অঞ্চলে জাত নিবন্ধিকরণ করা হলে সেটি সমগ্র বাংলাদেশে বাজারজাত করা যাবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা (বাস্তবায়নে ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড)।

(খ) জাতের স্বতন্ত্রতা নির্ধারণের জন্য DNA Test তথা genetic fingerprint -সহ আবেদন করতে হবে।

(গ) হাইব্রিড ধানের এমাইলেজের পরিমাণ ন্যূনতম ২৫% হতে হবে যা ব্রি, গাজীপুর হতে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত-
তারিখঃ ২২/৯/০৮
(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

১৭/০৯/০৮ তারিখ বেলা ০১.৩০ টায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	এম. হারুন-উর-রশীদ	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
২	আবদুল রাজ্জাক	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৩	ড. মোঃ নূর-ই-এলাহী	মহাপরিচালক, ব্রি	”
৪	ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আসাদ চৌধুরী	সদস্য পরিচালক, বিএআরসি	”
৫	ড. মোহাম্মদ হোসেন	মহাপরিচালক, বিনা	”
৬	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
৭	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
৮	ননী গোপাল রায়	পরিচালক, এসসিএ	”
৯	মোঃ সামছুল আলম	ডি.জি., ডিএই	”
১০	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই	”
১১	ড. চন্দন কুমার সাহা	পিএসও, বিজেআরআই	”
১২	দেওয়ান নেছার আহমেদ	পিএফসিও, এসসিএ	”
১৩	মোঃ ইমাম হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই	”
১৪	হরিপদ মজুমদার	নির্বহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১৫	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ড এসোঃ	”
১৬	সৈয়দ কামরুল হক	সহ-বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৭	আনোয়ারুল হক	ব্লু মুন ইন্টা:	”
১৮	ড. মোঃ হযরত আলী	পিএসও, বিএআরআই	”
১৯	পবিত্র কুমার ভান্ডারী	বিডিএম, এসিআই ফরমোলেশন	”
২০	ড. মোঃ শরীফুল ইসলাম	এমএম, সীড এসিআই	”
২১	এফ.আর. মালিক	প্রোপ্রাইটার, মল্লিকা সীড কোং	”
২২	ওমর-আল-ফারুক	সহ-সাধারণ সম্পাদক, বিএসজিডিএমএ	”
২৩	মোঃ সাঈদ আলী	পরিচালক(পিপি), ডিএই	”
২৪	মাহমুদ হোসেন	ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি	”
২৫	মোঃ নুরুজ্জামান	মহা-ব্যবস্থাপক, বীজ	”
২৬	আব্দুল মজিদ বিশ্বাস	পরিচালক, সরেজমিন বীজ উইং	”
২৭	মোঃ গোলাম মোস্তফা	সদস্য পরিচালক, বীজ ও উদ্যান	”
২৮	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০২/১২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বোর্ডের সভাপতি জনাব আফতাব হাসানের সভাপতিত্বে (সচিবের রুটিন দায়িত্বে) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হল।

আলোচ্যসূচী–১ ঃ বিগত ১৭/০৯/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং-কে ৬৮তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভা বিগত ১৭/০৯/২০০৮ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২৩/০৯/২০০৮ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজপ্রশা-১১১/০৮/১২৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি পাওয়া যায়নি বিধায় ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৬৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী–২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬১তম সভায় সুপারিশের প্রেক্ষিতে ধান ও পাটের নিম্নবর্ণিত জাতদুটো ছাড়করণের অনুমোদন।

(ক) ব্রি ধান -৫০ (বাংলা মতি) ছাড়করণ।

আলোচনা ঃ মহাপরিচালক ব্রি বলেন যে, আমাদের সুগন্ধী বাংলামতি ধানটি (ব্রি ধান -৫০) বোরো মৌসুমের এটিই সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত সুগন্ধি জাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সুগন্ধী বাসমতি ধানের চেয়ে গুণগত মানের দিক থেকে ভালো। মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সভার সদস্য-সচিব বলেন যে, নতুন উদ্ভাবিত জাতটির বীজ রাখা যাবে বিধায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক প্রসার ঘটানো যাবে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, জাতটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এআইএস, ডিএই এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকরী প্রতিষ্ঠানসহ মিডিয়ার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড বলেন যে, একটি নতুন জাত ব্রি থেকে কৃষক পর্যায়ে যেতে কয়েকটি ধাপের প্রয়োজন হয় বিধায় এ জাতটির ব্রিডার ও ফাউন্ডেশন বীজ যাতে সহজেই পাওয়া যায় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে খেয়াল রাখতে হবে।

(খ) বিজেআরআই তোষা পাট-৫ (লাল তোষা) জাত ছাড়করণ।

তোষা পাট ও-৭৯৫ (লাল তোষা) জাতের বিষয়ে মহা-পরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, বাংলাদেশের প্রচলিত তোষা জাতের মধ্যে এ জাতটির ফলন অপেক্ষাকৃত ১০% বেশি এবং গাছের রং লাল বিধায় সহজেই সনাক্ত করা যায়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়–

(১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান -৫০ (বাংলা মতি) হিসেবে বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে উক্ত বিআর ৬৯০২-১৬-৫-১-১ কৌলিক সারিটিকে Indian বাসমতি এবং Pakistani বাসমতি-৩৮৬ জাতের সাথে DNA finger printing করতে হবে (দায়িত্বঃ ব্রি এবং এসসিএ)।

(২) ব্রি ধান -৫০ (বাংলা মতি) জাতটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এআইএস, ডিএই এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ মিডিয়ার সহায়তা নেয়া যেতে পারে (দায়িত্বঃ ব্রি এবং ডিএই)।

(৩) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ও-৭৯৫ জাতটি Pedigree No. সংযোজন শর্ত সাপেক্ষে বিজেআরআই তোষা-৫ (লাল তোষা) পাট হিসেবে ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী–৩ ঃ পাট বীজ আমাদনি।

আলোচনা ঃ (ক) মহাপরিচালক, বীজ উইং সভায় বলেন যে, বর্তমানে সারাদেশে মোট প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয়। এরজন্য ৪০০০ মেঃটন বীজের প্রয়োজন হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিএডিসি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) ও বেসরকারী বীজ কোম্পানী মিলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও আমদানি করে প্রায় ৩৫০০ মেঃটন বীজ সরবরাহ করে থাকে। অবশিষ্ট পাট বীজ কৃষক নিজেই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী বছর ব্যবহার করে থাকে। ২০০৭-০৮ সালে বিএডিসি দেশী ও তোষা জাতের মিলে ৭৩৬ (২৬৪+৪৭২) মেঃটন বীজ সংগ্রহ করে এবং দেশী ও তোষা মিলে ৩২২ (১৮৩+১৩৯) মেঃ টন পাট বীজ বিতরণ করে। অবশিষ্ট ৪২৪ মেঃ টন অবিক্রিত বীজ আসন্ন মৌসুমে বিতরণের জন্য ডিহিউমিডিফাইড গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিএডিসির দেশী ও তোষা জাতের কেজি প্রতি পাট বীজ বিক্রয় মূল্য ছিলো যথাক্রমে ৭০ টাকা ও ৮০ টাকা। আগামী ২০০৮-০৯ সালে বিএডিসি'র সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা দেশী ও তোষা মিলে সর্বমোট ১২১০ (৬১০+৬০০) মেঃটন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সদস্য-পরচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসির নির্ধারিত পাটবীজ সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ বছর সর্বমোট ৬০০-৭০০ মেঃটন বীজ সংগ্রহ হতে পারে।

(খ) মহা-পরিচালক, বীজ উইং আরোও বলেন যে, ২০০৭-২০০৮ সালে মোট ৩৫০০ মেঃটন প্রত্যায়িত মানের পাট বীজ আমদানির আইপি ইস্যুর বিপরীতে আমদানির পরিমাণ ছিল ২৮১৭ মেঃটন। তাই এ বছর সার্বিক দিক বিবেচনা করে ৩ (তিন) হাজার মেঃটন জেআরও-৫২৪ জাতের প্রত্যায়িত মানের বীজ ভারত থেকে আমদানি করা যেতে পারে।

(গ) সভায় জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড এবং জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন বলেন যে, আমদানিতব্য পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে Port of entry একস্থান থেকে করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে ৩ হাজার মেঃটন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের certified পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী–৪ ঃ জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ পরিবর্তে প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগকে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন।

সভায় আলোচনা হয় যে, ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক পদাধিকার বলে কারিগরী কমিটির সূচনালগ্ন থেকে একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে কারিগরী কমিটিতে বিশেষ অবদান রাখেন। আগামী ফেব্রুয়ারী/২০০৯ মাসে ড. লুৎফুর রহমান চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। এ প্রেক্ষিতে ড. এম. বাহাদুর মিয়া, অধ্যাপক, প্রধান কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ-কে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে অনুমোদনের জন্য কারিগরী কমিটি হতে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ ড. লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ-এর অবসরজনিত কারণে তাঁর স্থলে ড. এম. বাহাদুর মিয়া, অধ্যাপক প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ-কে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন অনুমোদন দেওয়া হলো ।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন ।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ৪/১২/০৮
(আফতাব হাসান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)
(সচিবের রুটিন দায়িত্বে)
কৃষি মন্ত্রণালয় ।

পরিশিষ্ট–ক

০২/১২/০৮ তারিখ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	এম. হারুন-উর-রশীদ	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
২	আবদুল মজিদ বিশ্বাস	মহাপরিচালক, ডিএই	”
৩	ড. মোঃ নূর-ই-এলাহী	মহাপরিচালক, ব্রি	”
৪	ননী গোপাল রায়	পরিচালক, এসসিএ	”
৫	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
৬	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
৭	মোঃ গোলাম মোস্তফা	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বারি	”
৮	মোঃ ইমাম হোসেন প্রধান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই	”
৯	ড. তমাল লতা আদিত্য প্রধান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি	”
১০	সৈয়দ কামরুল হক	সহ-বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১১	আবদুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভিটি), এসসিএ	”
১২	হরিপদ মজুমদার	নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১৩	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোঃ	”
১৪	মোঃ মাসুন	চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোং লিঃ	”
১৫	আবু ইউসুফ মিয়া	সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, ডিএই	”
১৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	সিএসও (শস্য), বিএসআরসি	”
১৭	এম.সাইদ আলী	পরিচালক (পিপি), ডিএই	”
১৮	ড. এম বাহাদুর মিয়া	প্রফেসর, বিএইউ	”
১৯	নেসার উদ্দিন আহমেদ প্রধান	বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
২০	খোরশেদ আলম	পরিচালক, এসআরডিআই	”

জাতীয় বোড বোর্ডের ৬৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

গত ২০/৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম (বিশেষ) সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী–১ ঃ বিগত ০২/১২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ ইউং-কে ৬৯তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভা বিগত ০২/১২/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ০৭/১২/২০০৮ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/ বীজপ্রশা-১১২/০৮/১৭০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি পাওয়া যায়নি তবে আলোচ্যসূচী-৪ এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপে পরিবর্তিত হবেঃ

আলোচ্যসূচী নং	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮তম সভার সিদ্ধান্ত	পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত
৪	ড. লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ এর অবসরজনিত কারণে তাঁর স্থলে ড. এম. বাহাদুর মিয়া, অধ্যাপক, প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন অনুমোদন দেয়া হলো।	ড. লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ-এর অবসর জনিত কারণে তাঁর স্থলে প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহকে কারিগরী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন অনুমোদন দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ৬৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী–২ ঃ বীজ আলু আমদানির পরিমাণ অনুমোদন।

সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাসে জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশে আলুর অবমুক্ত সকল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের বীজ আলু আমদানি অনুমতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। দেশে বীজ আলুর সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে বিগত দু'বছর বিদেশ হতে বীজ আলু আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত (open) করা হয়েছিলো। তিনি আরও বলেন যে, এ বছর প্রায় ৪.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর জন্য বীজ আলুর প্রয়োজন হবে প্রায় ৬.০০ লক্ষ মেঃটন। বিএডিসি কর্তৃক গত বছর বিতরণকৃত বীজ আলুর পরিমাণ ছিল ১১৮৫০ মেঃটন। আসন্ন মৌসুমে বিতরণের লক্ষ্যে বিএডিসি'র নিকট বীজ আলুর মজুদ রয়েছে ১১৫৯৯ মেঃটন। গত বছর বেসরকারী সেক্টরের মাধ্যমে ৪৮৮৯ মেঃটন বীজ আলু আমদানি করা হয়েছিলো। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এ বছর প্রায় ১২০০০ মেঃটনের অধিক বীজ আলু মজুদ রয়েছে। এ বছর বেসরকারী সেক্টরের মাধ্যমে প্রায় ৮৫০০ মেঃটন বীজ আলু আমদানি হতে পারে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এনএসবি'র মাধ্যমে ৩৯টি আলুর জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। আরও ৫টি জাতের উপযোগিতা যাচাই ও ছাড়করণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে এ বছর আলু বীজ আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত (open) করা হলো। বীজ আমদানি সংক্রান্ত আইপি (import permit) ইস্যুর কর্মকান্ড উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই অতিসত্বর সম্পন্ন করবে।

আলোচ্যসূচী–৩ ঃ কুফরী-সুন্দরী জাতের বীজ আলু আমদানি সংক্রান্ত।

সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, মেসার্স জিএম এন্টারপ্রাইজ, স্যুট# ৫/৭, ৬৭/৯ ইস্টার্ণ ম্যানশন, কাকরাইল, ঢাকা এনএসবি'র ছাড়কৃত জাত কুফরী-সুন্দরী জাতের বীজ আলু ভারত হতে আমদানির জন্য আবেদন করেছে। এ বিষয়ে ড. তপন কুমার দে, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর বলেন, বিগত ১৫ বছর ধরে জাতটির জনপ্রিয়তা নেই। মাগুরা এলাকায় এ আলুর চাষ হচ্ছে কিনা তার সত্যতা নেই। এ জাতের খোসা ছাড়ানো সমস্যা। বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন সভাপতি বলেন যে, অনেকে পার্শ্ববর্তী দেশ হতে বীজ আলুর অনুমোদন নিয়ে খাবার আলু আমদানি করার চেষ্টা করে। যশোর-চুয়াডাঙ্গা এলাকায় কার্ডিনাল জাতের আলুর চাষাবাদ হয়। কুফরী-সুন্দরী জাতের চাষাবাদ হয় না। সভায় বিএডিসি'র প্রতিনিধি বলেন, কুফরী-সুন্দরী জাতটিতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। বৃষ্টি হলে সহজেই পঁচে যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ কুফরী-সুন্দরী জাতটি পুরাতন হওয়ায় পুনঃগবেষণা সাপেক্ষে উৎপাদন ক্ষমতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই-বাছাই করে এ জাতের আলু বীজ আমদানির অনুমতি বিবেচনা করা যেতে পারে (বাস্তবায়নেঃ টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ৩/৯/০৯
(সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

২০/০৮/০৯ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	ড. এম.এ. সামাদ মিয়া	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
৩	মোঃ খোরশেদ আলম ভূঞা	উপ-পরিচালক (সংগনিরোধ), ডিএই	”
৪	মোঃ আমানুল্লাহ	এডি (সম্প্রসারণ), ডিএই	”
৫	মোঃ হামিদুল হক	পরিচালক (চ: দা:), এসআরডিআই	”
৬	মোঃ ফরিদ উদ্দিন	উপ-পরিচালক (চ: দা:), তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
৭	সৈয়দ কামরুল হক	সহ-বীজতত্ত্ববিদ,কৃষি মন্ত্রণালয়	”
৯	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহ-বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
১০	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্ড এসোঃ	”
১১	ওমর আলী ফারুক (আরিফ)	সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোঃ	”
১২	আনোয়ারুল হক	ব্লুমুন ইন্টা:	”
১৩	এফ আর মালিক	সদস্য, বিজিডিএমএ	”
১৪	ড. তপন কুমার দে	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি	”
১৫	ড. কাজী মেজবাহুল আলম	পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি	”
১৬	বিজয় ভট্টাচার্য	যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ	”
১৭	মোঃ মজিবুর রহমান	পিএসও, বিজেআরআই	”
১৮	মোঃ আজিজুল হক	যুগ্ম-পরিচালক (সা:নি:), বিএডিসি	”
১৯	জাহাঙ্গীর খুরশিদ	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)	”
২০	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদবীজ উইং	”
২১	হরিপদ মজুমদার	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
২২	ড. মোঃ খায়রুল বাশার	সিএসও, ব্রি	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০৪/১১/০৯ খ্রিঃ তারিখ বেলা ০৩.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বরত) কাজী আখতার হোসেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ২০/০৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৬৯তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচীব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৯তম সভা বিগত ২০/০৮/০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ০৬/০৯/২০০৮ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজ প্রশা-১১৩/০৯/৫৪২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৬৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬২তম সভায় ইক্ষুর দুটি জাত ছাড়করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ ইক্ষুর বিএসআরআই আখ-৩৯ এবং বিএসআরআই আখ-৪০ জাত দুটি ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৩তম সভার সুপারিশ।

(১) ননোটিফাইড ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণঃ সভায় আলোচনা হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী-বেসরকারী সেক্টরের কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সমন্বয়ে ৭৪টি ননোটিফাইড ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) প্রণয়ন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সকলে প্রস্তাবিত ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) বিষয়ে একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত ৭৪টি ননোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) অনুমোদন করা হলো এবং এ বিষয়ে গেজেট জারী করা হবে।

(২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর জাত বারি আলু-৩০ (মেরেডিয়ান) ছাড়করণ।

সভায় আলোচনা হয় যে, জার্মান অরিজিন মেরিডিয়ান জাতের আলুটির স্থানীয় ফলন ভালো। এ জাতটি অবমুক্ত করা যেতে পারে। জাতটি বাজারজাত করণের জন্য স্থানীয় এজেন্ট এর বিষয়ে সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ এর চেয়ারম্যান বলেন যে, জাতটির ট্রায়ালের জন্য প্রথমে যে কোম্পানী টিসিআরকে নমুনা (Sample) সরবরাহ করে নিয়ম অনুযায়ী তারাই স্থানীয় এজেন্টের দাবীদার। তিনি আরোর বলেন যে, দ্বিমতের কারণে principal company যদি প্রথম এজেন্টকে বীজ আলু দিতে অস্বীকৃতি জানায় সেক্ষেত্রে principal company নতুন এজেন্ট নির্ধারণ করতে পারে। সভায় জনাব মাহবুব আনাম, লাল তীর সীড লিঃ বলেন যে, প্রাইভেট কোম্পানী বিদেশ থেকে হাইব্রিড ধানের Sample এনে এসসিএর মাধ্যমে

ট্রায়ালের পর আমদানীকৃত কোম্পানীর দেয়া নামে উক্ত হাইব্রিড ধান ছাড়করণ করা হয়। এসসিএ বা ব্রির নামে ছাড়করণ হয় না কিন্তু আলুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বারির অধীনে আলুর জাতের Sample ট্রায়াল শেষে কোম্পানীর নামের পরিবর্তে বারির নামে ছাড়করণ করা হচ্ছে। জাত নামকরণের বিষয়টি বিবেচনায় জন্য টেকনিক্যাল কমিটিতে উত্থাপন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর লাল তীর সীড লিঃ এর অনুকুলে বারিআলু-৩০ (মেরেডিয়ান) ছাড়করণ করা হলো।

(খ) বারির অধীনে আলুর জাতের Sample ট্রায়াল শেষে ছাড়কৃত আলুর নাম কোম্পানীর নামে হবে না বারির নামে হবে তা এনএসবির টেকনিক্যাল কমিটি সুপারিশ করে এনএসবি'র নিকট উপস্থাপন করবে।

(৩) ২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতসমূহ নিবন্ধিকরণ।

২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর বেশী হওয়ায় সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো ঃ

(ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৯৫ ও এইচ-৪২৯)।

(খ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর মালতি-৮ (WBR-8) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৫৭ ও এইচ-৪৩১)।

(গ) কার্নেল ইন্টারন্যাশনাল এর চায়না কিং-২ (LE You5178) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৫৪ ও এইচ-৪৩৩)।

(ঘ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৮১ ও এইচ-৪৩৬)।

(ঙ) মেটাল সীড কোং লিঃ এর HRM-604(MS-01) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৯০ ও এইচ-৪৪১)।

(চ) আলফা সীড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর গোল্ডেন-১ হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-১৪৩ ও এইচ-৪৪৩)।

(ছ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক-৬ (শক্তি-৩) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৮৮ ও এইচ-৪৫০)।

(জ) নর্দান সীড লিঃ এর সচ্চল (RN-001) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৪৪ ও এইচ-৪২৮)।

(ঝ) এ সি আই ফরমোলেশন এর শংকর-৩ (Hejia-303) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৭৬ ও এইচ-৪৫৬)।

(ঞ) নর্দান সীড লিঃ এর মঙ্গল (Hejia-909) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৫৬ ও এইচ-৪৫৮)।

(ট) ট্রপিকেল এগ্রোটেক এর লিলি-১০ (CN-8101) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৭১ ও এইচ-৫১৬)।

(৪) ৩ বছরের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (best two) গড় ফলন বিবেচনায় এসে চেকজাত থেকে একের অধিক স্থানে ফলন ২০% এর বেশী হওয়ায় সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ।

(ক) লিলি এন্ড কোং এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত লিলি-১ (CNR-5104) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৫ ও এইচ-৪৬৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(খ) সিদ্দিকীস সীডস কোং লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মানিক-২ (HG-202) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৩২ ও এইচ-৪৭০)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(গ) মিতালী এগ্রো সীড লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড হীরা-৬ (HS-48) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৯ ও এইচ-৪৭৭)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঘ) এসিআই এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত ফলন-২ (BRS-694) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৯৪ ও এইচ-৪৬৮)।

(ঙ) এপেক্স লেদার ক্রাপ্ট লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত সেরা (BRS-696) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৬ ও এইচ-৪৭১)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(চ) এনার্জি প্যাক লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এগ্রোজি-১ (EAL-9201) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৩১ ও এইচ-৪৬৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ছ) এনার্জি প্যাক লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এগ্রোজি-২ (EAL-9202) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৯৬ ও এইচ-৪৫২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোহ অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(জ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Arij Taj (H-96110) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৪২ ও এইচ-৪৭৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঝ) এসিআই এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত ACI-2(TSS 68) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩২৬ ও এইচ-৪৭৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঞ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Arij Dhani (H-07002) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৪ ও এইচ-৪৫৯)।

(ট) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhumoti 2) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৮ ও এইচ-৪৩২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঠ) সুপ্রিম সীড কোঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Hybrid-4 (Heera-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৩৬ ও এইচ-৪৩৭)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ এনার্জি প্যাক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে ঝলক এবং বিজলী নামাকরণের আবেদন বিবেচনা করা।

সিদ্ধান্ত ঃ এনার্জি প্যাক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে ''ঝলক" এবং "বিজলী" বাণিজ্যিক নামাকরণ অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ হাইব্রিড ধানের এ্যামাইলোজ (Amylose) কমপক্ষে ২৪% থাকতে হবে যা ব্রি কর্তৃক পরীক্ষিত হবে এবং এটি বোরো ২০০৯-১০ মৌসুমের ১ম বর্ষ ট্রায়ালের জাতসমূহ থেকে কার্যকর হবে।

সভায় আলোচনা হয় যে, ভোক্তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের ধানে ভিন্ন ভিন্ন level এর অর্থ্যাৎ hight medium ও low level এর এ্যামাইলোজ এর প্রয়োজন হয়। তাই এ্যামাইলোজ এর উপস্থিতির বিষয়ে এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের এ্যামাইলোজ (Amylose) এর উপস্থিতি কমপক্ষে ২৪% থাকতে হবে এ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ আপাতত স্থগিত রাখা হলো। পরবর্তীতে পর্যালোচনা সাপেক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ বিদেশ হতে হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।

সভার সদস্য-সচিব বলেন যে, আজকের সভায় হাইব্রিড ধানের যে জাতগুলো ছাড়করণ করা হলো সেগুলোর আমদানির বিষয়ে পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করা হলে সময় স্বল্পতার কারণে আমদানিকারকগণ এ বছর বীজ আমদানি করতে পারবে না। প্রাইভেট সেক্টর হতে বলা হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, নতুন জাতের হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানির ক্ষেত্রে অঞ্চলওয়ারী সর্বোচ্চ ১৫ মেঃ টন বীজ আমদানি করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ নতুন জাতের হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানির ক্ষেত্রে অঞ্চলওয়ারী সর্বোচ্চ ১৫ মেঃ টন বীজ আমদানি করা যাবে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই এ বিষয়ে আবেদন পাওয়া সাপেক্ষে ইমপোর্ট পারমিট ইস্যু করবে।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ ট্রায়ালের জন্য গম বীজ আমদানি।

সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ এর চেয়ারম্যান বলেন যে, এ বছর সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ নিজস্ব ও সরকারীভাবে ট্রায়ালের জন্য ভারত হতে হাইব্রিড গম বীজ আমদানি করতে ইচ্ছুক এবং এ বিষয়ে সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট আবেদন করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ এ বছর ১৫০ কেজি গম বীজ আমদানি করতে পারবে। সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ এ বীজ হতে ট্রায়ালের জন্য ২৫ কেজি করে (সর্বমোট ৫০ কেজি) এসসিএ এবং বারি-কে সরবরাহ করবে।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল সম্পর্কিত অঞ্চল নির্ধারণ ।

সভায় এসসিএ-এর প্রতিনিধি বলেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত হাইব্রিড ধানের adaptability ট্রায়ালের জন্য ছয়টি অঞ্চলে ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয় । ছয়টি অঞ্চলে ট্রায়াল সম্পন্ন করতে অনেক লোকবল ও জমির প্রয়োজন হয় বিধায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয় । এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় যে, সারা দেশে দুটি অঞ্চলে ট্রায়াল সম্পন্ন করে জাত ছাড়করণ করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ দুটি জোনে ট্রায়াল সম্পন্ন করে হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ করা যায় কিনা তা এনএসবির টেকনিক্যাল কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এনএসবি'র নিকট সুপারিশ করবে । সম্ভব হলে এ বছর হতে তা কার্যকর করা হবে ।

সভায় আর কোন আলোচন্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন ।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ৯/১১/০৯
(কাজী আখতার হোসেন)
সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বরত)

পরিশিষ্ট–ক

০৪/১১/২০০৯ তারিখ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	এম.সাঈদ আলী	ডিজি, ডিএই	অস্পষ্ট
২	ড. এম এ সামাদ মিয়া	বিএসআরআই	”
৩	বিষ্ণুপদ পোদ্দার	পিএসও, বিএসআরআই	”
৪	মোঃ ফজলুল হক	পরিচালক, ডিএই	”
৫	হরিপদ মজুমদার	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	”
৭	আবদুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভিটি), এসসিএ	”
৮	ড. এস এম নাজমুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৯	মোঃ আবু তাহের	ডিজি, বিএআরআই	”
১০	ড. এ ডব্লিউ জুলফিকার	পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি	”
১১	মোঃ মাসুম চেয়ারম্যান,	সুপ্রীম সীড কোং	”
১২	মোঃ আহছান উল্যা	সংগনিরোধ কীটতত্ববিদ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই	”
১৩	সৈয়দ কামরুল হক	সহ-বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৪	মোঃ মোমিনুল ইসলাম	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১৫	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ড এসোঃ	”
১৬	আশরাতুন নেছা	পিএসও, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বিএআরআই	”
১৭	ড. আবদুল হক	পরিচালক, বিএআরআই	”
১৮	মোঃ আনোয়ার হোসেন	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই	”
১৯	ড. মোঃ শরীফুল ইসলাম বিজনেজ	ম্যানেজার, এসিআই	”
২০	মোঃ নুরুজ্জামান	সদস্য-পরিচালক, (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
২১	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
২২	নেসার উদ্দিন আহমেদ প্রধান	বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
২৩	শুভাশীস বসু	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	”
২৪	আনোয়ার ফারুক	ডিজি, বীজ উইং	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ০৪/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭১তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচীব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভা বিগত ০৪/১১/০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ১১/১১/২০০৯ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজ প্রশা-১১৪/০৯/৫৭৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ চলতি ২০০৯-১০ মৌসুমে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

আলোচনা ঃ

(ক) মহা-পরিচালক, বীজ উইং সভায় বলেন যে, বৃষ্টির উপর নির্ভর করে সারা দেশে প্রায় ৪ থেকে ৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয় এবং এতে প্রায় ৪০০০ হতে ৪৫০০ মেঃ টন পাট বীজের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে দেশী পাটের ১.১৫ লক্ষ হেঃ তোষা পাটের ৩.১০ লক্ষ হেঃ এবং কেনাফ ও মেস্তা প্রায় ৩০ হাজার হেঃ জমিতে আবাদ হয়। সে হিসেবে তোষা পাটের প্রায় ৩০০০-৩৩০০ টন, দেশী পাটের ৮০০-৯০০ টন এবং কেনাফ/মেস্তার ২৫০-৩০০ টন বীজের প্রয়োজন হয়। তিনি আরোও বলেন যে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিএডিসি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিজেআরআই), পাট অধিদপ্তর ও বেসরকারী বীজ কোম্পানী মিলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও আমদানি করে প্রায় ৩০০০ হতে ৩২০০ মেঃ টন বীজ সরবরাহ করে থাকে। অবশিষ্ট পাট বীজ কৃষক নিজেই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী বছর ব্যবহার করে থাকে।

(খ) এ বছর বিএডিসি দেশী ও তোষা জাতের মিলে ১২৫০ (৬৩২ + ৬১৮) মেঃ টন, বিজেআরআই ৯০ মেঃ টন তোষা, পাট অধিদপ্তর ৩০০ মেঃ টন তোষা ও ডিএই ৯২ মেঃ টন তোষা অর্থ্যাৎ সর্বমোট ১৭৩২ মেঃ টন বীজ সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসংগে সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত পাটবীজ সংগ্রহ হবে।

(গ) সভায় জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড এবং জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন বলেন যে, আমদানিতব্য পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে port of entry একাধিক না করে একটি করা যেতে পারে। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড আরোও বলেন যে, পাট বীজের গুণাগুণ বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারক কোম্পানির ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

(ঘ) পাট বীজের কাস্টম প্রোডাকশন (custom production) সম্পর্কে সভায় আলোচনায় বলা হয় যে, ইচ্ছে করলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে পাট বীজের কাস্টম প্রোডাকশন (custom production) এর মাধ্যমে অন্য দেশে পাট বীজ উৎপাদন করা যেতে পারে। এ ছাড়া মেস্তা পাট বীজের চাহিদা থাকায় এ বছর ভারত থেকে মেস্তা পাট বীজ আমদানির বিষয়ে আলোচনা হয়। বিগত ২/৩ বছর ধরে ২৫০০ মেঃ টন হতে ৩৫০০ পর্যন্ত ভারত হতে পাট বীজ

আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ বছর পাটের আঁশের মূল্য মন প্রতি প্রায় ১৫০০ টাকা তাই এ বছর কৃষক পর্যায়ে পাট বীজের চাহিদা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে ৩ হাজার মেঃ টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের certified পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো। প্রয়োজনে পরিমাণ পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(খ) পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে port of entry বেনাপোল হবে।

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কাস্টম প্রোডাকশন (custom production) এর মাধ্যমে অন্য দেশে পাট বীজ উৎপাদন করা যাবে।

(ঘ) এ বছর ভারত থেকে সর্বাধিক ৩০০ মেঃ টন মেস্তা পাট বীজ আমদানি করা যাবে।

(ঙ) বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী'র মাঠ মনিটরিং আরেও জোরদার করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বোরো ধান বীজ সরবরাহের সার্বিক পরিস্থিতি।

আলোচনা ঃ

(১) বোরো বীজ সরবরাহের সার্বিক পরিস্থিতর বিষয়ে প্রাইভেট সেক্টর থেকে বলা হয় যে, এ বছর বোরো বীজের কোন ঘাটতি ছিল না। কিছু কিছু এলাকায় বিএডিসি'র ব্রি ধান-২৮ এর চাহিদা বেশী থাকায় পত্র-পত্রিকায় বীজের সংকট নিয়ে লেখা-লেখি হয়েছে। এছাড়া হাইব্রিড ধান-চালের দাম তুলনামূলক কম এবং বিশেষকরে সরকারী পর্যায়ে বোরো ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হয় না বিধায় কৃষক হাইব্রিড ধানের চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। তাই এ বছর হাইব্রিড বীজের বিক্রি গত বছরের তুলনায় অনেক কম।

(২) মহা-পরিচালক, ডিএই বলেন যে, বিএডিসি তার বীজ সরবরাহের পূর্বে ডিএই-এর সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জেলা/উপজেলা ওয়ারী বীজ বিতরণের সিডিউল তৈরী করলে বীজের বিতরণ সুষ্ঠুভাবে করা যেতে পারে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(ক) বিএডিসি তার বীজ সরবরাহের পূর্বে ডিএই-এর সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জেলা ওয়ারী বীজ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) বীজের বিষয়ে পত্রিকায় কোন বিরূপ খবর প্রকাশিত হলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সাথে সাথেই তা উক্ত পত্রিকায় প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।

(গ) জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বীজ বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ১০/১/১০
(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

০৫/০১/২০১০ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ড. এস.এম. নাজমুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	অস্পষ্ট
২	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
৩	মোঃ ইউসুফ মিঞা	মহাপরিচালক, বারি	”
৪	ড. মোঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহাপরিচালক, ব্রি	”
৫	মোঃ নূরুজ্জামান সদস্য	পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
৬	মোঃ শাহআলম	মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বিএডিসি	”
৭	ড. মোঃ এহছানুল হক	পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র), বারি	”
৮	ড. তপন কুমার দে	পিএসও, টিসিআরসি, বারি	”
৯	ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা	প্র.বৈ.কর্মকর্তা বারি	”
১০	মোঃ খায়রুল বাশার	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১১	ড. এম.এ. সামাদ মিয়া	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
১২	দেওয়ান মোঃ ইস্তাজুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১৩	মোঃ মুকছেদুর রহমান	সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, ডিএই	”
১৪	মোঃ খোরশেদ আলম ভূঞা	উপ-পরিচালক (সংগনিরোধ), ডিএই	”
১৫	ড. মোঃ আব্দুস ছালাম	পরিচালক (গবেষণা), বিনা	”
১৬	মোঃ আলমগীর হোসেন	বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এসোঃ	”
১৭	আঃ হালিম	কাসেম সীড কোং	”
১৮	মোঃ আনোয়ার হোসেন	পিএসও, এসআরডিআই	”
১৯	মোঃ আলতাফ হোসেন	কৃষক প্রতিনিধি	”
২০	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার ডিলার এসোঃ	”
২১	মোঃ মাসুম	সুপ্রীম সীড কোং লিঃ	”
২২	মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক, ডিএই	”
২৩	ড. চন্দন কুমার সাহা	পিএসও, বিজেআরআই	”
২৪	মোঃ আব্দুর রহিম	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই	”
২৫	মোঃ আবুল বাশার	পরিচালক, পিপি উইং, ডিএই	”
২৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	পরিচালক (সরেজমিন), ডিএই	”
২৭	আশীষ বন্ধু	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	”
২৮	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
২৯	মোঃ সাঈদ আলী	মহাপরিচালক, ডিএই	”
৩০	মোঃ আবু তাহের	প্রোপ্রাইটর, ইউনাইটেড সীড স্টোর	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০৬/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২-০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী–১ ঃ বিগত ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭২তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভা বিগত ০৫/০১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২০/০১/২০০৯ তারিখ, কৃষি/বীজ উইং/ বীজপ্রশা-১১৫/০৯/১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোন মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী–২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৪তম সভার সুপারিশকৃত আমন/২০০৯-১০ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের দুটি জাত নিবন্ধিকরণ।

আলোচনা ঃ সভায় আলোচনা হয় যে, ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর অধিক হওয়ায় প্রচলিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ জাতটি কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪১১ ও এইচ-৫৪৭) এবং সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং– এইচ ৪০৮ ও এইচ ৫৪৪) সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ জাতটি কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

(২) সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিঃ এর হীরা-১০ (SHD 41) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী–৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ধানের প্রস্তাবিত রোপা আমন ২০০৯-২০১০ মৌসুমে (ক) ব্রি ধান -৫১ (স্বর্ণা সাব-১) এবং (খ) ব্রি ধান-৫২ (বিআর-১১ সাব-১) ছাড়করণ।

আলোচনা ঃ সভায় কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ইরি-ব্রি সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন মৌসুমে আকস্মিক বন্যাপ্রবন (Flash flood submergence) এলাকায় চাষাবাদের নিমিত্তে (ক) স্বর্ণা সাব-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান -৫১ এবং (খ) বিআর-১১ সাব-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান -৫২ হিসেবে ছাড়করণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন মৌসুমে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ (Flash flood submergence) এলাকায় চাষাবাদের নিমিত্তে (ক) স্বর্ণা সাব-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান -৫১ এবং (খ) বিআর-১১ সাব-১ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান -৫২ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো ।

আলোচ্যসূচী–৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুটি (ক) বারি গম ২৫ (তিস্তা) এবং (খ) বারি গম ২৬ (হাসি) জাত ছাড়করণ ।

আলোচনা ঃ সভায় আলোচনা হয় যে, ফসলের জাতের নাম বিক্ষিপ্তভাবে না দিয়ে উদ্ভাবিত প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতের নামকরণ করা সমীচীন হবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুটি জাত (ক) বারি গম -২৫ এবং (খ) বারি গম- ২৬ হিসেবে ছাড়করণ করা হলো ।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বারি) হতে সরবরাহকৃত অপেক্ষাকৃত কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন (৬৬-৬৯%) মৌল গম বীজ (প্রদীপ ও বিজয়) দ্বারা বিএডিসি'র খামারে আবাদকৃত ভিত্তি বীজের এসসিএ কর্তৃক মাঠ প্রত্যয়ন ।

আলোচনা ঃ সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, গত ০৪/০৪/২০১০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বারি হতে সরবরাহকৃত প্রদীপ ও বিজয় জাতের অপেক্ষাকৃত কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন (৬৬-৬৯%) মৌল গম বীজ হতে উৎপাদিত ভিত্তি-১ শ্রেণীর ৮৬.২ একর জমিতে আবাদকৃত গম বীজের মাঠ এসসিএ কর্তৃক প্রত্যয়নসহ ট্যাগ সরবরাহের বিষয়টি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয় । তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রদীপ ও বিজয় জাতের অপেক্ষাকৃত কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন (৬৬-৬৯%) মৌল গম বীজ হতে উৎপাদিত ভিত্তি-১ শ্রেণীর ৮৬.২ একর জমিতে আবাদকৃত গম বীজের মাঠ এসসিএ কর্তৃক প্রত্যায়নসহ ট্যাগ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (বাস্তবায়নেঃ বিএডিসি এবং এসসিএ) ।

আলোচ্যসূচী–৬ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ব্রি) হতে সরবরাহকৃত বিআর-২৬ জাতের ট্যাগবিহীন মৌল বোরো বীজ দ্বারা বিএডিসি'র খামারে আবাদকৃত ভিত্তি বীজের এসসিএ কর্তৃক মাঠ প্রত্যয়ন ।

আলোচনা ঃ সভায় সদস্য-সচিব এ বিষয়ে বলেন যে, গত ০৪/০৪/২০১০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রি হতে সরবরাহকৃত বিএডিসির নিকট বিআর-২৬ জাতের ট্যাগবিহীন মৌল বোরো বীজ দ্বারা চাষকৃত ১০২ একর জমিতে ভিত্তি-১ শ্রেণীর বোরো বীজের মাঠ এসসিএ কর্তৃক প্রত্যয়নসহ ট্যাগ সরবরাহের বিষয়টি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয় । তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি হতে বিএডিসির নিকট সরবরাহকৃত বিআর-২৬ জাতের ট্যাগবিহীন মৌল বোরো বীজ দ্বারা চাষকৃত ১০২ একর জমিতে ভিত্তি-১ শ্রেণীর বোরো বীজের মাঠ এসসিএ কর্তৃক প্রত্যয়নসহ ট্যাগ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (বাস্তবায়নেঃ বিএডিসি এবং এসসিএ) ।

আলোচ্যসূচী–৭ ঃ গম প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ ।

আলোচনা ঃ সভায় বারি'র প্রতিনিধি বলেন যে, বর্তমানে গমের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮৫% নির্ধারিত রয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়া বিশেষ করে গম বীজ পক্কতা ও কাটা-মাড়াই এর সময় উচ্চ তাপমাত্রা ও

আর্দ্র আবহাওয়ায় বীজের মান ঠিক রাখা প্রায়শঃ দুরূহ হয়ে পড়ে। অপর দিকে ধানের প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারিত আছে। ধানের বীজ husk দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু গমের বীজের কোন husk নেই ফলে গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ধানের বীজের তুলনায় প্রাকৃতিকভাবেই কিছুটা কম হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি আরো বলেন যে, সাধারণত ৮০% বা তার বেশি অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হলেই গমের বীজ উত্তম বলে ধরা হয়। তাই গম প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ধানের মত সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ গম ফসলের প্রজনন বীজসহ ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও টিএলএস বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা কত ভাগ হবে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি পর্যালোচনা করে মতামতসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। (বাস্তবায়নেঃ এনএসবি'র কারিগরী কমিটি এবং বারি)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ৭/৪/১০
(সি কিউ কে মুসতাক আহমেদ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

০৬/০৪/২০১০ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ড. এস.এম. নাজমুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	অস্পষ্ট
২	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
৩	ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন	ইডি, সিডিবি	”
৪	মোঃ ইউসুফ মিঞা	ডিজি, বারি, গাজীপুর	”
৫	মোঃ নুরুজ্জামান সদস্য	পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
৬	মোঃ আজিজুল হক	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	”
৭	মোঃ বছির উদ্দিন	পরিচালক, এসসিএ, গাজীপুর	”
৮	আব্দুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচারক (ভিটি), এসসিএ	”
৯	এম.এ. রশীদ	সিএসও, বিএসআরআই	”
১০	মোঃ শাহজাহান আলী	উপ-পরিচালক, বাঃ সীড এসোসিয়েশন	”
১১	কে.এম. আলতাফ হোসেন	উপ-পরিচালক (সংগনিরোধ), ডিএই	”
১২	ড. চন্দন কুমার সাহা	পিএসও, বিজেআরআই	”
১৩	ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা	পিএসও, বারি	”
১৪	ড. মোঃ খায়রুল বাশার	সিএসও, বিআরআরআই	”
১৫	নেসার উদ্দিন আহম্মেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৬	মোঃ সাঈদ আলী	মহা-পরিচালক, ডিএই	”
১৭	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান	মহাপরিচালক, ব্রি	”
১৮	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”
১৯	সৈয়দ কামরুল হক	সহ-বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১৫/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ০৬/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭৩তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচীব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা বিগত ০৬/০৪/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২৮/০৪/২০১০ তারিখ, কৃষি/বীজউইং/বীজ প্রশা-১১৬/১০/৭৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৫তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে হাইব্রিড ধানের ১০টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ।

আলোচনা ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৫তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ উৎপাদন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এর অধিক হওয়ায় প্রচলিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ১০টি জাতকে নিবন্ধনের জন্য সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন এবং উক্ত নতুন ১০টি জাতের হাইব্রিড ধান বীজ আবেদনের ভিত্তিতে অঞ্চলওয়ারী ১৫ (পনের) মেঃ টন করে হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করার সুযোগ পাবে। সভায় ডঃ সালেহা খাতুন, সিএসও, ব্রি বলেন যে, হাইব্রিড ধানের performance heterosis রিপোর্টে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, কোন জাতের heterosis এ বছর ৪০% এর অধীক (+ve) হয়েছে আবার গত বছর ২০% এর কম (-ve) হয়েছে। অর্থ্যাৎ ইতিবাচক দিক দিয়ে হাইব্রিডের ক্ষেত্রে heterosis কখনও negative হতে পারে না। বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর সভাপতি জনাব মাহবুব আনাম বলেন যে, চীন দেশে হাইব্রিড ধানকে standard basis ধরে উন্নতমানের হাইব্রিড ধান নিবন্ধিকরণ করা হয়। বর্তমানে হাইব্রিড ধান নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালা অনেক পুরাতন। তাই এই নীতিমালা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। মহা-পরিচালক, ডিএই বলেন যে, মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড ধানের আশানুরূপ ফলন হচ্ছে না। গত বছর ১০ লক্ষ হেক্টরের বিপরীতে ৭.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধানের চাষাবাদ হয়েছে। সভায় মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, বোরো মৌসুমের অনেক হাইব্রিড ধানের জাত রয়েছে কিন্তু আমন মৌসুমের জাত কম বিধায় কেহ আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলে সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) (ক) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর আগমনী (JBS-17-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩৪ ও এইচ-৫৮০)।

(খ) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর রাডার (NK 5017) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৯৩ ও এইচ-৫৫১)।

(গ) হিমাদ্রী লিঃ এর মনিহার-৫ (LE-008) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৮২ ও এইচ-৬৩২)।

(ঘ) হিমাদ্রী লিঃ এর মনিহার-৬ (LE-021) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৩০ ও এইচ-৬২৮)।

(ঙ) নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ এর বালিয়া-১ (JBS-17-3) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৯৮ ও এইচ-৬২৩)।

(চ) নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ এর বালিয়া-২ (JBS-17-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৯২ ও এইচ-৫৭৬)।

(ছ) নাফকো প্রাঃ লিঃ এর নাফকো-১০৮ (Q 108) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৪৭ ও এইচ-৫৯৭)।

(জ) মেটাল সীড লিঃ এর সাফল্য-১ (JKRH-401) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫২৯ ও এইচ-৫৮৪)।

(ঝ) মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর মিতালী-১২ (HSN-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫১৭ ও এইচ-৬০৬)।

(ঞ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর রূপালী (HE-88) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৬১ ও এইচ-৬১৫)।

২) বর্ণিত ১০টি জাতের হাইব্রিড ধান বীজ অঞ্চলওয়ারী এ বছর ১৫ (পনের) মেঃ টন করে বিদেশ থেকে আমদানি করার সুযোগ পাবে।

৩) হাইব্রিড ধান জাত Registration-এর বর্তমান নীতিমালা মূল্যায়ণ করে প্রয়োজনে Stakeholder এর সাথে আলোচনা করে নীতিমালা Up date করা এবং পূনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে Best Two Years এর গড় করা হবে অথবা সব বছরের ফলনের গড় করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে কারিগরী কমিটি সুপারিশ করবে।

৪) পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মালতি-৮ (WBR-8), আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এইচ বি-৯ (আলোড়ন-২) এবং ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) হাইব্রিড জাত ০৩টি আরো ১ বছর ট্রায়াল দিতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৭৭৮-১৫৬-১-৩ এইচআর ১৪ ও বিআর ৫৯৯৯-৮২-৩-২ এইচআর ১ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান -৫৩ এবং ব্রি ধান -৫৪ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৫৭৭৮-১৫৬-১-৩ এইচআর ১৪ ও বিআর ৫৯৯৯-৮২-৩-২ এইচআর ১ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান -৫৩ এবং ব্রি ধান -৫৪ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৬৬৯৪৬-৩ আর ১৪৯-১-১ কৌলিক সারিকে বিনা ধান-৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৬৬৯৪৬-৩ আর ১৪৯-১-১ কৌলিক সারিকে বিনা ধান-৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ করা হলো ।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর ২টি জাত ছাড়করণ ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত সাগিটা (Sagitta) BADC কর্তৃক সংরক্ষণ গুণাগুণ (Keeping quality) বিষয়ক প্রতিবেদন সাপেক্ষে বারি আলু-৩১ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করণ করা হলো ।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মূল্যায়িত আলুর জাত কুইন্সি (Quincy) বারি আলু-৩২ নতুন জাত হিসেবে ছাড়করণ করা হলো ।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ বীজ আলু আমদানির পরিমাণ অনুমোদন ।

আলোচনা ঃ সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, প্রতিবছর জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশে আলুর অবমুক্ত সকল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যয়িত মানের বীজ আলু আমদানি অনুমতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে । দেশে বীজ আলুর সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে বিগত তিন বছর বিদেশ হতে বীজ আলু আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত (Open) করা হয়েছিলো । এ বছর প্রায় ৪.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর জন্য বীজ আলুর প্রয়োজন হবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ মেঃ টন । বিএডিসি কর্তৃক গত বছর বিতরণকৃত বীজ আলুর পরিমাণ ছিলো ১৩৯৮৩ মেঃ টন । আসন্ন মৌসুমে বিতরণের লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট বীজ আলুর মজুদ রয়েছে ১৮৮৯৯ মেঃ টন । গত বছর বেসরকারী সেক্টরের মাধ্যমে বানিজ্যিকভাবে ৫২১৮৬ মেঃ টন ইমপোর্ট পারমিটের বিপরীতে সর্বমোট ৮৯১৯ মেঃ টন বীজ আলু আমদানি হয়েছিলো । বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে এ বছর প্রায় ১৫০০০ মেঃ টন এর অধিক বীজ আলু মজুদ রয়েছে । এ বছর আলুর বাজার মূল্য কম থাকায় বেসরকারী সেক্টরের মাধ্যমে ৭০০০-৮০০০ মেঃ টন বীজ আলু আমদানি হতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে এ বছর অবমুক্ত জাতের আলু বীজ আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত (open) করা হলো । বীজ আমদানি সংক্রান্ত আইপি (Import permit) ইস্যুর কর্মকান্ড উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই অতিসত্বর সম্পন্ন করবে ।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ কেনাফ পাট ফসল ঘোষিত ফসল (notified crop) হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ ।

সভায় আলোচনা হয় যে, মেস্তা পাট আঁশ জাতীয় ফসল হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভায় মেস্তা পাটকে ঘোষিত ফসল (notified crop) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয় । এক্ষেত্রে কেনাফ পাটও আঁশ জাতীয় ফসল বিধায় কেনাফকে ঘোষিত ফসল হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ কেনাফ পাট ফসল নিয়ন্ত্রিত ফসল (notified crop) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলো ।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ বিবিধ– আলুর জাত (ইনোভেটর, লরা ও আলমিরা) ছাড়করণ ।

আলোচনা ঃ সভায় কন্দাল ফসল গবেষণার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৩তম সভায় মাঠ মূল্যায়ণ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত ও বিএআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত চারটি আলুর জাত (মেরিডিয়ান, আলমিরা, লরা ও ইনোভেটর) অবমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল । উক্ত সভায় মেরিডিয়ান জাতটি বারি আলু-৩০ হিসেবে অবমুক্ত

করার পাশাপাশি অন্যান্য তিনটি জাতের (আলমিরা, লরা ও ইনোভেটর) বিষয়ে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ন্যায় আলু ফসলের পুনঃট্রায়াল তথা পুনঃমূল্যায়ণের সুযোগ নেই এবং এ বিষয়ে টিসিআরসি লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ "লরা ও আলমিরা" জাতের ক্ষেত্রে আরো **১** বছর ট্রায়ালের (performance) ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি ছাড়করণের বিষয়ে সুপারিশ করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ২১/৯/১০
(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

১৫/০৯/২০১০ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ড. এস.এম নাজমুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	অস্পষ্ট
২	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
৩	মোঃ সাঈদ আলী	ডিজি, ডিএই	”
৪	মোঃ আব্দুল মান্নাম	মহা-পরিচালক, ব্রি	”
৫	মোঃ ইউসুফ মিঞা	মহা-পরিচালক, বারি	”
৬	মোঃ বছির উদ্দিন	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
৭	মোঃ আব্দুল হান্নান	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই	”
৮	মোঃ মুকছেদুর রহমান	সংগনিরোধ রোগতত্ববিদ, ডিএই	”
৯	মোঃ খায়রুল বাসার	মান নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজপ্রত্যয়ন এজেন্সী	”
১০	ড. মোহাম্মদ হোসেন	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি	”
১১	ডঃ মোঃ ফরিদ উদ্দিন	উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১২	ডঃ সালেহা খাতুন	সিএসও এবং প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি	”
১৩	সৈয়দ কামরুল হক	সহ-বীজতত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১৪	মোঃ ইমাম হোসেন	পরিচালক, এসআরডিআই	”
১৫	ওমর-আল-ফারুক	কৃষক প্রতিনিধি	”
১৬	ডঃ মোঃ রেজাউল করিম	উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), আলু বীজ বিভাগ বিএডিসি	”
১৭	ডঃ মোঃ শরীফুল ইসলাম	সিওও, গেটকো এগ্রো ভিসন লিঃ	”
১৮	মাহবুব আনাম	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ড এসোঃ	”
১৯	মোঃ জসিজুল হক	মহাব্যবস্থাপক, (বীজ), বিএডিসি	”
২০	মোঃ নুরুজ্জামান	সদস্য পরিচালক, (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
২১	ডঃ মোঃ কামাল উদ্দিন	মহাপরিচালক, বিজেআরআই	”
২২	ডঃ এম. এ. সামাদ মিয়া	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	”
২৩	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
২৪	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহঃবীজতত্ত্ববিদ, বীজউইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
২৫	ডঃ এন সায়েদুর রহমান	মহাপরিচালক, বিনা	”
২৬	ডঃ মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম	পিএসও, বিনা	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১১/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১৫/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বজি উইং-কে ৭৪তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভা বিগত ১৫/০৯/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২৬/০৯/২০১০ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৮.২০১০-১৫৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৩তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ চলতি ২০১০-১১ মৌসুমে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।

আলোচনা ঃ

(ক) সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং সভায় বলেন যে, পাটের আঁশের মূল্য ভাল থাকায় গত বছর পাট চাষ ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ লক্ষ হেক্টর হতে ৭লক্ষ হেক্টরের বেশী জমিতে চাষ হয়। অতিরিক্ত বীজের চাহিদা বিবেচনা করে গত বছর ভারত হতে প্রথম পর্যায়ে ৩০০০ মেঃ টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের তোষা certified পাট বীজ আমদানির অনুমিতি দেয়া হলেও পরবর্তীতে তা বাড়িয়ে ৪৬০৫ মেঃ টন তোষা পাট বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। উক্ত ৪৬০৫ মেঃ টন এর বিপরীতে ৩১৪১ মেঃ টন পাট বীজ আমদানি হয়েছিলো। এছাড়া ৫০০ মেঃ টন মেস্তা বীজের আমদানির অনুমতির বিপরীতে ১৮৬ মেঃ টন মেস্তা বীজ ভারত হতে আমদানি হয়েছিলো। গত বছর পাটের (আঁশের) বাজার ভালো থাকায় এবং এ বছর পাটের মন ২২০০ টাকার অধিক হওয়ায় কৃষকরা এবার পাট চাষে অধিক আগ্রহ দেখাতে পারে। তাই এ বছর প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষের আশা করা যাচ্ছে।

(খ) এ বছর বিএডিসি দেশী, তোষা এবং ক্যারিওভার মিলে ১৬০১ (৬৭৯+৭৬১+১৬১) মেঃ টন, বিজেআরআই দেশী ও তোষাসহ (১৪+১৪) ২৮ মেঃ টন (ব্রিডার বীজ), পাট অধিদপ্তর ১৫০ মেঃ টন তোষা (এসসিএ কর্তৃক প্রত্যায়িত নয়), ও ডিএই ১৪০ মেঃ টন তোষা (এসসিএ কর্তৃক প্রত্যায়িত নয়) অর্থ্যাৎ সর্বমোট ১৯১৯ মেঃ টন বীজ সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া প্রাইভেট সেক্টর ও কৃষক পর্যায়ে কিছু বীজ থাকতে পারে।

(গ) সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত পাট বীজ সংগ্রহ করা যাবে। তিনি বলেন যে, প্রাইভেট সেক্টরের নিকট থেকে কৃষক যাতে সহনীয় মূল্যে পাটের বীজ পেতে পারে সেজন্য প্রাইভেট সেক্টর হতে একটি বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন বলেন যে, বিএডিসির বীজ গুনগতমানে কৃষকপর্যায়ে একটা আস্থা রয়েছে। তাই ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির পূর্বে যদি বিএডিসিসহ দেশের অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের বীজ কৃষকপর্যায়ে বিতরণ করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে বাজার মূল্য সহনীয় থাকবে।

(ঘ) সভায় জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড এবং জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন বলেন যে, আমদানিতব্য পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে port of entry গতবারের ন্যায় বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) স্থল বন্দর ব্যবহার করা যেতে পারে। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড আরো বলেন যে, পাট বীজের গুণাগুণ বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারক কোম্পানির ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) পাট বীজের কাস্টম প্রোডাকশন (custom production) সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয় যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কাস্টম প্রোডাকশন (custom production) এর মাধ্যমে অন্য দেশে পাট বীজ উৎপাদনকারীর সাথে সমঝোতা স্মারক এবং উক্ত দেশের বীজ প্রত্যয়নকারী সরকারী প্রত্যয়নপত্রসহ আবেদন করেন তবে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া ৫০০ মেঃ টন মেস্তা পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) মেঃ টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের তোষা certified পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো। প্রয়োজনে পরিমাণ পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। Import permit- এর মেয়াদ ৯০ দিন হবে।

(খ) পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে port of entry বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) হবে।

(গ) কোন আবেদনকারী যদি সংশ্লিষ্ট দেশের পাট বীজ উৎপাদনকারীর সাথে সমঝোতা স্মারক এবং উক্ত দেশের বীজ প্রত্যয়নকারী সরকারী প্রত্যয়নপত্রসহ কাস্টম প্রোডাকশন এর জন্য আবেদন করেন তবে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঘ) এ বছর ভারত থেকে ৫০০ মেঃ টন মেস্তা পাট বীজ আমদানি করা যাবে।

(ঙ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র মাঠ মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ৩১/১/১১
(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

১১/০১/২০১১ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ফারহিনা আহমেদ	উপ-সচিব, অর্থবিভাগ	অস্পষ্ট
২	ড. এস এম নাজমুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৩	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	”
৪	মোঃ হাবিবুর রহমনান	মহাপরিচালক, ডিএই	”
৫	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন	মহা-পরিচালক, বিজেআরআই	”
৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	মহা-পরিচালক, বিএআরআই	”
৭	মোঃ নুরুজ্জামান	সদস্য পরিচালক, (বীজ ও উদ্যান) বিএডিসি	”
৮	মোঃ শাহ আলম	মহা-ব্যবস্থাপক, (পাট বীজ), বিএডিসি	”
৯	মোঃ মুকছেদুর রহমান	সংগনিরোধ রোগতত্ববিদ, ডি এ ই	”
১০	ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন	উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	”
১১	মোঃ আলমগীর	বাংলাদেশ সীড গ্রোমার ডিলার, মাচেন্ট এসো:	”
১২	ওমর-আল-ফারুক (আরিফ)	বিএসজিডিএমএ	”
১৩	মোঃ মামুন	চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোং, লিঃ	”
১৪	শেখ আলতাফ হোসেন	সিটি বীজ ভান্ডার	”
১৫	মোঃ সোহরাব হোসেন (লিখন)	নাওমী ইন্টারন্যাশনাল সীড হাউস	”
১৬	মাহবুব আনাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লালতীর সীড লিঃ	”
১৭	এফ.আর. মালিক	মল্লিকা সীড কেং	”
১৮	আইয়ুব হোসেন	পিডি, কিউএসএসপি, ডিএই	”
১৯	মোঃ হাসানুল হক	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই	”
২০	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”
২১	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১১/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ৭৫তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভার কার্যবিবরণী গত ০২/০২/২০১১ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৮.২০১০-০২৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য সভার সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৪তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ ১) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৬তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে হাইব্রিড ধানের ২টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৬তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত ০২টি জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলো ঃ

(ক) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২) জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৪৫ ও এইচ-৬৬৯)।

(খ) ব্র্যাক এর মুক্তি-১ (HB 12) জাতটি ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৪৯ ও এইচ-৬৭৮)।

২) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৩৬৭৮-৬-৯বি (AS996) কৌলিক সারিটি ব্রি ধান ৫৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৫ এর কৌলিক সারিটি আইআর৭৩৬৭৮-৬-৯বি (AS996)। ব্রির বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি (AS996 নামে ভিয়েতনামের একটি জাত) আইআরআরআই থেকে প্রাপ্ত হয়ে প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান-২৮ জাত থেকে ৫ দিন নাবী এবং প্রায় ১ টন/হেঃ বেশী ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এটি আউশ মৌসুমেও ৫.০ -৫.৫ টন/হেঃ ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান-৫৫ এর পাতা গাঢ় সবুজ রঙের, ডিগ পাতা খাড়া, চাল চিকন ও লম্বা, সারা দেশে বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। যেখানে মধ্যম মানের লবণাক্ততা (৮-১০ ডিএস/মি.), খরা এবং ঠান্ডা সমস্যা দেখা যায় সেখানেও এ জাতটি আবাদের জন্য উপযুক্ত। ব্রি ধান-৫৫ এ রোগ বালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাত এর চেয়ে কম হয়। সভায় আউশ মৌসুমের জন্য জাতটি ছাড়করণের জন্য আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত আইআর ৭৩৬৭৮-৬-৯বি সারিটি নতুন জাত ব্রি ধান -৫৫ হিসেবে বোরো ও আউশ মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো ।

৩) আলুর জাত নিবন্ধন সহজীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্তে গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রণয়ণকৃত একটি কর্মপরিকল্পনা ।

আলোচনাঃ আলুর জাত নিবন্ধন সহজীকরণ পদ্ধতি সংক্রান্ত গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রণয়ণকৃত সুপারিশমালা বিবেচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে বারি'র প্রতিনিধি বলেন যে, Introduction -এর মাধ্যমে চার বছরের কম সময়ে একটি আলুর জাত বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অবমুক্ত করা সম্ভবপর নয় । অর্থ্যাৎ ১ম বছর Preliminary Yield Trail, ২য় বছর Secondary Yield Trail, ৩য় বছর Advanced Yield Trail এবং ৪র্থ বছর Regional Yield Trail এর প্রয়োজন হয় । বেসরকারী সেক্টর থেকে সভায় বলা হয় যে, দেশের বাইরে আলু রপ্তানি করতে হলে বেশী সংখ্যক আলুর জাত দেশে কম সময়ে Introduce করা দরকার । এক্ষেত্রে ৩য় বছরে Advanced Yield Trail এবং Regional Yield Trail করা যেতে পারে । সভায় নতুন আলুর জাত নিবন্ধিকরণে রোধ-জীবাণু, পোক-মাকড়, সংরক্ষণ গুনাবলী, চেক জাতের চেয়ে অধিক ফলন প্রভৃতি বিষয়সমূহ ছাড়াও জাত অবমুক্তির বিষয়ে হাইব্রিড ধান নিবন্ধকরণ নীতিমালার ন্যায় একটি নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) আলুর জাত নিবন্ধিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলো ঃ

(১) ড. মুহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর ---------- আহ্বায়ক

(২) ড. মোঃ জাকির হোসেন, মার্কেট প্রোমোশন কর্মকর্তা, এসসিএ, গাজীপুর---------- সদস্য

(৩) ড. মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), বিএডিসি, ঢাকা ---------- সদস্য

(৪) সহকারী বীজতত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ---------- সদস্য

(৫) জনাব এটিএম তানজিমুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর ---------- সদস্য

(৬) জনাব জ্যোতিশ চন্দ্র সরকার, প্রাক্তন মহা-ব্যবস্থাপক, বিএডিসি, ঢাকা ---------- সদস্য

(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা ---------- সদস্য

(৮) জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভাইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ, এবিসি হেরিটেজ, উত্তরা, ঢাকা সদস্য

(খ) উক্ত কমিটি আলুর জাত নিবন্ধিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে অতিসত্বর কারিগরী কমিটির নিকট দাখিল করবে । কমিটি প্রয়োজনে একাদিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে ।

৪) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নঃ

আলোচনা ঃ বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রনয়ণকৃত পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে আলোচনা করা হয় । কর্মপরিকল্পনাটি অধিকতর যাচাই-বাছাইপূর্বক এনএসবি কারিগরী কমিটির নিকট পুনরায় দাখিল করার জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাটি অধিকতর যাচাই বাছাইপূর্বক এনএসবি'র কারিগরী কমিটির নিকট পুনরায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি)।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বীজ আলু আমদানির পরিমাণ অনুমোদন।

আলোচনা ঃ সভায় সভাপতি বলেন যে, প্রতি বছর জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশে আলুর অবমুক্ত সকল জাতের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের বীজ আলুর আমদানি অনুমতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। দেশে বীজ আলুর সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে বিগত চার বছর বিদেশ হতে বীজ আলু আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত open করা হয়েছিলো। এ বছর প্রায় ৪.৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর জন্য বীজ আলুর প্রয়োজন হবে প্রায় ৭.০০ লক্ষ মেঃ টন। বিএডিসি কর্তৃক গত বছর বিতরণকৃত বীজ আলুর পরিমাণ ছিলো ১৪৯৩৮ মে. টন। আসন্ন মৌসুমে বিতরণের লক্ষ্যে বিএডিসির নিকট বীজ আলুর মজুদ রয়েছে ২০৪৪১ মে. টন। গত বছর বেসরকারী সেক্টরের মাধ্যমে বানিজ্যিকভাবে ৮২০০ মেঃ টন ইমপোর্ট পারমিটের বিপরীতে সর্বমোট ৫৩১৫ মেঃ টন বীজ আলু আমদানি হয়েছিলো। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে এ বছর প্রায় ১৫৫০০ মেঃ টন এর অধিক বীজ আলু মজুদ রয়েছে। এ বছর আলুর বাজার মূল্য কম থাকায় বেসরকারী সেক্টরের মাধ্যমে ৬৫০০-৭০০০ মেঃ টন বীজ আলু আমদানি হতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে এ বছর অবমুক্ত জাতের আলু বীজ আমদানির পরিমাণ উন্মুক্ত open করা হলো। বীজ আমদানি সংক্রান্ত আইপি (Import permit) ইস্যুর কর্মকান্ড উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই অতিসত্বর সম্পন্ন করবে।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৭তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বোরো হাইব্রিড ধানের ১১টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৭তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত ১১টি জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলো ঃ

(ক) সুরভী এগ্রো ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ এর সুরা (FLHRO14) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫৬ ও এইচ-৭০৩)।

(খ) মালিক এন্ড মালিক সীড কোঃ এর মালিক-১ (FL-2000-6) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫২ ও এইচ-৭২২)।

(গ) বেলী এগ্রো লিঃ এর বেলী-১ (BA-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৮৭ ও এইচ-৭৫৭)।

(ঘ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর সিজেওয়াই-৫২৭ (CJY-527) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬১১ ও এইচ-৭১২)।

(ঙ) ব্র্যাক এর রূপালী-৭ (GB-0102) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৫৪ ও এইচ-৭৩৭)।

(চ) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার লিঃ জনকরাজ (SQR-6) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৭৩ ও এইচ-৬৯২)।

(ছ) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর নবীন (IS-1) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৭৭ ও এইচ-৬৯৬) ।

(জ) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৩০ ও এইচ-৬৯৮) ।

(ঝ) ষ্টার পার্টিকেল বোর্ড এর পারটেক্স হাইব্রিড-৪ (JKRH-1220) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬২১ ও এইচ-৭১৫) ।

(ঞ) আলফা সীড ইন্টারন্যাশনাল এর হাইব্রিড আলফা-২ হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৮১ ও এইচ-৬৯৫) ।

(ট) সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ এর সুবর্ণ-৩ (RH-664) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৮৮ ও এইচ-৭৬৪) ।

(২) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৭তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের পুনঃট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত ৭টি জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলো ঃ

(ক) ইস্পাহানী মার্শেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত আগমনী (JBS-17-4) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৫৩৪ ও এইচ-৭০৫) । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(খ) ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত শক্তি-২ (ব্র্যাক-৫) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৩৬ ও এইচ-৭৩১) । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্ল ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(গ) ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত শক্তি-৩ (ব্র্যাক-৬) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৫০ ও এইচ-৭৫৪) । উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্ল ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(ঘ) ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত আলোড়ন-২ (এইচ বি-৯) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬২৭ ও এইচ-৭২৫) । উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(ঙ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত রূপালী (HE-88) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬১৫ ও এইচ-৭৪৯) । উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে ।

(চ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মেঘনা (HE-25) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৬৪১ ও এইচ-৭৩২) ।

(ছ) গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত রূপসী বাংলা-১ হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্বে নিবন্ধন করা হলো (২য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-২০৫ ও এইচ-৭১৬)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৪৩৭১-৭০-১-১ ও বিআর ৭৮৭৩-৫*(NIL)-৫১এইচআর৬ কৌলিক সারি দু'টি যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৬ এবং ব্রি ধান-৫৭ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় ব্রি'র প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান-৫৬ এর কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন এর IR 55419-4 এবং WAY RAREM নামক স্থানীয় খরাসহিষ্ণু জাতের সাথে দুইবার পশ্চাৎ সংকরায়ন (BC_2F_1) করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটি আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর-১১ এর চেয়ে লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। গাছের উচ্চতা ১১৫ সে. মি. এবং জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। এ জাতটি খড়া সহনশীল। প্রজনন পর্যায়ে ১০-১২ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় Perch Water Table depth ভূপৃষ্ঠ (surface) থেকে ৭০-৮০ সে.মি. নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচে হলেও এ জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। পাকা ধানের রং লালচে। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও মোটা এবং সাদা।

সভায় ব্রি'র প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৭ এর কৌলিক সারিটি (BR7873-5*(NIL)-51-HR6) বিআর ১১ এবং "INGER" এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইন (CR146-7027-224) এর সাথে পাঁচবার পশ্চাৎ সংকরায়ন (BC_5F_1) করে বংশানুক্রমে সিলেকনশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ব্রি বর্ণনামতে প্রস্তাবিত ধানের দানা চিকন এবং অগ্রভাগ অনেকটা সোজা। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর-১১ এর চেয়ে একটু লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা। পাতার রং ফ্যাকাশে সবুজ। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সে. মি. এবং জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। এ জাতটি খরা সহনশীল। প্রজনন পর্যায়ে ৮-১০ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সে সময় Perch Water Table depth ভূপৃষ্ঠ (surface) থেকে ৭০-৮০ মে.মি. নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা ২০% এর নীচে হলেও জাতটি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৩ টন ফলন দিতে সক্ষম। পাকা ধানের রং খড়ের মত। চালের আকার আকৃতি প্রচলিত জিরাশাইল এবং মিনিকেট চালের মত। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত ব্রি ধান -৫৬ এবং ব্রি ধান -৫৭ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৪৩৭১-৭০-১-১ ও বিআর ৭৮৭৩-৫*(NIL)-৫১ এইচআর৬ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান -৫৬ এবং ব্রি ধান -৫৭ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

(৪) হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী প্রসংগে।

আলোচনা ঃ কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গত ১৬/০৫/২০১১ তারিখে কর্ম পরিকল্পনা পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে এবং সংশোধনের মাধ্যমে ২য় খসড়াটি প্রণয়ন করে। উপ কমিটি কর্তৃক প্রণীত কর্ম পরিকল্পনাটির ধারা-৯ এর ৬নং লাইনে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ১৫% বেশী ফলনের স্থলে কমপক্ষে ১২% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড গমের জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে এমর্মে প্রতিস্থাপন করে পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছে। দেশের মধ্যে হাইব্রিড গমের

চাষাবাদকে অধিকতর উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে আপাততঃ কমপক্ষে ১০% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড গমের জাতকে নিবন্ধনের জন্য সভায় আলোচনা করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনাটি নিম্নবর্ণিত সংশোধনপূর্বক অনুমোদন করা হলো এবং বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় গেজেট জারীর উদ্যোগ নিবে ।

ক্রমিক নং ঃ ৯ (প্রস্তাবিত)	**ক্রমিক নং ঃ ৯ (সংশোধিত)**
প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ কর্মসূচীতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে ২টি স্বপরাগায়িত (Self pollinated) ও প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের কাছাকাছি জীবনকাল সম্পন্ন জাত ষ্ট্যান্ডার্ড চেক (Standard check) হিসেবে গ্রহণ করে test design করতে হবে। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের জীবনকালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত নির্বাচন করতে হবে। অন–ষ্টেশন ও অন-ফার্ম ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একের অধিক অঞ্চলে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ১৫% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। সর্বাধিক ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের বীজ আমদানীকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/ Joint venture programme এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ৬ষ্ঠ বছর থেকে প্যারেন্ট লাইনস (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের গম বীজ আমদানী করা যাবে না ।	প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ কর্মসূচীতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে ২টি স্বপরাগায়িত (Self pollinated) ও প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের কাছাকাছি জীবনকাল সম্পন্ন জাত ষ্ট্যান্ডার্ড চেক (Standard check) হিসেবে গ্রহণ করে test design করতে হবে। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের জীবনকালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত নির্বাচন করতে হবে। অন-ষ্টেশন ও অন-ফার্ম ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একের অধিক অঞ্চলে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে আপাততঃ কমপক্ষে ১০% বেশী ফলন সম্পন্ন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। সর্বাধিক ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের বীজ আমদানীকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/Joint venture programme এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ৬ষ্ঠ বছর থেকে প্যারেন্ট লাইনস (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের গম বীজ আমদানী করা যাবে না ।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বিবিধ

(ক) ধানের জিরা শাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ ।

আলোচনা ঃ গত ২৭/০২/২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৬তম সভায় জিরা শাইল জাতটিকে Local Improved Variety হিসেবে তালিকাভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয় । সভায় জাতটির ডিএনএ পরীক্ষা এসসিএ ও ব্রি সম্মিলিতভাবে নির্ণয় করার বিষয়ে আলোচনা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ জিরা শাইল জাতটিকে Local Improved Variety হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলো এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হলো ।

(খ) আলুর লরা ও আলমিরা জাত দুটি নিবন্ধিকরণ ।

আলোচনা ঃ মেসার্স এ.আর. মালিক এন্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিমিটেড-এর আলমিরা জাতের আলু এবং মেসার্স এগ্রি কনসার্ন কোম্পানীর Laura জাতের আলু বাংলাদেশে চাষের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৫ বছর যাবৎ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা করা হয় । উক্ত পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ণের জন্য গত ৩০

আগষ্ট ২০০৯ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটির এক সভা হয়। সভায় আলু বীজ ছাড়করণের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই কিন্তু পুনঃমূল্যায়ণের জন্য বলা হয়। এ বিষয়ে ড. মুহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি, বারি সভায় বলেন যে, উল্লেখিত জাত দুটি পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ণ করা হয় এবং ফলাফল সন্তোষজনক ছিলো বিধায় আলমিরা এবং Laura জাতকে চাষাবাদের জন্য ছাড় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক যাচাইকৃত আলমিরা জাতটিকে বারি আলু-৩৩ (আলমিরা) এবং লরা জাতটিকে বারি আলু-৩৪ (লরা) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

(গ) ধনিয়া বীজের উপর আমদানি শুল্ক ০% আরোপ।

আলোচনা ঃ সভায় আলোচনা হয় যে, অন্যান্য বীজের ন্যায় ধনিয়া বীজের উপর ০% আমদানি শুল্ক হার আরোপের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণায়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (শুল্ক) এর গত ২৪/০১/২০০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ধনিয়া বীজের উপর আমদানি শুল্ক ০% (শূন্য) করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক কৃমিন্ত্রণালয় বেসরকারী বীজ আমদানিকারকদেরকে ধনিয়া বীজ আমদানির জন্য অনুমতি দিয়ে আসছে এবং অনেক আমদানিকরকগন আমদানি শুল্ক ০% (শূন্য) হিসেবে ধনিয়া বীজ আমদানির সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (শুল্ক) এর গত ২৪/০১/২০০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন বলে সরকার ধনিয়া বীজের উপর আমদানি শুল্ক ০% (শূন্য) করা হলেও সম্প্রতি যশোরস্থ বেনাপোল কাস্টম হাউজ এর পক্ষ থেকে আমদানিকৃত ধনিয়া বীজ আমদানিকারকদেরকে শুল্ক পরিশোধের নিমিত্তে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে এবং এসংক্রান্ত ৬-৭টি চিঠি আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর করেছি।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয় সভা করে এ বিষয়টি নিস্পন্নের উদ্যোগ নিবে।

(ঘ) হাইব্রিড ধান বীজের নামকরণ ঃ

সভায় আলোচনা হয় যে, বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক নাম ব্যবহার করে কৃষকদের কাছে হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রয় করছে। ফলে কৃষক অনেক সময় বিভ্রান্ত এবং প্রতরণার শিকার হচ্ছে। তাই হাইব্রিড ধানের বাণিজ্যিক নামকরণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নামে করলে কৃষক উক্ত কোম্পানীকে সহজে চিনতে পারবে এং কৃষক প্রতরণা থেকে রক্ষা পাবে। এক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বাণিজ্যিক নামের পাশাপাশি আমদানীকৃত হাইব্রিড ধানের কোড নাম বা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধান বীজের বাণিজ্যিক নামকরণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে করতে হবে। এছাড়া বীজের প্যাকেটের গায়ে আমদানীকৃত হাইব্রিড ধান বীজের কোড নাম বা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ২০/১০/১১
(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

১১/০১/২০১১ তারিখ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	মোঃ হাবিবুর রহমান	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	”
৩	এ কে জি মোঃ এনামুল হক	মহা-পরিচালক, ব্রি	”
৪	মোঃ বছির উদ্দিন	পরিচালক, এসসিএ	”
৫	ড. মোঃ জাকির হোসেন	এমপিও, এসসিএ	”
৬	মোঃ নুরুজ্জামান	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি	”
৭	ড. এম.এ. সাত্তার	মহাপরিচালক, বিনা	”
৮	ড. মুহাম্মদ হোসেন	সিএসও, বিএআরআই	”
৯	ড. হেলাল উদ্দিন আহম্মদ	সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি	”
১০	ড. এম. আব্বাস আলী	সিএসও, বিজেআরআই, ঢাকা	”
১১	সৈয়দ কামরুল হক	সহ বীজতত্ত্ববিদ	”
১২	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	”
১৩	মোঃ আইয়ুব হোসেন	কর্মসূচী পরিচালক, PPW, DAE, খামারবাড়ী	”
১৪	ওমর আল ফারুক (আরিফ)	বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন	”
১৫	এম আর মালিক	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোঃ	”
১৬	ড. শেখ আব্দুল কাদের	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এগ্রি কনসার্ন লিঃ	”
১৭	মোঃ খোরশেদ আলম	পরিচালক, এসআরডিআই	”
১৮	ড. মোঃ খায়রুল বাশার	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি	”
১৯	ড. গোপাল চন্দ্র পাল	মহাপরিচালক, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী	”
২০	প্রঃ ড. মোঃ রফিকুল হক	ভাইস-চ্যান্সেলর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	”
২১	আনোয়ার ফারুক	অতিঃ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	”